Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১৩তম বর্ষ অক্টোবর ২০০৯ ইং ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক দর্শন

মানুষ যে নীতির ভিত্তিতে তার আয়-ব্যয় পরিচালনা করে তাকে অর্থনীতি বলা হয়। পৃথিবীতে মনুষ্য বসতির পর থেকেই মানব সমাজে পারস্পরিক অর্থনৈতিক লেনদেন চলে আসছে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে সর্বযুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে আসছে। **এক-** অবাধ ব্যক্তি মালিকানা ও সীমাহীন ভোগের অধিকার। আর এটাই হ'ল মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা। সে সবকিছুই এককভাবে লুটে-পুটে খেতে চায় ও নিজ অধিকারে জমা করে রাখতে চায়। **দুই-** সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানা স্বীকার করা ও তাঁর প্রদত্ত বৈধ-অবৈধ ও হালাল-হারামের বিধানের দাসত্ব করা। একে বলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'তাওহীদে ইবাদত'। এতে ব্যক্তির আয়-উপার্জনে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং সমাজের সবল-দুর্বল সকলের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সরবরাহ নিশ্চিত হয়। প্রথমোক্ত অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলা হয়। সেযুগে ফেরাঊনী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেভাবে ক্বারূনী অর্থনীতিকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর রক্ত শোষণ করত। এযুগে তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি স্ব স্ব দেশের পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর রক্ত শোষণ করে থাকে। ভোগের যথেচ্ছ অধিকার ও নিরংকুশ মালিকানা লাভের উদগ্র লালসা সমাজে হিংসা-হানাহানি, রক্তপাত, জিঘাংসা ও সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। বর্তমানে কেবল নাম ও ধরনের পার্থক্য হয়েছে মাত্র। এদেশের বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের উঁচু-নীচু অবস্থার দিকে তাকালেই এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে।

মাঝখানে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে হেগেল, মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্ভাবিত পথে শ্রেণী সংগ্রামের নামে ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের একটা সংঘবদ্ধ ও নিষ্ঠুর আন্দোলন গড়ে ওঠে। যাতে উভয়পক্ষে কয়েক কোটি মানুষের জান-মাল ও ইযযতের বিনিময়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কায়েম হয়। অবাধ ব্যক্তি পুঁজিবাদে

Contents

অনেক সময় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ তাদের শ্রমিকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু সর্বহারাদের ভূস্বর্গ নামে কথিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমিকদের এই সামান্য দয়া পাওয়ারও সুযোগ নেই রাষ্ট্রীয় আইনের বাঙময় নিষ্পেষণের কারণে। এখানে অর্থনৈতিক শক্তির সাথে রাজনৈতিক শক্তি একীভূত হওয়ায় এর শোষণটা হয় যেমন সর্বাত্মক, তেমনি নির্দয় ও মর্মান্তিক। অবাধ ব্যক্তি পুঁজিবাদে বিভিন্ন জনের কাছে পুঁজি জমা হয়। যার ফলে সমাজ দেহের রক্ত বিভিন্ন স্থানে ব্লক্‌ড হয়ে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। যা সমাজে অস্বাভাবিক ধন বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং এক সময় সমাজকে মৃতপ্রায় করে দেয়। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট সমাজে সকল পুঁজি রাষ্ট্রের নামে কতিপয় পার্টি লীডারের হাতে জমা হয়। সমাজের সকলকে তাদের কাছে যিম্মী হ'তে হয়। এভাবে দেহের সকল রক্ত মাথায় জমা হয়। ফলে দেহ রক্তশূন্য হয়ে এক সময় অচল হয়ে পড়ে। মানুষ খামারের গরু-ছাগলের মত কিংবা জেলখানার হাজতী-কয়েদীর মত রাষ্ট্রের দেওয়া খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী হয়। তার নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন সেখানে থাকে না। From each according to his labour. To each according to his need. 'প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হবে তার শ্রম অনুযায়ী এবং তাকে দেওয়া হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী'- এই নীতির ভিত্তিতে কথিত সাম্যবাদী অর্থনীতি পরিচালিত হয় বলে দাবী করা হয়। ফলে যে ব্যক্তি শ্রম দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না, অথবা যে ব্যক্তি অন্যের চাইতে অধিক শ্রম দেয় কিংবা অধিক মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী, তার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। এ কারণে বহু ঢাক-ঢোল পিটানো সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম পঞ্চাশ বছরও টিকে থাকতে পারল না। বিপুল বেগে তারা ফিরে গেছে ফেলে আসা পুঁজিবাদের দিকে। এখন রাশিয়া ও চীনের পুঁজিপতিরা আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। যদিও তারা মুখে সমাজতন্ত্রের নাম নিচ্ছে কঠোরতম একদলীয় স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। ফলকথা এই যে, অবাধ ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ দু'টিই চরমপন্থী মতবাদ এবং দু'টিই মানুষের স্বভাব ধর্মের ঘোর বিরোধী।

উপরোক্ত দু'ধরনের পুঁজিবাদের বিপরীতে আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি হ'ল শরী'আহ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাধীন সামাজিক অর্থনীতি। এখানে সম্পদের প্রকৃত মালিক ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নয়, বরং আল্লাহ। এখানে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। যাতে সে তার নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতাকে সাধ্য অনুযায়ী কাজে লাগাতে উৎসাহ পায়। তবে সে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান মতে আয় ও ব্যয় করবে। এখানে তার কোন স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। এখানে সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি নয়, আবার ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়। উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী। ধনীকে তার উদ্বৃত্ত ধন গরীবকে দিতেই হবে। এটা গরীবের প্রতি করুণা নয়, বরং ধনীর সম্পদে গরীবের সুস্পষ্ট অধিকার *(মা'আরেজ ২৪)*। গরীবকেও তেমনি ধনীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কারণ তার মধ্যে অনুরূপ মেধা ও যোগ্যতা নেই। শিল্পপতি তার পুঁজি বিনিয়োগ করবে। কিন্তু কারখানা চালাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উভয়কে উভয়ের স্বার্থ দেখতেই হবে আল্লাহ্‌র দেওয়া ন্যায়বিধান অনুযায়ী, ক্বারূনী দৃষ্টিকোন থেকে নয়। শ্রমিকরা কেবল বেতনভুক শ্রমিক হবে না, তারাও কারখানার মালিকানার অংশীদার হবে। মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে যেমন মালিকানার দাবীদার হয়েছেন, শ্রমিক তার শ্রম বিনিয়োগ করে তেমনি তুলনামূলক মালিকানা লাভ করবে। লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি মালিক ও শ্রমিক উভয়ে নেবে। এতে কারখানার উন্নতির প্রতি উভয়ের লক্ষ্য ও তদারকি থাকবে নিজের সম্পত্তির মতো। উভয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বত্র অর্থের সরবরাহ বাড়বে। সমাজ দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচল করবে। সুস্থ প্রতিযোগিতায় সমাজে সচ্ছলতার আনন্দ বয়ে যাবে। শ্রমিক অসন্তোষ বলে কিছুই থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী অর্থনীতিতে আখেরাত মুখী নৈতিকতাই প্রধান। এখানে ধনী-গরীবের বৈষম্যকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে অগ্রগণ্য রাখা হয়। ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ধনীকে তার উদ্বৃত্ত অর্থ গরীবকে দান করতে হয় *(বাক্বারাহ ২১৯)*। ভোগে নয়, ত্যাগেই এখানে আনন্দ। এটা আল্লাহকে দেওয়া ঋণ। এই ঋণ তার পরকালের আমলনামায় অফুরন্ত প্রবৃদ্ধির সাথে সঞ্চিত

Contents

হয় *(বাক্বারাহ ২৪৫)*। যার মালিক সে কেবল একাই হবে। কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। আল্লাহ্‌র দেওয়া সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, বৃষ্টির পানি ভোগের অধিকার ধনী-গরীব সকলের জন্য সমান। কিন্তু ব্যক্তিগত মেধা ও যোগ্যতার পার্থক্য জন্মগতভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ একে অপরের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে এবং পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে ও আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকে। এই পার্থক্য ও বৈষম্যকে অস্বীকার করা যেমন হঠকারিতা, একাই সবকিছু ভোগের অধিকার দাবী করাও তেমনি হঠকারিতা। ধনের নেশায় মত্ত ও সম্পদের অহংকারে স্ফীত মালিক যখন গাড়ী হাঁকিয়ে বাড়ী থেকে বের হন, তখন তিনি তার গরীব ড্রাইভারের মুখাপেক্ষী থাকেন। যখন ঐ মালিক রোগী হয়ে হাসপাতালে নীত হন, তখন গরীব ডাক্তার ও নার্সের মুখাপেক্ষী হন। অতএব তাকে গরীবদের স্বার্থ দেখতেই হবে তার নিজের স্বার্থেই। যদি সবাই সমান অর্থ-সম্পদ এবং মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী হ'ত, তাহ'লে দুনিয়া অচল হয়ে যেত। মানুষ তার প্রয়োজন পূরণে কারুরই কোন সাহায্য পেত না। শিল্পপতি তার কারখানায় শ্রমিক পেত না। কৃষক তার জমিতে মজুর পেত না। অতএব হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করার অর্থনৈতিক ধারণা কেবল রঙিন ও কষ্ট কল্পনা মাত্র। কথিত সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম এখানেই ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, '...আমরা তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একে অপরের উপর তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে'... *(যুখরুফ ৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ধনীদের কাছ থেকে নাও ও গরীবদের মাঝে তা ফিরিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা তোমরা রূযীপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে' *(আবুদাঊদ)*। তিনি বলেন, 'দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী)*। ধনী ও গরীবের মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকদের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের চাইতে উঁচু পর্যায়ের। যদি এই নীতি মেনে চলো, তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহ্‌র নে'মত সমূহকে তুমি ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না' *(মুসলিম)*। বস্তুতঃ এর মধ্যেই রয়েছে সুখের চাবিকাঠি। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রাপ্ত নে'মতকে অনেকের চাইতে অধিক দেখতে পাবে। এতে সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবে। পক্ষান্তরে উঁচু পর্যায়ের লোকদের দেখে নিজের মধ্যে যে ক্ষোভ ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটাও দূরীভূত হবে। ইসলামী অর্থনীতি এভাবেই সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শান্তি কায়েম করে। আর এটাই বাস্তব কথা যে, রুটির অভাবই দারিদ্র্যের একমাত্র প্রমাণ নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অভাবই সমাজে দরিদ্রতার মূল কারণ। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হ'ল সূদ। যা শোষণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং যার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা *(ইবনু মাজাহ)*। পুঁজিবাদী ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এক সময় নিঃস্ব ও দেউলিয়া হবেই। পৃথিবীর বিগত সকল ধর্ম এবং প্লেটো, এরিষ্টটল সহ ইসলাম-পূর্ব যুগের সকল মানবতাবাদী ব্যক্তিবর্গ সূদের বিরুদ্ধে সাবধান করে গেছেন। অতএব সূদী শোষণে নিষ্পিষ্ট মানবতাকে আজ ফিরে আসতে হবে ইসলামী অর্থনীতির দিকে, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ বিনির্মানের পথে। আয় ও ব্যয়ের সকল ক্ষেত্রে শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্‌র দাসত্বের পথে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'তাওহীদে ইবাদত' কায়েমের শপথ নিয়ে। এটাই হ'ল ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন। প্রকৃত মানবতাবাদী বিশ্বদর্শন। এর মধ্যেই রয়েছে ধনী ও গরীব সকল মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ। সমাজের মঙ্গলকামী দূরদর্শী রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদগণকে আমরা সেদিকেই আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!! *[স.স.]*

পুঁজিবাদের পরিণতি গাছতলা ও পাঁচতলার পর্বত প্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অবশেষে দেউলিয়াত্ব। সমাজতন্ত্রের দাবী বৈষম্যহীন অর্থব্যবস্থা, যা বাস্তবে ভুয়া প্রমাণিত। এসবের বিপরীতে ইসলামে রয়েছে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, যার মাধ্যমেই কেবল সমাজে প্রকৃত সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব।

Contents

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৩তম কিস্তি)

হযরত মূসা (আঃ) ও হারূণ (আঃ)

আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত্ব ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ'ল এটি। যাতে ফেরাঊনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের নীতি-পদ্ধতি সমূহ পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাঊনদের বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী হুঁশিয়ার হয়। সাথে সাথে ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা সমূহ অন্যান্য নবীর তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় অধিক এবং বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। এতদ্ব্যতীত মূসা (আঃ)-কে বারবার পরীক্ষা নেবার মধ্যে এবং তাঁর কওমের দীর্ঘ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও আদেশ-নিষেধের কথাও এসেছে। সর্বোপরি শাসক সম্রাট ফেরাঊন ও তার ক্বিবতী সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘু বনু ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের উপর যুলুম-অত্যাচারের বিবরণ ও তার প্রতিরোধে মূসা (আঃ)-এর প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘ বিশ বছর ধরে যালেম সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত বিভিন্ন গযবের বর্ণনা ও অবশেষে ফেরাঊনের সদলবলে সলিল সমাধির ঘটনা যেন জীবন্ত বাণীচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত কুরআনের অনুপম বাকভঙ্গীতে। মোটকথা কুরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই কাহিনীতে অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর রহস্য সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশিকা সমূহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনে বারবার উল্লেখ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল, ঐশী কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং শেষনবীর উপরে ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাসূল দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা (আঃ) সবাই ছিলেন বনু ইস্রাঈল-এর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী। মূসা (আঃ) ছিলেন এঁদের সবার মূল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

ফেরাঊনের পরিচয়:

'ফেরাঊন' কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ'ল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড, স্ফিংক্স প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু'জন ফেরাঊন ছিলেন। সর্বসম্মত ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ'ল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত 'উৎপীড়ক ফেরাঊন'-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল 'রেমেসিস-২' (RAMSES-11) এবং ডুবে মরা ফেরাঊন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ বা মারনেপতাহ (MERNEPTAH)। লোহিত সাগরের সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার 'মমি' ১৯০৭ সালে আবিস্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাঊন' নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাঊনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'থেব্‌স' (THEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিস্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাঊন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত করেন। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি।[১] উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

১. *মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃঃ।*

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ-

'আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাঊনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'। 'নিশ্চয়ই ফেরাঊন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুতঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্ত র্ভুক্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/৩-৪)*।

পবিত্র কুরআনে ফেরাঊনের আলোচনা যত এসেছে, পূর্ব যুগের অন্য কোন নরপতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা আসেনি। এর মাধ্যমে ফেরাঊনী যুলুমের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, যুগে যুগে ফেরাঊনরা আসবে এবং ঈমানদার সৎ কর্মশীলদের উপরে তাদের যুলুমের ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রূপ হবে। যদিও পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে। কোন যুগই ফেরাঊন থেকে খালি থাকবে না। তাই ফেরাঊন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই নরাধম দুর্ভাগা সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা করেছেন। যাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা সাবধান হয় এবং যালেমদের ভয়ে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। মুসলিম নামধারী বর্তমান মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা ফেরাঊনকে তাদের 'জাতীয় বীর' বলে আখ্যায়িত করছেন এবং কায়রোর 'ময়দানে রেমেসীস'-এর প্রধান ফটকে তার বিশাল প্রস্তর মূর্তি খাড়া করেছেন'।[২]

বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাসঃ

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইসরাঈল'। হিব্রু ভাষায় 'ইসরাঈল' অর্থ 'আল্লাহ্‌র দাস'। কুরআনে তাদেরকে 'বনু ইস্রাঈল' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যাতে 'আল্লাহ্‌র দাস' হবার কথাটি তাদের বারবার স্মরণে আসে।

হযরত ইয়াকূব (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলদের আদি বাসস্থান ছিল কেন'আনে, যা বর্তমান ফিলিস্তীন এলাকায় অবস্থিত। তখনকার সময় ফিলিস্তীন ও সিরিয়া মিলিতভাবে শাম দেশ ছিল। বলা চলে যে, প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত প্রায় সকল নবীর আবাসস্থল ছিল ইরাক ও শাম অঞ্চলে। যার গোটা অঞ্চলকে এখন 'মধ্যপ্রাচ্য' বলা হচ্ছে। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী ও পরে শাসক নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কেন'আন অঞ্চলেও চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন ইউসুফ (আঃ)-এর আমন্ত্রণে পিতা ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্রগণ ও পরিবারবর্গ সহ সকলে হিজরত করে মিসরে চলে যান। ক্রমে তাঁরা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন ও সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকেন। তারীখুল আম্বিয়া-র লেখক বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে কোথাও ফেরাঊনের উল্লেখ না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় ফেরাঊনদের হটিয়ে সেখানে 'হাকসূস' (ملوك الهكسوس) রাজাদের রাজত্ব কায়েম হয়। যারা দু'শো বছর রাজত্ব করেন এবং যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় দু'হাযার বছর আগের ঘটনা।[৩] অতঃপর মিসর পুনরায় ফেরাঊনদের অধিকারে ফিরে আসে। ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূনের সময় যে নিপীড়ক ফেরাঊন শাসন ক্ষমতায় ছিল তার নাম ছিল রেমেসীস-২। অতঃপর তার পুত্র মারনেপতাহ-এর সময় সাগর ডুবির ঘটনা ঘটে এবং সৈন্য-সামন্ত সহ তার সলিল সমাধি ঘটে।

'ফেরাঊন' ছিল মিসরের ক্বিবতী বংশীয় শাসকদের উপাধি। ক্বিবতীরা ছিল মিসরের আদি বাসিন্দা। এক্ষণে তারা সম্রাট বংশের হওয়ায় শাম থেকে আগত সুখী-স্বচ্ছল বনু ইস্রাঈলদের হিংসা করতে থাকে। ক্রমে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াকূবের মিসরে আগমন থেকে মূসার সাথে মিসর থেকে বিদায়কালে প্রায় চারশত বছর সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল কাছাকাছি প্রায় তিন মিলিয়ন[৪] এবং এ সময় তারা ছিল মিসরের মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ'।[৫] তবে এগুলি সবই ইস্রাঈলীদের কাল্পনিক হিসাব মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই'। বরং কুরআন বলছে إِنَّ هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ 'নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষুদ্র একটি দল' *(শো'আরা ২৬/৫৪)*। এই বহিরাগত নবী বংশ ও ক্ষুদ্র দলের সুনাম-সুখ্যাতিই ছিল সংখ্যায় বড় ও শাসকদল ক্বিবতীদের হিংসার কারণ।

২. *তারীখুল আম্বিয়া ১/১৩৭।*

৩. *তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ১২৪।*
৪. *তারীখুল আম্বিয়া ১/১৪০।*
৫. *মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০ পৃঃ।*

এরপর জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফেরাউনকে ভীত ও ক্ষিপ্ত করে তোলে।

মূসা (আঃ)-এর পরিচয়:

موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام–

মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন ‘আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)।[৬] অর্থাৎ মূসা হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল ‘ইমরান’ ও মাতার নাম ছিল ‘ইউহানিব’। তবে মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৭] উল্লেখ্য যে, মারিয়াম (আঃ)-এর পিতার নামও ছিল ‘ইমরান’। যিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানা। মূসা ও ঈসা উভয় নবীই ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশীয় এবং উভয়ে বনু ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(সাজদাহ ২৩, ছফ ৬)*। মূসার জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সম্রাট ফেরাউনের ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মাওলানা মওদূদী বলেন, মূসা (আঃ) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফেরাউনের দরবারে পৌঁছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর ফেরাউন ডুবে মরে এবং বনু ইসরাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় মূসা (আঃ)-এর বয়স ছিল সম্ভবতঃ আশি বছর।[৮] তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, ফেরাউনের জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু‘জেযা দান করেন।

উল্লেখ্য যে, আদম, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রায় সকল নবীই চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন। মূসাও চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত পোষণ করেছেন।[৯] সেমতে আমরা মূসা (আঃ)-এর বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি। যেমন, প্রথম ৩০ বছর মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তূর পাহাড়ের নিকটে ‘তুবা’ (طُوًى) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে মিসর হ’তে প্রস্থান এবং ফেরাউনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন‘আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। আমাদের নবী (ছাঃ) সেখানে একটি লাল টিবির দিকে ইশারা করে সেস্থানেই মূসা (আঃ)-এর কবর হয়েছে বলে জানিয়েছেন।[১০] উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূলের[১১] প্রায় সবাই ইস্রাঈল বংশের ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সেমেটিক। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সাম বিন নূহ-এর ৯ম অধঃস্তন পুরুষ। এজন্য ইবরাহীমকে ‘আবুল আম্বিয়া’ বা নবীদের পিতা বলা হয়।

মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী:

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরাউন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ’তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে’।[১২]

মিসর সম্রাট ফেরাউন জ্যোতিষীর মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে।

---

৬. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২।*
৭. *তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন, ত্বোয়াহা ৩৮-৩৯, পৃঃ ৮৫১।*
৮. *রাসায়েল ও মাসায়েল ৩/১২০, ৩য় মুদ্রণ ২০০১।*
৯. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৬।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*
১১. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।*
১২. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ।*

Contents

তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসাবে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হত্যা করতে থাকলে এক সময় বনু ইস্রাঈল কওম যুবক শূন্য হয়ে যাবে। বৃদ্ধরাও মারা যাবে। মহিলারা সব দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হবে। অথচ বনু ইস্রাঈলগণ ছিল মিসরের শাসক শ্রেণী এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জাতি। এই দূরদর্শী কপট পরিকল্পনা নিয়ে ফেরাঊন ও তার মন্ত্রীগণ সারা দেশে একদল ধাত্রী মহিলা ও ছুরিধারী জাল্লাদ নিয়োগ করে। মহিলারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বনু ইস্রাঈলের গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা করত এবং প্রসবের দিন হাযির হয়ে দেখত, ছেলে না মেয়ে। ছেলে হ'লে পুরুষ জাল্লাদকে খবর দিত। সে এসে ছুরি দিয়ে মায়ের সামনে সন্তানকে যবহ করে ফেলে রেখে চলে যেত।[১৩] এভাবে বনু ইস্রাঈলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসির বলেছেন যে, শাসকদল ক্বিবতীরা ফেরাঊনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র সন্তান হত্যা করায় বনু ইস্রাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফেরাঊন এক বছর অন্তর অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারূণের জন্ম হয়। কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়।[১৪] ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তরে 'ইলহাম' করেন। যেমন আল্লাহ পরবর্তীতে মূসাকে বলেন,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى- أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي-

'আমরা তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম'। 'যখন আমরা তোমার মাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যা প্রত্যাদেশ করা হয়'। '(এই মর্মে যে,) তোমার নবজাত সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও'। 'অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। অতঃপর আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফেরাঊন) তাকে উঠিয়ে নেবে এবং আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হ'তে বিশেষ মহব্বত নিক্ষেপ করেছিলাম এবং তা এজন্য যে, তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৭-৩৯)*। বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ-

'আমরা মূসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে দুধ পান করাও। অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব' *(ক্বাছাছ ২৮/৭)*। মূলতঃ শেষের দু'টি ওয়াদাই তাঁর মাকে নিশ্চিন্ত ও উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'মূসা জননীর অন্তর (কেবলি মূসার চিন্তায়) বিভোর হয়ে পড়ল। যদি আমরা তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তাহ'লে সে মূসার (জন্য অস্থিরতার) বিষয়টি প্রকাশ করেই ফেলত। (আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম এ কারণে যে) সে যেন আল্লাহ্র উপরে প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকে' *(ক্বাছাছ ২৮/১০)*।

মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ'লেন

ফেরাঊনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ (ইলহাম) অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।[১৫] অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে *(ক্বাছাছ ২৮/১১)* সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল *(ত্বোয়াহা ২০/৪০)*। এক সময় তা ফেরাঊনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফেরাঊনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া (آسية) বিনতে মুযাহিম ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফেরাঊন তাকে বনু ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফেরাঊন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট

১৩. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৮, ৯*।
১৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৩ পৃঃ*।
১৫. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৭ আয়াত*।

হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/৩৯)*। যাকে দেখলেই মায়া পড়ে যেত। ফেরাঊনের হৃদয়ের পাষাণ গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। বস্তুতঃ এটাও ছিল আল্লাহ্র মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ–

'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি'। আল্লাহ বলেন, 'অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৯)*। মূসা এক্ষণে ফেরাঊনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু মূসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ 'আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম' *(ক্বাছাছ ২৮/১২)*। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার ভগিনী বলল, 'আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী'? *(ক্বাছাছ ২৮/১২)*। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হ'ল। মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মায়ের কাছে রাজকীয় ভাতা ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হ'তে থাকল।[১৬] এভাবে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে মূসা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন। এভাবে একদিকে পুত্র হত্যার ভয়ংকর আতংক হ'তে মা-বাবা মুক্তি পেলেন ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে তাদের হৃদয় শীতল হ'ল। অন্যদিকে বহু মূল্যের রাজকীয় ভাতা পেয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের দুশ্চিন্তা হ'তে তারা মুক্ত হ'লেন। সাথে সাথে সম্রাট নিয়োজিত ধাত্রী হিসাবে ও সম্রাট পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাঁদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। এভাবেই ফেরাঊনী কৌশলের উপরে আল্লাহ্র কৌশল বিজয়ী হ'ল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

১৬. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৫; ঐ, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ৪০ আয়াত, 'হাদীছুল ফুতূন'*।

আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ 'তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি' *(নমল ২৭/৫০)*।

যৌবনে মূসাঃ

দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফেরাঊন-পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান-শওকতের মধ্যে বড় হ'তে থাকেন। আল্লাহ্র রহমতে ফেরাঊনের স্ত্রীর অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। এভাবে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 'যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হ'লেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন' *(ক্বাছাছ ২৮/১৪)*।

মূসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফেরাঊনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' এই সুপরিচিত ঘৃণ্য নীতির অনুসরণে ফেরাঊন তার দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ও একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৪)*। আর সেটি হ'ল বনু ইস্রাঈল। প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মাবার ভয়ে সে তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। এভাবে একদিকে ফেরাঊন অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে 'সর্বোচ্চ পালনকর্তা ও সর্বাধিপতি' ভেবে সারা দেশে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এমনকি সে নিজেকে 'একমাত্র উপাস্য' مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)* বলতেও লজ্জাবোধ করেনি। অন্যদিকে মযলূম বনু ইস্রাঈলদের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অবশেষে আল্লাহ মযলূমদের ডাকে সাড়া দিলেন। আল্লাহ বলেন, 'দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমরা চাইলাম তাদের উপরে অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে'। 'এবং আমরা চাইলাম তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাঊন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫-৬)*।

যুবক মূসা খুনী হ'লেন

মূসার হৃদয় মযলূমদের প্রতি করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ওদিকে

আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। মূসা একদিন দুপুরের অবসরে শহরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় তাঁর সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল। তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। যাদের একজন যালেম সম্রাটের ক্বিবতী বংশের এবং অন্যজন মযলূম বনু ইস্রাঈলের। মূসা তাদের থামাতে গিয়ে যালেম লোকটিকে একটা ঘুষি মারলেন। কি আশ্চর্য লোকটি তাতেই অক্কা পেল। মূসা দারুণভাবে অনুতপ্ত হলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

'একদিন দুপুরে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবাসীরা ছিল দিবানিদ্রার অবসরে। এ সময় তিনি দু'জন ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের এবং অপরজন ছিল শত্রুদলের। অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, 'নিশ্চয়ই এটি শয়তানের কাজ। সে মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু'। 'হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপরে যুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ক্বাছাছ ২৮/১৫-১৬)*।

পরের দিন 'জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে মূসাকে বলল, হে মূসা! আমি তোমার হিতাকাংখী। তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাও। কেননা সম্রাটের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছে' *(ক্বাছাছ ২৮/২০)*। এই লোকটি মূসার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল। একথা শুনে ভীত হয়ে মূসা সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

'অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর'। 'এরপর যখন তিনি (পার্শ্ববর্তী রাজ্য) মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন, তখন (দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে) বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল পথ দেখাবেন' *(ক্বাছাছ ২৮/২১-২২)*।

আসলে আল্লাহ চাচ্ছিলেন, ফেরাঊনের রাজপ্রাসাদ থেকে মূসাকে বের করে নিতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত করতে। সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ নবীর গৃহে লালিত-পালিত করে তওহীদের বাস্তব শিক্ষায় আগাম পরিপক্ক করে নিতে চাইলেন।

মূসার পরীক্ষা সমূহ:

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে। কিন্তু মূসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই। বস্তুতঃ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁর জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে। যেমন আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا 'আর আমরা তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি' *(ত্বোয়াহা ২০/৪০)*।

১ম পরীক্ষা: হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া

মূসার জন্ম হয়েছিল তাঁর কওমের উপরে আপতিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে। আল্লাহ তাঁকে অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে বাঁচিয়ে নেন। অতঃপর তাঁর জানী দুশমনের ঘরেই তাঁকে নিরাপদে ও সসম্মানে লালন-পালন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা ও পরিবারকে করলেন উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত। অথচ মূসার জন্মকে ঠেকানোর জন্যই ফেরাঊন তার পশুশক্তির মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলের শত শত শিশু পুত্রকে হত্যা করে চলছিল। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২য় পরীক্ষা: হিজরত

অতঃপর যৌবনকালে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা হ'ল- হিজরতের পরীক্ষা। মূলতঃ এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরে ১ম পরীক্ষা। শেষনবী সহ অন্যান্য নবীর জীবনে সাধারণতঃ নবুঅতপ্রাপ্তির পরে হিজরতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর জীবনে নবুঅত প্রাপ্তির আগেই এই কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়। অনাকাংখিত ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র মূসা ফেরাঊনের রাজ্যসীমা ছেড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী

রাজ্য মাদিয়ানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর মূসা এই ভীতিকর দীর্ঘ সফরে কিভাবে চলেছেন, কি খেয়েছেন সেসব বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন এসব বিষয়ে চুপ থেকেছে বিধায় আমরাও চুপ থাকছি। তবে রওয়ানা হবার সময় যেহেতু মূসা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্র উপরে সমর্পণ করেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন 'নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন' *(ক্বাছাছ ২৮/২২)*, অতএব তাঁকে মাদিয়ানের মত অপরিচিত রাজ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সসম্মানে সেখানে বসবাস করার যাবতীয় দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে নিজেকে সঁপে দিলে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পূর্ব জর্দানের মো'আন (معان) সামুদ্রিক বন্দরের অনতিদূরেই 'মাদইয়ান' অবস্থিত।

মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন

মাদিয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটা কূপের দিকে গেলেন। সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু'টি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ' (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। 'অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন' (তারপর মেয়ে দু'টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ী চলে গেল)। মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ -

'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী'। হঠাৎ দেখা গেল যে 'বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে'। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, 'আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন' *(ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)*।

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু'আয়েব (আঃ)। মূসা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর নাম শোনেননি বা তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। শু'আয়েব (আঃ) সবকিছু শুনে বললেন, لاَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ 'ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ'। 'এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। 'তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে'। 'মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হ'ল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক' *(ক্বাছাছ ২৮/২৫-২৮)*। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। যেমন ইতিপূর্বে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর যাবত শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরান। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মূসা (আঃ) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি-পরায়না বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হ'তে থাকলো। সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন'।[১৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أفرسُ الناس ثلاثةٌ: صاحبُ يوسفَ حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وصاحبةُ موسى حين قالت

---

১৭. *বুখারী হা/২৪৮৭ 'সাক্ষ্য সমূহ' অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।*

يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القويُّ الامين وابوبكر الصديق حين استخلف عمرَ رضى الله عنه-

‘সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন: ১- ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের আযীয (রাজস্বমন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, ‘একে সম্মানের সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে’ ২- মূসার (ভবিষ্যৎ) স্ত্রী, যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, ‘হে পিতা, এঁকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ’তে পারেন, যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ এবং ৩- আবুবকর ছিদ্দীক, যখন তিনি ওমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন’।[১৮]

৩য় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ

এখন যাবার পালা। পুনরায় স্বদেশে ফেরা। দুরু দুরু বক্ষ। ভীত-সন্ত্রস্ত মন। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও যেতে হবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছেন মিসরে। আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হ’লেন পুনরায় মিসরের পথে। শুরু হ’ল তৃতীয় পরীক্ষার পালা।

উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু’টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে এক পাল দুম্বা। এছাড়া তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তো তিনি লাভ করেছিলেন বিপুলভাবে।

পরিবারের কাফেলা নিয়ে মূসা রওয়ানা হ’লেন স্বদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ’ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের। কিন্তু কোথায় পাবেন আগুন। পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ। প্রচণ্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ’ল না। দিশেহারা হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে তিনি আগুনের ছটা দেখতে পেলেন। আশায় বুক বাঁধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব’ *(ত্বোয়াহা ২০/১০)*। একথা দৃষ্টে মনে হয়, মূসা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[১৯] পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে চলে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা ছিল আল্লাহ্র মহা পরিকল্পনারই অংশ।

মূসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্কা ততই পিছাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়ায কানে এলো তার চার পাশ থেকে। মনে হ’ল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে। মূসা তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে ‘তুবা’ (طُوَى) উপত্যকায় দণ্ডায়মান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى-

‘অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে মূসা!’ ‘আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ’ *(ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)*। এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। অতঃপর আল্লাহ বলেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى-

‘আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক’। ‘নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর’। ‘ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে’। ‘সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে

১৮. *মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৮।*
১৯. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১।*

(ক্বিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ'তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ'লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩-১৬)*।

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى-

'হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' 'মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে'। 'আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও'। 'অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল'। 'আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব' *(ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)*।

এটি ছিল মূসাকে দেওয়া ১ম মু'জেযা। কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ মূসাকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে মূসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

১ম মু'জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় মু'জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى-

'তোমার হাত বগলে রাখ। তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে'। 'এটা এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই' *(ত্বোয়াহা ২০/২২-২৩)*।

নয়টি নিদর্শন:

কেবল এই দু'টি মু'জেযাই নয়, আল্লাহ বলেন, 'আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম' *(ইসরা ১৭/১০১; নামল ২৭/১২)*। এখানে 'নিদর্শন' অর্থ একদল বিদ্বান 'মু'জেযা' নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু'জেযা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১২টি গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি। তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাঊনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু'জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। যথা- (১) মূসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপমাত্র অজগর সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, যা মূসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (৪) ফেরাঊনী কওমের উপর প্লাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইস্রাঈলকে সাগরডুবি থেকে নাজাত দান। তবে প্রথম দু'টিই ছিল সর্বপ্রধান মু'জেযা, যা নিয়ে তিনি শুরুতে ফেরাঊনের নিকটে গিয়েছিলেন *(নমল ২৭/১০, ১২)*।

অবশ্য কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ফেরাঊনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، 'আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/১৩০)*। হাফেয ইবনু কাছীর 'তোতলামী'টা বাদ দিয়ে 'দুর্ভিক্ষ'সহ নয়টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাঊন সম্প্রদায়ের উপরে আরও একটি নিদর্শন এসেছিল 'প্লেগ-মহামারি' *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক মারা গিয়েছিল এবং পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আর বরকতে মহামারি উঠে গিয়েছিল। এটাকে গণনায় ধরলে সর্বমোট নিদর্শন ১১টি হয়। তবে 'নয়' কথাটি ঠিক রাখতে গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর নবুঅতের অকাট্ট দলীল ও গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা, যা মিসরে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি সবই হয়েছিল মিসরে। অতএব আমরা সেখানে পৌঁছে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

নয়টি প্রশ্নের উত্তর

মূল: মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা :

সিরিয়ার যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ পণ্ডিত এবং ছহীহ হাদীছ সমূহকে বাছাই করে একত্রিতভাবে জগত সমক্ষে তুলে ধরার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী মুহাদ্দিছ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯) শিষ্যদের ৯টি প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছিলেন। যা তাঁর অনুমতিক্রমে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে আম্মানের 'আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ' নামক প্রতিষ্ঠান ১৪২১ হিজরী সনে। আমরা তাদের শুকরিয়া আদায় করি।

প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় আমরা তা অনুবাদ করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই। যাতে উপমহাদেশের প্রায় ৩০ কোটি বাংলাভাষী মানুষ উপকৃত হয় এবং মরহুম শায়েখ পরজগতে তাঁর ইলমী ছাদাক্বার নেকী লাভে ধন্য হন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতে উচ্চ স্থান দানে সম্মানিত করুন- আমীন!

বিনীত : অনুবাদক

॥ প্রশ্নোত্তর সমূহ ॥

প্রশ্ন-১ : মাননীয় শায়েখ! আমরা একটি ছোট পুস্তিকায় একটি হাদীছ পাঠ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে, خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ 'তুমি কুরআন থেকে নাও যা তুমি চাও যেজন্য চাও'। এ হাদীছটা কি ছহীহ? আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন!

উত্তর : হাদীছটি প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে হাদীছ শাস্ত্রে এর কোন ভিত্তি নেই।[১] অতএব এটা বর্ণনা করা এবং একে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করা জায়েয নয়। অতঃপর হাদীছটির বিস্তৃত অর্থ যা কিছুকে শামিল করে তা বিশুদ্ধ নয় এবং ইসলামী শরী'আতে তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। যেমন ধরুন, আমি যদি আমার ঘরের আঙিনায় বসে থাকি এবং রূযির জন্য কোনরূপ কাজ না করি এবং আমি যদি আমার প্রভুর নিকটে খাদ্য প্রার্থনা করি যেন তিনি আমার উপরে আসমান থেকে তা নাযিল করেন। কেননা আমি কুরআন থেকে এটা নিয়েছি।-একথা কি কেউ বলবে?

এটি বাতিল কথা মাত্র। সম্ভবতঃ এটা কোন কর্মবিমুখ অলস ছূফীর তৈরী করা কথা হবে। যারা তাদের হুজরায় বসে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং একে তারা 'রিবাত্বাত' (الرِّباطات) বলে অভিহিত করে (বাংলাদেশে 'মোরাকাবা' বলে)। তারা সেখানে বসে থাকে আর আল্লাহ্র পাঠানো রূযির অপেক্ষা করতে থাকে, যা কোন লোক তার জন্য নিয়ে আসবে। অথচ এটি কোন মুসলিম ব্যক্তির স্বভাব হ'তে পারে না। কেননা রাসূলুলাহ (ছাঃ) মুসলমানদের গড়ে তুলেছিলেন উঁচু হিম্মত ও আত্মসম্মান বোধের উপরে। তিনি বলেছেন, اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من الْيَد السُّفْلَى، فاليد العليا هى الْمُنْفِقَةُ واليد السفلى هى السَّائِلَةُ– 'উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম। উপরের হাত হ'ল ব্যয়কারী এবং নীচের হাত হ'ল সওয়ালকারী'।[২]

কিছু কিছু দুনিয়াত্যাগী ও ছূফী ব্যক্তির বিস্ময়কর কেচ্ছা-কাহিনী আমরা শুনতে পাই। আমরা আলোচনা দীর্ঘ না করে উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা পেশ করতে চাই। ছূফীদের ধারণা মতে তাদের একজন ব্যক্তি পৃথিবী ভ্রমণে বের হয় পাথেয়শূন্য অবস্থায়। কিন্তু খেতে না পেয়ে সে মরার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় সে দূরে একটি গ্রাম দেখতে পেল। অতঃপর সেখানে গেল। ঐদিন ছিল জুম'আর দিন। সে তার ধারণা অনুযায়ী যেহেতু আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে সে সফরে বের হয়েছে এবং এই ভরসায় যাতে কোনরূপ কমতি দেখা না দেয়, সেজন্য সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়াল করে মিম্বরের নীচে লুকিয়ে রইল। তার অন্তর একথা বলছিল, যেন কেউ না কেউ তাকে বুঝে ফেলে। কিছু পরে খতীব খুৎবা দিলেন। কিন্তু ঐ ছূফী জামা'আতে ছালাত আদায় করল না। ইতিমধ্যে খতীব খুৎবা ও ছালাত শেষ করেছেন এবং মুছল্লী সবাই একে একে বের হ'তে শুরু করেছেন। লোকটি বুঝতে পারল যে, সম্ভবতঃ মসজিদ খালি হয়ে গেল। সত্বর দরজা সমূহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে একাকী মসজিদে খানাপিনা ছাড়াই পড়ে থাকবে। তখন উপায়ান্তর না দেখে বেচারা ছূফী কাশি দিতে থাকলো। যাতে লোকেরা তার উপস্থিতি টের পায়। তার কাশির আওয়ায শুনে মুছল্লীদের দৃষ্টি পড়ল। দেখা গেল যে, সে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় হাড্ডিসার অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল ও খানাপিনার ব্যবস্থা করল।

লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কে? ছূফী বলল, أَنَا زَاهِدٌ مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللهِ 'আমি একজন দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী'। লোকেরা বলল, তুমি কিভাবে বলছ আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী? অথচ তুমি মরতে বসেছিলে। যদি তুমি আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী হ'তে, তাহ'লে কারু কাছে চাইতে না। আর তোমার উপস্থিতি জানাবার জন্য কাশতে না। এভাবেই তোমার পাপে তুমি মরে যেতে'।

এটাই হ'ল দৃষ্টান্ত, যা এইসব জাল হাদীছের পরিণাম হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। মোট কথা এই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই।*

১. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৭।*

২. *বুখারী, হা/১৪২৯; মুসলিম হা/১০৩৩।*

* *প্রিয় পাঠক! বাংলাদেশে প্রচলিত তাবীযের বইগুলি দেখুন। কুরআনের আয়াত ও সূরা ভরা মাদুলীগুলো দেখুন। তাছাড়া মকছূদোল মুমেনীন, নেয়ামুল কোরআন প্রভৃতি বইগুলি দেখুন। কুরআনকে এরা ঔষধের কিতাব বানিয়ে ছেড়েছে। যা বিক্রি করে ইহুদী আলেম ও পীর-আউলিয়াদের মত এরাও দু'পয়সা রোজগার করছে। আর ঈমান হরণ করছে দৈনিক হাযার হাযার মানুষের।*

প্রশ্ন-২ ঃ জনাব! আহলে কুরআন (অর্থাৎ যারা কেবল কুরআন মানার দাবী করে, হাদীছ মানে না) যুক্তি দেয় যে, আল্লাহ বলেছেন, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلاً 'প্রত্যেক বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি' *(ইসরা ১৭/১২)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ 'আমরা এই কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ছাড়িনি' *(আন'আম ৬/৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ هذا القرآنَ طَرَفُه بِيَد الله وطرفه بأَيدِيْكم، فَتَمَسَّكُوْا به، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوْا بَعْدَهُ أَبَدًا– 'নিশ্চয়ই এই কুরআনের একপ্রান্ত আল্লাহ্র হাতে এবং আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা একে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা তোমরা এরপরে আর পথভ্রষ্ট হবে না এবং কখনোই ধ্বংস হবে না' *(ছহীহ তারগীব ১/৯৩/৩৫)*। উপরোক্ত বিষয়গুলিতে আপনার পর্যালোচনা কামনা করছি।

উত্তরঃ প্রথমতঃ وَمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ 'আমরা এই কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ছাড়িনি' এখানে 'এই কিতাবে' অর্থ 'লওহে মাহফূয'। কুরআনুল কারীম নয়। অতঃপর وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلاً 'প্রত্যেক বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি'- যখন আপনারা এটাকে কুরআনের সঙ্গে যুক্ত করবেন, যার বর্ণনা পূর্বে চলে গেছে (অর্থাৎ আহলে কুরআন হওয়ার দাবী), তখন এর পূর্ণ অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খোলাছা করে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে অন্য সংযুক্তি সহকারে। কেননা আপনারা জানেন যে, ব্যাখ্যা অনেক সময় 'সংক্ষিপ্ত' (بالاجمال) হয়ে থাকে সাধারণ মূলনীতি সমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে। যার অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা থাকে, যা গণনা করে শেষ করা যায় না। বিজ্ঞ শরী'আত প্রণেতার পক্ষ হ'তে ঐসব শাখা-প্রশাখার জন্য স্পষ্ট মূলনীতি সমূহ দান করায় কুরআনের আয়াতের মর্ম প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা অনেক সময় 'বিস্তারিত' (بالتفصيل) হয়, আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থের দিকেই মস্তিষ্ক দ্রুত ধাবিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولاتركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه– 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নিষেধ করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নিষেধ করতে ছাড়িনি'।[৩]

এক্ষণে 'বিস্তারিত' কখনো মূলনীতি সমূহের মাধ্যমে হয়, যার অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা থাকে এবং কখনো ইবাদাত ও আহকামের খুঁটিনাটি বর্ণনার মাধ্যমে হয়। যাতে কোন মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে যেসব মূলনীতির অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যার মাধ্যমে ইসলামের বিরাটত্ব ও বিধান রচনার গণ্ডির ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়, সেইসব 'সংক্ষিপ্ত' মূলনীতির' (من القواعد الإجمالية) কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হ'ল। যেমন-

(১) لاضَرَرَ ولاضِرَارَ 'ক্ষতি নয়, ক্ষতি করা নয়।[৪]

(২) كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু মদ এবং প্রত্যেক মদ হারাম'।[৫]

(৩) كُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৬]

এই সকল মূলনীতি কোন কিছুকে ছেড়ে দেয়নি। যেমন প্রথমটি ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং আর্থিক ক্ষতি সবকিছুকে শামিল করে। দ্বিতীয়টি মাদকতা সংশিষ্ট সবকিছুকে শামিল করে। চাই সে মাদক আঙ্গুর থেকে হউক- যা খুবই প্রসিদ্ধ, চাই গম বা অন্য কোন উপাদান থেকে তৈরী হৌক। যতক্ষণ তা মাদক থাকবে, ততক্ষণ তা হারাম থাকবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় মূলনীতিটি এত বেশী সংখ্যক বিদ'আতকে শামিল করে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবুও খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'। এটা হ'ল বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কিন্তু সেটা এসেছে মূলনীতি আকারে। অতঃপর বিস্তারিত বিধান সমূহ, যা আপনারা জানেন, যার অধিকাংশ হাদীছে একটি একটি করে উল্লেখিত হয়েছে এবং কখনো কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা *(নিসা ৪/১১-১২)*।

অতঃপর প্রশ্নে যে হাদীছটির কথা বলা হয়েছে, হাদীছটি ছহীহ। তার উপরে আমাদের সাধ্যমত আমল করা উচিত। একই মর্মে আরেকটি হাদীছ এসেছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه، 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। কখনোই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন এ দু'টি বস্তুকে তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ'।[৭] এক্ষণে আল্লাহ্র রজ্জু ধারণ- যা আমাদের হাতে রয়েছে- তা হ'ল সুন্নাহ্র উপরে আমল করা, যা কুরআনুল কারীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী।

৩. *সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৮০৩।*

৪. *ছহীহুল জামে' হা/৭৫১৭।*
৫. *ইরওয়াউল গালীল ৮/৪০/২৩৭৩।*
৬. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯২/৩৪, ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৭৫।*
৭. *মিশকাত ১/৬৬/১৮৬।*

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীর শারঈ বিধান

*আকমাল হোসাইন**

মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন। এ বিষয়েই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা। ইসলামী শরী'আতের একটি মূলনীতি হচ্ছে যেকোন মুসলিম ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় কোন ইবাদত করতে চাইলে অবশ্যই তার সমর্থনে কুরআন মাজীদ অথবা ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল থাকতে হবে। ছহীহ দলীল থাকলে তা করা যাবে। অন্যথা তা করা যাবে না। আর কোন আমলের স্বপক্ষে দলীল না থাকলে তা নবাবিষ্কার তথা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। এ রকমই একটি বিষয় হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা। এ মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এমনকি মৃত ব্যক্তির সাথে কুরবানীর কোন সম্পৃক্ততাই নেই।

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী এ মর্মে দু'টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে হাদীছ দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

(১) عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِيْ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّيْ عَنْهُ.

(১) হানাশ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে দু'টি মেষ যবেহ করতে দেখেছি। আমি তাকে বললাম, এটা কি? (অর্থাৎ দু'টি কেন?) তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করছি।[২০]

(২) عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِيْ بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا.

(২) হাকাম হানাশ থেকে এবং তিনি আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আলী) দু'টি মেষ কুরবানী দিতেন। একটি নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে এবং অপরটি তার নিজের পক্ষ থেকে। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, আমাকে নবী করীম (ছাঃ) তা করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অতএব আমি কখনও তা ছাড়ব না।[২১]

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি গারীব। হাদীছটিকে একমাত্র শারীক কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীছ থেকেই জানতে পেরেছি। আবূ দাউদ এবং তিরমিযী কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীছ দু'টিতে দু'জনের উস্তাদ ভিন্ন হ'লেও সনদের উপরের বর্ণনাকারীগণ একই।

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَنَش هُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ الْكِنَانِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْث شَرِيْك. هَذَا آخِرُ كَلاَمِه. وَحَنَش تَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرُ وَاحِد وَقَالَ ابْنُ حِبَّان الْبُسْتِيّ : وَكَانَ كَثِيْرُ الْوَهْمِ فِي الْأَخْبَار يَنْفَرِدُ عَنْ عَلِيٍّ بِأَشْيَاء لاَ يُشْبِهُ حَدِيْثَ الثِّقَات حَتَّى صَارَ مِمَّنْ لاَ يُحْتَجُّ بِه .وَشَرِيْك هُوَ ابْن عَبْد اللَّه الْقَاضِي فِيْهِ مَقَالٌ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَات.

হাফিয মুনযেরী বলেন, 'হানাশ হচ্ছেন আবুল মু'তামির কিনানী ছান'আনী। ইমাম তিরমিযী তার হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীছটি গারীব। হাদীছটিকে একমাত্র শারীক কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীছ থেকেই জানতে পেরেছি। এটি তার সম্পর্কে তিরমিযীর সর্বশেষ কথা। একাধিক ব্যক্তি (মুহাদ্দিছ) বর্ণনাকারী হানাশের সমালোচনা করেছেন। ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী বলেন, তিনি হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে খুবই ভুল করতেন। তিনি আলী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে কতিপয় হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন যেগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এভাবেই তিনি অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী হিসাবে গণ্য হয়ে যান। এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী শারীক, তিনি হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ কাযী। তারও সমালোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র মুতাবা'আতের ক্ষেত্রে (তার স্থলে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীছটি বর্ণনা করে থাকলে) এবং যৌথভাবে বর্ণনাকারী হিসাবে তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। এককভাবে বর্ণনা করে থাকলে তার হাদীছ গ্রহণ করেননি। *দ্রঃ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা, তুহফাতুল আহওয়াযী।*

বর্ণনাকারী শারীকের উস্তাদ আবুল হাসনার নাম হচ্ছে হাসান অথবা হুসাইন। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে বলেন, হাকাম ইবনু ওতায়বাহ্ হ'তে তার বর্ণনা সম্পর্কে জানা যায় না। অর্থাৎ তিনি অপরিচিত

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এম.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; দাঈ, সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ কোরিয়া।*

২০. *আবূ দাঊদ হা/২৭৯০, হাদীছটি ছহীহ নয়।*

২১. *তিরমিযী হা/১৪৯৫।*

(মাজহূল)। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি মাজহূল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক অছিয়ত সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী এবং আবূ দাঊদ কর্তৃক বর্ণনাকৃত উক্ত হাদীছের সনদে তিন তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতএব হাদীছটি দুর্বল হেতু এর দ্বারা কোনক্রমেই দলীল গ্রহণ করা যায় না।

কোন কোন আলেম উক্ত হাদীছের দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেছেন যে, যদি মৃত ব্যক্তি অছিয়ত করে যায় তাহ'লে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে। কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে যেহেতু হাদীছটির দ্বারা দলীলই গ্রহণ করা যাচ্ছে না, সেহেতু মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীর ব্যাপারে অছিয়ত করে যাওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তবে অছিয়তের ক্ষেত্রে 'আম হাদীছের কারণে মৃত ব্যক্তি যদি তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার অছিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহ'লে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্য থেকে তা তার উত্তরাধিকারীগণ বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু কুরবানী করার জন্য অছিয়ত করাকে সুন্নাত মনে করা যাবে না। কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ নয়।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা সম্পর্কে সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেমগণকে প্রশ্ন করা হ'লে তাঁরা বলেন, 'কুরবানী করা শরী'আত সম্মত শুধুমাত্র জীবিত মুসলিমদের ক্ষেত্রে। কারণ তাদের পক্ষ থেকেই কুরবানী করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে; মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে যায়, তাহ'লে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক তা বাস্তবায়ন করবে ... এবং তা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকেই করবে'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী খাদীজা মক্কাতে মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর তিন মেয়ে পরবর্তীতে মারা যান, তাঁর চাচা হামযা মারা যান কিন্তু তিনি তাদের কারো পক্ষ থেকেই কুরবানী করেননি। যদি এরূপ করা বিধিসম্মত হ'ত তাহ'লে অবশ্যই তিনি তাঁর উম্মাতকে তা করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে যেতেন। আর এরূপ নির্দেশনা প্রদান না করাই প্রমাণ করছে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা শরী'আত সম্মত নয়। অপরদিকে ফিকহ শাস্ত্রের একটি পরিভাষা হচ্ছে, لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 'প্রয়োজনের সময় থেকে দেরী করে ব্যাখ্যা আসা না-জায়েয'।

এছাড়া নিম্নের হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একটি ছাগল এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে আদায় হয়।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ.

আতা ইবনু ইয়াসার হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ আইউব আনছারী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কিভাবে কুরবানী করা হ'ত? উত্তরে তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি একটি ছাগল কুরবানী করত নিজের এবং তার গৃহের সদস্যদের পক্ষ থেকে। অতঃপর নিজেরা খেত এবং অন্যদেরকে খাওয়াত ...।[২২]

এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে ছওয়াবে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও সম্পৃক্ত হবে। এথেকে এরূপ বুঝা যায় না যে, মৃত পিতা বা মাতার নাম উল্লেখ করে নিয়ত করতে হবে কিংবা তাদের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে কুরবানী করলে গ্রহণযোগ্য হবে।

কেউ কেউ নিম্নের হাদীছ দ্বারা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে মর্মে দলীল গ্রহণ করে থাকেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ.

জাবের হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, আমি নবী-করীম (ছাঃ)-এর সাথে ঈদুল আযহার মুছল্লায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুৎবা শেষ করে মিম্বর থেকে নামলেন। অতঃপর একটি মেষ নিয়ে আসা হ'ল। তিনি এটি আমার এবং আমার উম্মতের যারা যবেহ করেনি তাদের পক্ষ থেকে বলে নিজ হাতে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করলেন।[২৩]

নিম্নের হাদীছটির দ্বারাও দলীল গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়,

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ

২২. *'ছহীহ তিরমিযী' হা/১৫০৫, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭।*

২৩. *তিরমিযী হা/১৫২১; আবূ দাঊদ হা/২৮১০।*

لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কুরবানী করার ইচ্ছা করতেন তখন বড়, মোটাসোটা, শিং বিশিষ্ট এবং কালো রংয়ের চেয়ে সাদার পরিমাণ বেশী এরূপ দু'টি খাসি করা মেষ ক্রয় করে একটি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির জন্য যবেহ করতেন যে আল্লাহ্র এক-অদ্বিতীয় হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তিনি (মুহাম্মাদ) যে আল্লাহ্র বাণীকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এ সাক্ষ্য দিয়েছে। আর দ্বিতীয়টি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে যবেহ করতেন।[২৪]

এ হাদীছে প্রমাণ মিলছে যে, একটি মেষ এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে এবং ছওয়াবের ক্ষেত্রেও তারা সকলে অংশীদার হবে।

আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে একটি মেষ কুরবানী করেছেন। উম্মতের পক্ষ থেকে এরূপ মেষ কুরবানী করাটা তাঁর জন্য খাছ ব্যাপার ছিল। এর উপর ভিত্তি করে অন্য কেউ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করবেন তা হ'তে পারে না। কারণ যদি এরূপ করা জায়েযই থাকত তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর চার খলীফা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবীগণ হ'তে অবশ্যই তা ছহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হ'ত। কিন্তু ছাহাবীগণ মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন মর্মে ছহীহ সূত্রে এর কোন প্রমাণ মিলে না। অতএব রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাত হিসাবে সে যুগে যা করা হয়নি এ যুগে তা করা জায়েয হ'তে পারে না।

আমাদের সমাজে কোন কোন ব্যক্তিকে এরূপ পাওয়া যায় যে, সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে কুরবানী করছে এবং এরূপ কুরবানী করাকে তারা বিশেষ ফযীলতের মনে করছে। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরূপ করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। কারণ ইসলামের প্রথম যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে কুরবানী করেছেন বলে প্রমাণ মিলে না।

কেউ কেউ বলেছেন, পিতা-মাতার জন্য সন্তানের পক্ষ থেকে যেমন কিছু ছাদাক্বা করা জায়েয, অনুরূপভাবে ছাদাক্বার উপর কিয়াস করে কুরবানী করাও জায়েয। ছাদাকাহ্ হিসাবে এর ছওয়াব মৃত পিতা-মাতার নিকট পৌঁছবে।

উল্লেখ্য, পিতা-মাতার জন্য ছাদাক্বা করলে তার ছওয়াব তাদের নিকট পৌঁছবে মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেসব হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে কেউ যদি একটি গুরু বা ছাগল মৃত পিতা-মাতার নামে ছাদাক্বাহ্ হিসাবে কোন মাদরাসা বা ইয়াতীম খানায় দান করে তাহ'লে এর ছওয়াব মৃত পিতা-মাতা পাবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে দলীলগুলোর তো কুরবানীর সাথে কোন প্রকার সম্পৃক্ততা নেই। কারণ কুরবানী একটি স্বতন্ত্র ইবাদত এবং ইসলামী শরী'আতের একটি বিধান যার সমর্থনে পৃথক দলীল বর্ণিত হয়েছে এবং জীবিত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করবে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[৬]

অতএব জীবিতদের জন্য নির্ধারিত একটি স্বতন্ত্র ইবাদতকে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে হ'লে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে পৃথকভাবে ছহীহ দলীল উপস্থাপন করতে হবে। অন্যথা এরূপ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে ইবাদত যাকে সম্বোধন করে বর্ণিত হয়নি সে ইবাদতকে তার সাথে কিয়াস করে সম্পৃক্ত করা মোটেই যৌক্তিক নয়। বরং এরূপ কিয়াস নীতি বিরোধী অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য।

ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তো এরূপ কিয়াস করে মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সে যুগের মুসলিমগণ (ছাহাবীগণ) কি কম বুঝতেন?

তাদের থেকে ছহীহ সূত্রে এরূপ আমল প্রমাণিত না হওয়াটাই প্রমাণ করছে যে, মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যাবে না। কেউ করলে তা দলীলহীন আমল হিসাবে গণ্য হবে, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী নীতি বিরোধী। আল্লাহ আমাদেরকে দলীল বিহীন আমল তথা বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

২৪. *ছহীহ্ ইবনু মাজাহ্ হা/৩১২২, হাদীছ ছহীহ।*

৬. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২।*

প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

*মুহাম্মাদ আবদুর রহমান**

‘প্রাসাদ ষড়যন্ত্র’ শব্দটি শুনতে খুব হালকা এবং ক্ষুদ্র মনে হ’লেও এ এক সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডের ফল। A number of events responsible for a conspiracy. সামান্য ষড়যন্ত্রের প্রভাবে সারা বিশ্বে এর বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ’তে পারে। এ এমন এক ষড়যন্ত্র, যাতে মিত্র হয়ে যায় শত্রু এবং শত্রু হয়ে যায় মিত্র। Whispering হ’তে হ’তে Conspiracy-তে পরিণত হয়। কানাঘুষা হ’তে হ’তে ষড়যন্ত্র। একবার অন্তরে কোন খাহেশ গেড়ে বসলে তা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে রক্তারক্তি হ’তে বড় আকারের যুদ্ধ শুরু হয় এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হয়। বিশ্বে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আধিক্য তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশী। বহুবিবাহের (Polygamy) ফলে রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে অনেক সন্তান-সন্ততি। ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাধিক্যের ফলে একই সিংহাসনের দাবীদার হন সকলেই, ফলে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। আর এই ষড়যন্ত্র প্রাসাদ পেরিয়ে ছড়িয়ে যায় দেশময়। রক্তের বন্যা বয়ে যায়। ভ্রাতৃযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে একে একে সবাই।

এছাড়া ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে, কোন রাজবংশে নাবালক ছেলে রেখে উক্ত সিংহাসনের রাজা/নবাব ইন্তেকাল করেন তখন মন্ত্রী-অমাত্যগণ রাজ্যের হাল ধরেন এবং ক্রমান্বয়ে উক্ত রাজ্যের নাবালক পুত্র-কন্যার অভিভাবকদের উপর প্রভাব খাটিয়ে শুরু করেন ‘প্রাসাদ ষড়যন্ত্র’ বা Palace intrigue. এক্ষণে আমরা এরূপ ষড়যন্ত্রের কিছু ঘটনা তুলে ধরতে চেষ্টা করব। ঘটনাগুলো হচ্ছে-

১। শাহজাহান এবং তদীয় পুত্রগণ
২। সিরাজুদ্দৌলা-মীরজাফর
৩। পাক-ভারত বিভক্তি

নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ভারতের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও তাদের দালালদের চক্রান্তে তাঁকে, অপর ভাষায় বাংলার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা হয়। তাঁর বীরত্ব ও মহত্ত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসে বিকৃত করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে যিনি ভারতের মাটিকে রক্তরাঙ্গা করলেন, তার ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সামান্যতম চেষ্টার পরিবর্তে বরং অসামান্য অপচেষ্টাই করা হয়েছে।

সম্রাটদের রাজ্যে বঙ্গদেশ একটা প্রদেশ বলে গণ্য ছিল। বাংলার প্রথম নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। পরে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলা ও বিহারের নবাব হন। পরবর্তীকালে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আসীন হন। তিনি যথেষ্ট যোগ্য ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ গভর্ণর আলীবর্দ্দী খাঁ মারাঠা ও বর্গীদের লুণ্ঠন কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাতে সরফরাজ খাঁ খুব একটা গুরুত্ব দেননি। এতে বীর আলীবর্দ্দীর বীরত্ব প্রকাশে ও বঙ্গরক্ষায় বাধা সৃষ্টি হয় ভেবে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরফরাজকে পরাজিত করে নিজে নবাব হন। নবাব হওয়ার পরে তিনি মারাঠি অত্যাচারকে বন্ধ করে জনসাধারণের শুভাশীষ পেয়ে ধন্য হন।

আলীবর্দ্দী খাঁয়ের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তদীয় নাতি সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসান। সিরাজের সিংহাসন লাভের পরেই নবাবকে অযোগ্য মনে করে ইংরেজরা দুঃসাহসের সঙ্গে কলকাতার ঘাঁটি ‘ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ’ তৈরী করতে শুরু করে। ইংরেজরা জানত সারা ভারতের মস্তিষ্ক বাংলা- তাই কলকাতাতেই ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে লাগল। সিরাজ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাঠালেন যে, দুর্গ তৈরী বন্ধ করা এবং তৈরী অংশ ভেঙ্গে ফেলা নবাবের আদেশ। ইংরেজরা নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে দুর্গের কাজ অব্যাহত রাখে। কারণ নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁরা আগে থেকেই তৈরী ছিল। সিরাজ পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে বিদেশী ইংরেজকে আক্রমণ করেন এবং তাদের ভীষণভাবে পরাস্ত করেন।

কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌছলে বৃটিশ সেনাপতি লর্ডক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কলকাতা পুনর্দখল করেন। সিরাজ বুঝতে পারলেন আর যুদ্ধে নামা যাবে না। কারণ ইংরেজদের চক্রান্তে তারই বিশ্বাসভাজন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু-বান্ধব দেশের শত্রু ইংরেজকে জয়ী করার জন্য সর্বস্ব পণ করে লেগেছেন। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস রেখে সন্ধি করতে হয়। এই সন্ধির নাম হয় ‘আলী নগরের সন্ধি’। সন্ধির শর্তানুযায়ী কলকাতা ইংরেজরা ফিরে পায় এবং শুধুমাত্র ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মেরামত বা নির্মাণের অধিকার পায়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ইংরেজরাই বিশ্বাসঘাতকের মত হঠাৎ বঙ্গের চন্দননগর দখল করল এবং সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করল।

এ ব্যাপারে ইংরেজরা যে বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল তা হচ্ছে বঙ্গের বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ, কলকাতার বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ বা আমীর চাঁদ এবং রাজা রাজবল্লভ প্রমুখ দেশীয় শত্রু ও শোষকবৃন্দ সিরাজুদ্দৌলা ও দেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেয়। জগৎশেঠের বাড়িতে ষড়যন্ত্রের গোপন সভা হয়। সেই গোপন আলোচনায়

* এম.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান; সাধুর মোড়, রাজশাহী।

স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ইংরেজদের দূত মিঃ ওয়াটসকে পালকীতে করে আনা হয়। ঐ সভায় মিঃ ওয়াটস সকলকে লোভ-লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এবং তার ফলে বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করতে তাঁরই আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। মিঃ ওয়াটস আরো জানালেন, সিরাজের সাথে লড়তে যে প্রস্তুতি ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা বর্তমানে তাঁদের নেই। তখন জগৎশেঠ শেঠজীর কর্তব্য পালন করতে সদম্ভে আশ্বাস দিয়েছিলেন, টাকা যা দিয়েছি আরো যত দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই।

মীরজাফরকে একটু বোঝাতে বেগ পেতে হ'ল। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, 'আমি নবাব আলীবর্দ্দীর আত্মীয়। সিরাজুদ্দৌলাও আমার আত্মীয়। সুতরাং কি করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব'? তখন উমিচাঁদ বুঝিয়েছিলেন, আমরা তো আর সিরাজুদ্দৌলাকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু তাকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাচ্ছি। কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি নই, ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই, এক কথায় অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে'।[১]

শাহজাহান এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

শাহজাহানকে ঘিরে যখন চারিদিকে রব উঠে যায় শাহজাহান পরলোক গমন করেছেন, তখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। অবশেষে যখন আওরঙ্গজেবের জয় হ'ল তখন দেখা গেল শাহজাহান মারা যাননি, মৃত্যুর হাত হ'তে ভগ্নদেহ নিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। ঐ অবস্থায় তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখন তিনি বিশ্রাম না করে অন্ধ স্নেহে বড় ছেলে দারাশিকোকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করেন এবং বহু সমস্যার সম্মুখীন হন।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা নিজের পিতার প্রতি আনুগত্য এবং সারা ভারতে তাঁর কত জনপ্রিয়তা আছে তা বার বার তুলে ধরে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। অথচ গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম জাতি বিশেষ করে মুসলমান মন্ত্রী, সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দারার প্রতি দারুণ অনাস্থা আর অবিশ্বাস ছিল, যেহেতু তিনি তাদের কাছে ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত হ'তেন। সুতরাং সে অবস্থায় দারাকে সিংহাসনে বসালেই বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত সারা দেশে। একাধিক বিদ্রোহ দমন করা সহজ কিন্তু নিজের দরবারের বিদ্রোহ দমন করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়; বরং অনেকটাই অসাধ্য।

অতএব নানা দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় যে, যদি শাহজাহানের বন্দীমার্কা বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা হ'ত তাহ'লে অবস্থা হ'ত অত্যন্ত বিপজ্জনক ও লোমহর্ষক। তাই বিচক্ষণ ইতিহাসবিদগণের মতে শাহজাহানকে বিশ্রাম কক্ষে আটকে রক্ত নদীর গতিকে স্তব্ধ করা হয়।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভারত ভাগ (১৯৪৭)

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন দেশ স্বাধীন হ'তে হ'লে যারা দেশকে পরাধীন করে রেখেছে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, যুদ্ধের পরিবর্তে সেদিন দেশের অনেক নেতাকেই ইংরেজ মোড়লদের তোষামোদ করতে দেখা গেছে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারত ভাগের অংশগুলো তাদের অনুকূলে হওয়া। স্যার র‍্যাডক্লিফকে আদেশ দেওয়া হ'লে তিনি ভারতের ম্যাপে দাগ দিয়ে দিলেন। তথাকথিত স্বাধীনতা সহ দেশ বিভাগের কাজ সম্পন্ন হ'ল। ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের এবং ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল। ১৪ই আগষ্ট রাতে দিল্লীতে গণপরিষদের অধিবেশন বসল। এই গণপরিষদে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করলে ১৫ই আগষ্ট জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। এই ভারত বিভাগ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। তবুও ১ম পক্ষ (ভারত) এতে সন্তুষ্ট নয়। তাই তারা পুনশ্চ যে অংশ পূর্ব বাংলা- যা বর্তমানে বাংলাদেশ, সেই অংশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তা গ্রাস করতে সচেষ্ট।

মন্ত্রীদের চক্রান্তে তৎকালীন বাগদাদ

১২৫৮ খৃষ্টাব্দ মুসলমানদের জন্য বেদনাদায়ক বছর। ঐ বছর তৎকালীন আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী, ইলম ও অত্যধিক গৌরবের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরী ধ্বংস হয়েছিল নৃশংস হালাকু খানের হাতে। খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহসহ বিশ লাখ বাগদাদবাসীর ১৬ লাখ নিহত হয় তাতার বাহিনীর হাতে। অবশিষ্ট ৪ লাখ লোক কোন মতে জীবন নিয়ে সহায়-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মানুষের খুনে দজলা নদীর পানি রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। বাড়ি-ঘর, স্কুল-মাদরাসা, কুতুবখানা সহ যাবতীয় স্থাপনা ধ্বংস ও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সীমাহীন তাণ্ডব ও উদ্দাম ধ্বংসলীলা চালিয়ে হালাকু খান শেষ করে দিয়েছিল ইসলামী সভ্যতার নিদর্শন ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরী। খলীফাদের বিলাস ও আরাম-আয়েশ, মূল ইসলামী চেতনা থেকে বিচ্যুতি, মন্ত্রীদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা, আলেম-ওলামার বিভক্তি ও অনৈক্য তথা শী'আ-সুন্নী বিতর্ক-বাহাছ খিলাফতের ভিত দুর্বল করে ফেলেছিল এবং বহিঃশত্রুদের বাগদাদ আক্রমণে সাহস যুগিয়েছিল। খলীফার প্রধান উযীর ইবনু আলকেমীর নেতৃত্বে

১. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ১৭৮।*

বিশ্বাসঘাতক চক্র হালাকু খানের সাথে হাত মিলিয়ে বাগদাদ নগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলেন।

বাগদাদকে ঘিরে এত রক্তাক্ত ষড়যন্ত্র, এত কানাঘুষা, উত্থান-পতন হয়েছে যা আব্বাসীয় উমাইয়া সুলতানদের রাজত্বকালকে কলঙ্কিত করেছে। এখনো ইরাককে বিভক্ত করে ফেলার চক্রান্তে প্রেসিডেন্ট বুশ নীলনকশা করেছিলেন। তা তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। ইরাকের মুসলমানরা যতদিন নিজেরা নিজেদের মধ্যে কোন্দলের বীজ শী'আ-সুন্নী বিরোধ মীমাংসা না করতে পারবে, ততদিন বাগদাদ মুসলমানদের হাতে ফিরে আসবে না।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

আমরা অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পাই যে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র কেবল রাজসিংহাসন ও রাজাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে না, এই ষড়যন্ত্র দেখা যায় সাধারণ সহায়-সম্পত্তিকে ঘিরেও করাল ছায়া ফেলে, প্রভাব ফেলে সাধারণ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও। জনপ্রতিনিধিদের উচিত তাদের নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে জনগণের স্বার্থ দেখা। খিলাফতবিহীন মুসলমানদের অবস্থাকে কাজে লাগাতে, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অবমাননাকর অবস্থা, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও যুলুম সহ সকল দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র মুসলমানদের উপর নির্বিচারে যুলুম চলছে। ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ভারত, বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি আজ বধ্যভূমি। ঐ সমস্ত যুলুমবাজী কাজে মুনাফিক মুসলমানগণ বিজাতীয় খৃষ্টান নাস্তিকদের সার্বিক সাহায্য করে চলেছে। তা না হ'লে এতদিন উল্লেখিত দেশে ইসলামী পতাকা পত পত করে উড়ত।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐক্যের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। বক্তৃতার মধ্যে এও বলে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। অর্থাৎ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না। এখন প্রশ্ন হ'ল, সবাই ঐক্যের পক্ষে, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ সমস্ত ইসলামী দল, তাহ'লে ঐক্য হচ্ছে না কেন? যে নেতা ঐক্যের পক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তিনিই বাসায় গিয়ে তার দলটাকে দ্বিখণ্ডিত করে সংবাদপত্রে বিবৃতি পাঠিয়ে দিচ্ছেন? উত্তরটা অত্যন্ত সোজা। আমরা যারা ঐক্যের পক্ষে বিবৃতি দিচ্ছি তারা কেউই আন্তরিক নই। বলার দরকার, জনতা ঐক্য চায়, তাই বক্তৃতা দেওয়া। দেশের বরেণ্য আলেম-ওলামা কি লক্ষ্য করছেন না যে, সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইসলামী শক্তিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে কিভাবে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এদেশের কতিপয় দল ও ব্যক্তিকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে? তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও দ্বীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মাত্রাতিরিক্ত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে পাইকারীভাবে মুসলমানদের সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে নির্যাতন করে চলেছে।

মুনাফিক ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

'যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ! ...তারা যেকোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? *(মুনাফিকূন ৬৩/১-২, ৪)*! আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তারা নবী (ছাঃ)-এর নিকট আসে তখন শপথ করে ইসলাম প্রকাশ করে এবং তাঁর রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর ইসলাম হ'তে বহু দূরে রয়েছে। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র নবী এবং মুনাফিকদের উক্তিও এটাই। কিন্তু তাদের অন্তরে এর কোন ক্রিয়া নেই। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী। মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, মুমিনগণ যেন তাদের হ'তে সতর্ক থাকে। তারা যেন এই মুনাফিকদেরকে খাঁটি মুমিন মনে করে তাদের কোন কাজে অনুসরণ না করে। কেননা তারা ইসলামের নামে কুফরী করে ফেলবে। তারা আল্লাহ্র পথ হ'তে বহু দূরে রয়েছে এবং তাদের আমল অতি জঘন্য। যাহহাক (রাঃ)-এর কিরাআতে إِيْمَانَهُمْ অর্থাৎ 'হামযা'তে যের দিয়ে রয়েছে। তখন ভাবার্থ হবে তারা তাদের বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা হত্যা ও কুফরীর হুকুম হ'তে দুনিয়ায় বেঁচে যাবে। তাদের অন্তরে নিফাক স্থান করে নিয়েছে। তাই তারা ঈমান হ'তে ফিরে গিয়ে কুফরীর দিকে এবং হিদায়াত হ'তে সরে গিয়ে গুমরাহীর দিকে চলে এসেছে এবং তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে যে বোধশক্তি ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। বাহ্যতঃ তো তারা মুখে মিষ্টি কথা বলে এবং তারা বেশ বাকপটু। কিন্তু তাদের অন্তর কালিমাময়।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন

মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন জনতা একটি বিশেষ লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হ'লেই তাকে জামা'আত বলে। জামা'আত গঠনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। আমীরবিহীন জীবন বল্গাহীন

জীবনের ন্যায়। আমীরবিহীন দলকে জামা‘আত বলা হয় না। সুনির্দিষ্ট ইসলামী লক্ষ্যে গঠিত জামা‘আতের উপরে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত থাকে।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার আমীর-এর আনুগত্য কর। যদি কোন ব্যাপারে ঝগড়া কর তাহ’লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ফায়ছালার) দিকে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

তাবেঈ বিদ্বান হাসান বাছরী, আতা, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া প্রমুখ বলেন, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী দ্বীনদার মুত্তাকী নেতাই ‘উলুল আমর’। ইবনু কাছীর বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বোঝা যায় যে, শাসক ও আলেম সম্প্রদায় (যাদের হুকুম জনগণ মেনে চলবে) তারা সবাই ‘উলুল আমর’-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাওকানী বলেন, ‘শারঈ নেতৃত্ব সম্পন্ন সকল শাসক, বিচারপতি ও নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিকেই উলুল আমর বা আমীর বলা হয়, তাগূত্বী নেতৃত্বকে নয়। কিতাব ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করে যে বাতিলের নিকটে ফায়ছালা নিয়ে যাওয়া হয়, তাকেই ‘তাগূত্ব’ বলা হয়।[২] তাগূত্বী নেতৃত্ব মেনে চলতে কোন মুমিন বাধ্য নয়।

জামা‘আত দুই প্রকার। একটি জামা‘আতে আম্মাহ বা ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন এ পর্যায়ে পড়ে। এই সংগঠনের আমীর হবেন আমীরুল মুমিনীন, যিনি ইসলামী বিধান মতে প্রজাপালন করবেন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন। একে ইমারতে মুলকী বা রাষ্ট্রীয় ইমারত বলা হয়ে থাকে। অমুসলিম দেশে এই ‘ইমারত’ কায়েম করা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়টি জামা‘আতে খাছছাহ বা বিশেষ সংগঠন। বর্তমানে সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমেই ‘দ্বীন’ জনগণের মাঝে টিকে আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ জামা‘আতের ‘আমীর’ শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন না। কিন্তু তিনি অবশ্যই শারঈ অনুশাসন কায়েম করবেন এবং স্বীয় মামূরকে সর্বদা দ্বীনের পথে ধরে রাখতে প্রচেষ্টা চালাবেন। আর এজন্যই মামূরকে আমীরের হাতে শারঈ আনুগত্যের বায়‘আত করতে হবে এবং মামূরকে আমীরের শারঈ নির্দেশ সাধ্যপক্ষে মেনে চলতে সর্বদা বাধ্য থাকতে হবে। শারঈ কারণ ব্যতীত বায়‘আতের অবমাননা করলে ও আনুগত্য ছিন্ন করলে কঠিন গোনাহের ভাগী হ’তে হয়। এই ইমারতকে ইমারতে শারঈ বলা যায়। ইমারতে শারঈর পথ বেয়েই ইমারতে মুলকী কায়েম হওয়া সম্ভব। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মাক্কী জীবনে ‘ইমারতে শারঈ’র মালিক ছিলেন। কিন্তু মাদানী জীবনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার ফলে ‘ইমারতে মুলকী’র অধিকারী হন।[৩]

---

২. *জামা‘আতী যিন্দেগী, পৃঃ ৪-৫।*
৩. *ঐ, পৃঃ ৫-৬।*

জামা‘আতী যিন্দেগী ও আমীরের নিকটে বায়‘আত গ্রহণ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছঃ

১। হারিছ আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা (৫) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা‘আত হ’তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, তার গর্দান হ’তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ’ল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানায়, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ’ল, যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম’।[৪] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র বিরোধী দাওয়াতকেই জাহেলিয়াতের দাওয়াত বলা হয়।

২। উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়‘আত করেছিলাম এই মর্মে যে, শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হৌক স্বাচ্ছন্দ্যে হৌক, আনন্দে হৌক বা দুঃখে হৌক বা আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ে হৌক। আরো বায়‘আত করেছিলাম এই মর্মে যে, ইমারত নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘আমীরের’ মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী না দেখা পর্যন্ত, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে তোমাদের নিকটে নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে)। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না’।[৫]

৩। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে তার উপরে আমীরের বায়‘আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল’।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন ছবর করে’।[৭]

৪। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ‘ইসলাম হয় না জামা‘আত ছাড়া, জামা‘আত হয় না আমীর ছাড়া, ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া’।[৮]

---

৪. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত আলবানী, সনদ ছহীহ ‘ইমারত’ অধ্যায় হা/৩৬৯৪।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ‘ইমারত’ অধ্যায় হা/৩৬৬৬।*
৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪।*
৭. *ঐ হা/৩৬৬৮।*
৮. *দারেমী ও ইবনু আবদিল বার্র ১/৬২; জামা‘আতী যিন্দেগী, পৃঃ ৬-৮।*

উপদেশ

*রফীক আহমাদ**

উপদেশ একটি অমূল্য ও অনন্য বাণী। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির কল্যাণের জন্য এর উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। আসলে মানুষ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কত প্রিয় সৃষ্টি তা সে (মানুষ) জানে না, অবশ্য ফেরেশতামণ্ডলী ও ইবলীস ভালভাবেই জানে। মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বে ইবলীস মর্যাদার লড়াইয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানব জাতির নিকট পরাজয় বরণ করে। অতঃপর সে তার প্রতিপক্ষের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে সবিনয়ে অভিযোগ পেশ করে মহান পালনকর্তার সমীপে। অদৃশ্যের জ্ঞাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে কিছু কৃত্রিম সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও কৌশল মানব জাতির প্রতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা ও অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তাঁর প্রিয়পাত্র আদম (আঃ)-কে উত্তম উপদেশ দ্বারা ভূষিত করেন। কিন্তু মানবীয় সহজ-সরল চরিত্রের অধিকারী আদম (আঃ) ইবলীসের প্রথম আক্রমণে বিব্রত হয়ে ভুল করে ফেলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থী হন। মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে ক্ষমা করে দেন এবং পুনরায় মহামূল্যবান উপদেশ প্রদান সহ সাময়িকভাবে পৃথিবীতে নির্বাসন দেন। এ সময় ইবলীসের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে তাঁকে বার বার সতর্ক করে দেয়া হয়।

কালক্রমে আদম (আঃ)-এর বংশবৃদ্ধি হ'তে থাকে, তিনি তাঁর পালনকর্তার উপদেশানুযায়ী সপরিবারে আদর্শ জীবন-যাপন করতে থাকেন। ইবলীস পুনর্বার আদম (আঃ)-এর আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু নিন্দনীয় উপাধি 'শয়তান' খেতাবে ধিকৃত ইবলীস আদম (আঃ)-এর বংশধরের প্রতি তাঁর দেয়া সঠিক ও সত্য উপদেশমালায় কালিমা লেপন করে কৃত্রিম উপদেশ তৈরী করতে থাকে। এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অকৃত্রিম উপদেশকে ইবলীস তার মিথ্যা ও কৃত্রিম উপদেশ দ্বারা বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তেই উপদেশ বহু ক্ষেত্রে বিতর্কে পরিণত হয়ে যায়।

মহাবিশ্বের মহানিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাসত্য বাণীকে সর্বঊর্ধ্বে অভিষিক্ত করা এবং ইবলীসকে নিরুৎসাহিত করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সুনিশ্চিত করেন। দুর্বলচিত্ত মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য বার বার আদেশ-উপদেশসহ বহু নবী রাসূল-এর আগমন ঘটেছে যুগে যুগে। শয়তানের যেকোন অপচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যও পুনঃ পুনঃ হুঁশিয়ার করা হয়েছে বিগত মানব সম্প্রদায়কে তাদের নিজ নিজ এলাকার নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। মহান স্রষ্টা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে নিজ সান্নিধ্যে রাখার প্রয়াসে বিপুল উপদেশ ভাণ্ডার বিভিন্নভাবে প্রেরণ করেন। পরিশেষে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য উপদেশমালা বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সংরক্ষিত আছে। কুরআন মাজীদ আল্লাহ প্রেরিত একটি ধর্মগ্রন্থ এবং মানব জাতির জন্য প্রচারমূলক উপদেশমালা। এইসব উপদেশ বাণী উচ্চারিত হয়েছে সত্য, সুন্দর, সহজ-সরল ও শান্তিপ্রিয় জীবনে বিশ্বাসী মানুষের জন্য। তবুও সমগ্র বিশ্ববাসীর জ্ঞান-গরিমা, বিবেক-বিবেচনা, চিন্তা-গবেষণা ইত্যাদির উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াসে পবিত্র কুরআন উন্মুক্ত রয়েছে বিশ্ব দরবারে। পৃথিবীর যেকোন উন্নত দেশের মাতৃভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের বিশাল কলেবরকে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে আল-কুরআন। এতদস্বার্থে বাংলা ভাষাভাষী সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ও উপকারার্থে কুরআনের উপদেশ সমূহকে বাংলায় অনুবাদের সদিচ্ছায় আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

উপদেশ অর্থ মন্ত্রণা, পরামর্শ, শিক্ষা, কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ, অনুশাসন, উত্তম যুক্তি, সন্তোষজনক বার্তা ইত্যাদি গুণবাচক অর্থ ভাণ্ডার। বর্তমান বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত পৃথিবীতে বহুসংখ্যক সুপণ্ডিতের সুরচিত উপদেশবাণী হ'তে বিশ্বের মানুষ দিবারাত্রি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করছে। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলার মহাজ্ঞানভাণ্ডার হ'তে মহামূল্যবান উপদেশগুচ্ছ অতি অল্পসংখ্যক জ্ঞানীরাই অনুসরণ করছেন। কারণ মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপদেশের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে যেকোন পণ্ডিত মহোদয়ের উপদেশ রচনা করা উচিত। তাহ'লেই অধিকাংশ মানুষ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। যাহোক, এরূপ স্পর্শকাতর বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আমরা আলোচ্য রচনাকে সর্বসাধারণের সার্বিক মঙ্গল কামনায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের মাঝে এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রথমেই দেখা যাক মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সার্বজনীনভাবে কি উপদেশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারবে' *(বাক্বারাহ ২/২১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

'হে মানবকুল! তোমাদের কাছে উপদেশাবলী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য' *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

** শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

Contents

উপদেশ সম্পর্কিত এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ' *(নাহল ১৬/৯০)*।

উপদেশ অমান্যকারীদের পরিণাম ভয়াবহ। তাই জ্ঞানবুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন মানুষকে উপদেশ বিষয়ক আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য জানা দরকার। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا–

'হে বুদ্ধিমানগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন' *(ত্বালাক ৬৫/১০)*।

এতদ্ব্যতীত সমাজের মুসলিম নর-নারীর চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ করার এক অত্যাশ্চর্য তথ্য আল্লাহ তা'আলা উপদেশাকারে প্রত্যাদেশ করেন যে, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামমুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এতীমের ধন-সম্পদের কাছে যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওযন ও মাপ পূর্ণ কর, ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চল না। তাহ'লে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও' *(আন'আম ৬/১৫২-১৫৩)*।

পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে মর্যাদাসম্পন্ন উপদেশ। তা অবগতির জন্য আল্লাহ পবিত্র অহি-র ধারক মহানবী (ছাঃ)-কে বলেন,

المص، كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ–

'আলিফ, লাম, মীম ছোয়াদ। এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটি বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ' *(আ'রাফ ৭/১-২)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيْهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ–

'আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? *(আম্বিয়া ২১/১০)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ–

'এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর'? *(আম্বিয়া ২১/৫০)*।

কুরআনের উপর অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ–

'আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ' *(নূর ২৪/৩৪)*।

আল্লাহ আরও বলেন, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ 'এই কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়' *(কলম ৬৮/৫২)*।

উপরের আয়াতগুলোতে পবিত্র কুরআনকে বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ, বরকতময় উপদেশ, পূর্ববর্তীদের ইতিহাস হ'তে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ, আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এতে আরও অসংখ্য শিক্ষণীয় উপদেশ সন্নিবেশিত হয়েছে। এভাবে উপদেশ সংক্রান্ত জ্ঞানের পথে আরও বেশী অগ্রসর হ'লে, বিশেষত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সকল যুক্তি ও মূল্যায়ন এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতিই নির্ভরশীল ও আত্মসমর্পণকারী। সুতরাং

Contents

এক আল্লাহ্‌র উপদেশ ছাড়া ইসলাম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কারো পক্ষে সঠিক জ্ঞান লাভ করা আদৌ সহজ নয়, সম্ভবও নয়। তাই এক আল্লাহ্‌র উপদেশের ব্যাখ্যা সম্বলিত আয়াতগুলো দ্বারা জ্ঞানী মানব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ-

'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী' *(আন'আম ৬/১০২)*।

আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য স্বরূপ অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, 'যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বললেন, হে বৎস আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব' *(লোকমান ৩১/১৩-১৫)*।

কোন কোন ক্ষেত্রে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেন,

لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْماً مَّخْذُوْلاً-

'স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহ'লে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২২)*।

উপরের আয়াত কয়টি এক আল্লাহ্‌র আদেশ ও উপদেশ মান্য করার চূড়ান্ত শীর্ষবাণী রূপে ঘোষিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র সাথে কোন প্রকারের শরীক স্থির করা বা চিন্তা করা হ'তে নিষেধ করা হয়েছে এবং সাবধানও করা হয়েছে। পার্থিব জগতে মহান আল্লাহ্‌র পরই পিতা-মাতা হ'লেন সম্মানের ও শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞতার কারণে তাদের আদেশ-উপদেশ বা অনুসরণে শরীক করা যাবে না। এমতাবস্থায় তাঁদের আদেশ অমান্য করতে হবে। বরং যারা এক আল্লাহ্‌র অভিমুখী তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাই এ পথের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ অনুসরণের এক অমূল্য বাণী অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র কুরআনে। মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-উপদেশের সঙ্গে মহানবী (ছাঃ)-এর আদেশ-উপদেশকেও একইভাবে মান্য করতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظاً-

'যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে, সে আল্লাহ্‌রই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মাদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

একই বিষয়ে অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে,

وَأَطِيْعُوا اللّهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে? আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

আলোচ্য বিষয়ে আরও সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً-

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে' *(আহযাব ৩৩/৭১)*।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর অধীনস্থ রাখার জন্য একাংশে অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ)-কেও সম্পৃক্ত করেন। উপরোক্ত আয়াতগুলো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই অপরিসীম গুরুদায়িত্ব প্রদানের পর মহানবী (ছাঃ)-কে বাহ্যতঃ কিছুটা আলাদাভাবেও প্রত্যাদেশ করা হয়। মহানবী (ছাঃ)-এর ক্ষমতায়নে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্‌র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরলপথ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

একই বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ বাণী হচ্ছে,

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيْمٍ-

Contents

'আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের' *(ইয়াসীন ৩৬/১১)*।

অতঃপর অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى–

'আমি আপনার জন্য সহজ শরী'আত সহজতর করে দেব। উপদেশ ফলপ্রসূ হ'লে উপদেশ দান করুন। যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যে হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে' *(আ'লা ৮৭/৮-১২)*।

অতঃপর সার্বজনীনভাবে উপদেশ গ্রহণ করার তাগিদ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ–

'অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ছবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার' *(বালাদ ৯০/১৭)*।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নবী-রাসূল, ধর্মপ্রবর্তক, সমাজ সেবক, দেশ-বিদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কেউ মহানবী (ছাঃ)-এর সমতুল্য হ'তে পারেননি। তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, মানবতা ও মহানুভবতা ছিল অতুলনীয় ও প্রসংসনীয়। তিনি সারা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা ও অনন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। সার্বজনীন শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বযুগের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁর অমূল্য প্রতিভাকে জগদ্বাসীর সামনে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লেখিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন। বর্তমান উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এগুলো নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয়।

ঐতিহাসিক সূত্রে আরও জানা যায়, পার্থিব জগতে বর্তমান কালের মত অতীতেও মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি আহরণের প্রতিযোগিতায় অধিক তৎপর ছিল। তারা পরকালীন জীবন সম্পর্কিত উপদেশমালা পালনের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে নীরবতা, অবহেলা ও অবিশ্বাসের মধ্যে অতিবাহিত করেছে। এতদর্থে মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ বর্তমানকালের উপদেশের ন্যায় বিভিন্ন উপদেশ অতীত কালেও অবতীর্ণ করেছেন। তাতে কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠী উপদেশ মান্য করে সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ শয়তানের কবলে পড়ে পুরোপুরি বিপথগামী হয়ে ধ্বংস হয়েছে। ঐসব অতীত কাহিনীর বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে উপদেশ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ، فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ–

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

নবীকুলের অন্যতম সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্ত নবী ও রাসূল মূসা (আঃ)-এর প্রতিও অলৌকিকভাবে উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে উহা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল, '(পরওয়ারদেগার) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয় সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান' *(আ'রাফ ৭/১৪৪-১৪৫)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ، وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ–

'আমি মূসা ও হারূণকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ আল্লাহভীরুদের জন্য যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং ক্বিয়ামতের ভয়ে শংকিত। এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কী একে অস্বীকার কর' *(আম্বিয়া ২১/৪৮-৫০)*।

উপরোক্ত বরকতময় আয়াতগুলোর আলোকে বা প্রভাবে অথবা পবিত্র কুরআনের যেকোন মূল্যবান উপদেশ হ'তে জ্ঞানপ্রাপ্ত, হেদায়েতপ্রাপ্ত বা উপদেশপ্রাপ্ত কৃতকার্য দলের সাফল্য এবং উপদেশের বিপরীত পন্থীদের ক্ষতির মূল্যায়ন করে মহান্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেবল তারাই আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে

এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম হ'তে বের হ'তে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে তার স্বাদ আস্বাদন কর' *(সিজদাহ ৩২/১৬-২০)*।

উপরের আয়াতে মূসা (আঃ) ও হারূণ (আঃ)-এর সম্মানজনক উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে আরও বর্ণিত হয়েছে উপদেশ গ্রহণকারীদের সফলতা এবং উপদেশ লংঘনকারীদের ভয়াবহ (জাহান্নামের) পরিণতির সুস্পষ্ট বর্ণনা। এগুলো অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আয়ত্ত করে আমলে পরিণত করতে হবে। কিন্তু মানুষের উপদেশের বিরুদ্ধে ইবলীসের বিরামহীন চক্রান্ত সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার উপক্রম করে। এজন্য অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে শয়তান হ'তে দূরে থাকার পুনঃ পুনঃ উপদেশ ও সাবধান বাণী অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُل لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيْناً–

'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৩)*।

একই বিষয়ে অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না'। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

শয়তানের চক্রান্ত, কুমন্ত্রণা বা প্ররোচনা হ'তে আত্মরক্ষা করার উপদেশ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি শয়তানের প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করে, তাহ'লে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হৌন। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানদের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না' *(আ'রাফ ৭/২০০-২০২)*।

আল্লাহ আরও বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হ'তে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন শোনেন' *(নূর ২৪/২১)*।

শয়তানের আরও একটি পরিচয় হ'ল 'কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে' *(হজ্জ ২২/৩-৪)*।

সৃষ্টির ইতিহাসে একমাত্র শয়তানই বিশ্বের বুকে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অতঃপর (শয়তান) আল্লাহ্‌র নিকট তার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে তাঁর সম্মতিক্রমে যাত্রা শুরু করেছে পার্থিব জগতের মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্ব পর্যন্ত। শয়তানের সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র হ'ল, মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, খুন-খারাবি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, নির্লজ্জ, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ ইত্যাদি অসামাজিক ও শান্তিভঙ্গকারী রূপকথার দ্বারা আবৃত। অতঃপর তার কাজ, মানবজাতির মনুষ্যত্বের মূলে, শাখা-প্রশাখায়, লতা-পাতায় ব্যাপকভাবে কুঠারাঘাত করা এবং তাকে পরাজিত করে নিজ দলভুক্ত করা। এটি বিশ্বের কোন ঈমানদার মানুষেরই অজানা নেই।

পৃথিবী বিখ্যাত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শয়তানের আবির্ভাবই হ'ল প্রসিদ্ধ ঘটনা। তবে মানব সৃষ্টির কারণে নয়; বরং মর্যাদার লড়াইয়ের বিতর্কে অপ্রত্যাশিতভাবে শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর শয়তান পৃথিবী জুড়ে নানা কৌশলে মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকে। কালের চক্রে ধীরে ধীরে শয়তানের দল বৃদ্ধি পেয়ে কোন কোন সময় (অতীতে) গোটা জাতিকে বিভ্রান্ত করে পথভ্রষ্ট করে দেয় এবং তাদের পাপের কারণে গোটা জাতি গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ঐসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী ফেরাউনের নামই বিশ্ববিখ্যাত। তাছাড়াও বহু নবী-রাসূলের কওমও তাদের সীমালংঘনের ফলে নির্মমভাবে গযবে পড়ে ধ্বংস হয়েছে। কুরআনে ঐসব ধ্বংস কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। শুধু পরবর্তী উম্মত অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদীকে ঐগুলো অবগত করানোই প্রধান উদ্দেশ্য।

কুরআনে মানব সম্প্রদায়ের জন্য বহু বৈচিত্র্যময় উপদেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও অধ্যবসায়ী। সুতরাং

যারা চিন্তা-ভাবনা করে সতর্কতার সাথে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র আদেশ-উপদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া, করুণা, রহমত ও ভালবাসার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এরূপ ব্যক্তিদের সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَ، لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ–

'আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াত সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে' *(আন'আম ৬/১২৬-১২৭)*।

মহাবিচারক আল্লাহ্র আদেশ-উপদেশ সর্বজনবিদিত এবং কুরআনের মধ্যেই তা লিপিবদ্ধ। তাঁর পক্ষ থেকে কোন গোপন আদেশ-উপদেশের প্রমাণ নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং তাঁর নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ সমান ভালবাসার পাত্র। শুধু কর্মের কারণে পার্থক্য নিরূপিত হয়। সেহেতু তিনি বহু সদুপদেশ দ্বারা মানুষকে ভাল পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই উপরের আয়াতদ্বয় দ্বারা উপদেশ গ্রহণকারীদের অভিনন্দন বার্তা দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন। আবার উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারী ব্যক্তির মতপার্থক্য প্রমাণিত হ'লে তার যথাযথ মূল্যায়নও হবে। তাই উপদেশ প্রদানকারীকে লক্ষ্য করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, 'যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য, সে তার গোনাহেরও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল' *(নিসা ৪/৮৫)*।

বলা বাহুল্য, ধর্মে নয়; বরং কর্মজীবনেই একটি সহজ প্রবাদ বাক্য হ'ল, 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। বাক্যটি যত সহজে যত্র-তত্র ব্যবহার করা হয়, আসলে তা তত সহজ নয়। প্রকৃত অর্থে এর নেপথ্যে যে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আবেগময় কারণ সমূহ নিহিত রয়েছে, তা আধ্যাত্মিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের পরিধিভুক্ত। অবশ্য সকল ধর্মের লোকেরাই এ প্রবাদ বাক্যে বিশ্বাসী। কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে সরাসরি উক্ত প্রবাদ বাক্যের মূল্যায়নে অলৌকিকভাবে জড়িত। অতঃপর এর মূল উৎসের সন্ধানে অনুসন্ধান পরিচালনা করলে কুরআনের অভ্যন্তরের আদেশ-উপদেশ, ন্যায়-অন্যায়, সম্ভব-অসম্ভব ইত্যাদি ঘটনাবহুল মহাসত্য বিষয়গুলোই প্রমাণিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মহাসত্যবাণীর প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল, শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যশীল হওয়াই মানুষের জন্য এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপদেশমালা। পরম করুণাময় দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ সাধনে কুরআন মাজীদে বর্ণিত সকল উপদেশ মানার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

দাওয়াত-তাবলীগ ও আন্দোলন : বিনিময় জান্নাত

*যহূর বিন ওছমান**

মহান আল্লাহ বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُواْ تَعْلَمُوْنَ–

'আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত এবং শিক্ষা দিবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না' *(বাক্বারাহ ২/১৫১)*।

উক্ত আয়াতে কিতাব বলতে কুরআন এবং হিকমত বলতে ছহীহ হাদীছকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম শাফিঈ, ইবনু কাছীর, ইমাম বায়হাক্বী, ইমাম তাবারী, ইমাম যামাখশারী, ইমাম রাযী প্রমুখগণ হিকমত অর্থ সুন্নাহ বা হাদীছকে বুঝিয়েছেন।[২৫] আমাদের দেশের অধিকাংশ বক্তা ও আলেম সমাজ হিকমত অর্থ কৌশল ও যুক্তিবুদ্ধিকে বুঝিয়ে থাকেন। মূলতঃ এ দাবী ভিত্তিহীন। বরং কিতাব ও হিকমত অর্থ হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব মুমিনের কর্তব্য হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দেওয়া। এ দু'টির বাইরে দাওয়াত ও তাবলীগ করার অধিকার কারও নেই। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কারা করবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

'তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সত্যের আদেশ ও অসত্যের নিষেধ করবে। আর তারাই হচ্ছে সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর দল বলতে বুঝিয়েছেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী মুজাহিদ ও আলেম। ইমাম আবু জাফর বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, খায়ের অর্থ হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী'।[২৬]

---

* *শিক্ষক, আওলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*

২৫. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩; তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*

২৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।*

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে- একজন সাধারণ মানুষ, দ্বীন সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই, কুরআন-হাদীছ শিক্ষার যার তেমন সুযোগ হয়নি, এমন কেউ যদি দ্বীনী তাবলীগ করতে আরম্ভ করেন, তবে তাদের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি ছাড়া মঙ্গল আশা করা যায় কি?

দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ কিভাবে করতে হবে, কিসের দাওয়াত দিতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

'হে রাসূল! যাকিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আপনি কেবল তারই তাবলীগ করুন। যদি তা না করেন, তাহ'লে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। *(মায়েদাহ ৫/৬৭; আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাবলীগ হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক। অর্থাৎ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ এলাহী বিধানই হবে দাওয়াত ও তাবলীগের মূলমন্ত্র। বাংলাদেশে এই মহতী কাজের লোকসংখ্যা অতি অল্প। ফলে ভ্রান্ত আক্বীদার দাপট ও শক্তি বেশী হবারই কথা। জমি অনাবাদি থাকলে যেমন আগাছা বা ঘাস জন্মে ঢেকে যায়, তেমনি প্রকৃত আলেমগণ তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে মূর্খরা দাওয়াতী ময়দান দখল করবেই।

এ ইতিহাস আজ নতুন নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ-

'হে মুহাম্মাদ! আপনি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন, যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম কিন্তু সে তার দায়িত্ব পালন বর্জন করতে থাকে, ফলে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়' *(আ'রাফ ৭/১৭৫)*।

মূসা (আঃ) দ্বীনের তাবলীগের জন্য জনৈক ব্যক্তিকে মাদায়েনে প্রেরণ করলে সেখানকার বাদশাহ তাঁকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং বহু উপঢৌকন প্রদান করে। এতে সে বাদশাহ্‌র দ্বীন কবুল করে নেয় এবং মূসা (আঃ)-এর দ্বীন পরিত্যাগ করে। তার নাম ছিল বালআম।[২৭]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ-

'আমি যে সুস্পষ্ট বিধান নাযিল করেছি, জনগণের জন্য হিদায়াতের যে বাণী প্রেরণ করেছি এবং আমি যার ব্যাখ্যাও কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছি। তারপর যারা তা গোপন করে বা প্রচার করে না তাদের উপর আল্লাহ্‌র এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীর অভিশাপ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ.

'দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কাউকে যদি কিছু জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা (জানা সত্ত্বেও) গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে'।[২৮]

আর যারা মানুষকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে আহ্বান করে বা দাওয়াত দেয় তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'কথার দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে, যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَغُدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

'আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম'।[২৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِمِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا-

'যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। তবে অনুসারীর ছওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না'।[৩০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

وَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ-

২৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।*

২৮. *মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৩।*

২৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯২।*

৩০. *ছহীহ মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৮।*

Contents

'আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন লোককে হেদায়াত দান করেন তবে তোমার জন্য সেটা অনেক (উন্নতমানের) লাল উট কুরবানী করার চেয়েও উত্তম'।[৩১]

প্রশ্ন হ'ল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চললে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিলে উক্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি তা না হয়ে কুরআন ও হাদীছের নাম দিয়ে মানুষের তৈরী মস্তিষ্কপ্রসূত ফিক্বহের আইন অনুযায়ী আমল হয় এবং তা অধিকাংশ মানুষের আমল, বড় দল বা বড় জামা'আতের দোহাই দিয়ে প্রচার করা হয় তবে কি করে সে পুরস্কার পাওয়া যাবে?

দুঃখজনক হ'ল, অনেক ইসলামী দলের শ্লোগান হচ্ছে- 'কুরআন-হাদীছের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো'। অথচ তাদের জীবনের যাবতীয় ধর্মীয় বিধান চলছে মানুষের তৈরী ফিক্বহ ভিত্তিক আইন অনুসারে। এছাড়া মহান আল্লাহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে এক রাস্তায় চলতে বললেন কিন্তু তারা নিজেরা চার রাস্তা ফরয করে তারই অনুসরণ করে চলছে। এটা কি দ্বীনের নামে প্রহসন নয়?

মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ، 'আর তোমরা একযোগে আল্লাহ্‌র রশিকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর, তোমরা বিভক্ত হয়ে যেয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

চার তরীকা ও চার মাযহাব মান্য করা ফরয- এরূপ কথা কোন খাঁটি মুসলিমের মুখে উচ্চারিত হ'তে পারে না অথচ কথিত চার মাযহাবের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার কোন উপায় নেই। কারণ শক্তি ও জনবলে তারা ভীষণ বলীয়ান। দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কিতাবপত্র তারা ঐ চার তরীকা ও চার মাযহাবের মনগড়া আইন অনুযায়ী লিখে প্রচার করছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ إِلْإِ ثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا-

'যে ব্যক্তি বিপথের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, তবে তাদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নবুঅতের প্রথম তেরটি বছর শুধু দ্বীনের তাবলীগ করেই কাটিয়েছেন। তাঁর এ তাবলীগী জীবনে ছিল শত বাধা, যুলুম-নির্যাতন, ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও বহুবিধ হুমকি। দ্বীন প্রচারের কাজ করতে গিয়ে আরবের লোকেরা তাঁকে পাগল, কবি, যাদুকর ও জিনে ধরা বলে আখ্যায়িত করেছিল। তারপর মাদানী জীবনেও তিনি জিহাদের পাশাপাশি তাবলীগ করেছেন।

নবুঅতের প্রাথমিক অবস্থায় তিন বছর তিনি গোপনে দ্বীন প্রচার করেছেন। তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ আসলে তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, 'হে নবী! আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করুন'। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আওয়ায দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর দাওয়াতে সাড়াতো দেয়নি; বরং তাঁকে মারধর করেছিল। তারপর নবুঅতের দশম বর্ষে তিনি এলাকার বাইরে তায়েফে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে আসেন। অবশেষে আল্লাহ্‌র নির্দেশে দেশবাসীর অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন।

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত দ্বীন প্রচারকারীগণ ভুলেও কখনও নির্যাতিত হন না; বরং তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে দ্বীনের খাদেম, দ্বীন প্রচারকারী মুরব্বী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। মূলতঃ প্রচলিত উক্ত দ্বীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীনের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যশীল নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى-

'তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এটাতো অহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাজম ৫৩/২-৪)*। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যে বিষয়ে তাবলীগের হুকুম করেছেন তিনি সে কথাগুলোরই দাওয়াত মানুষের নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি নিজের পক্ষ হ'তে কোন কথা বলেননি।

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহী ব্যতীত দ্বীন প্রচার করেননি। যদি করতেন তাহ'লে আল্লাহ তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করে দিতেন এবং তাঁকে পাকড়াও করতেন। অতএব রাসূলের ক্ষেত্রে যদি এমনটি হয় তাহ'লে আমাদের অবস্থা কী হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ছহীহ দলীলের বাইরে কোন দাওয়াতই গ্রহণযোগ্য হবে না।

দাঈদের সততা ও চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ،

৩১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮০।*
৩২. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৮।*

Contents

'যারা আল্লাহ্‌র পয়গাম সমূহ পৌঁছে দেয় তারা তাঁকেই ভয় করে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না' *(আহযাব ৩৩/৩৯)*।

মোটকথা দ্বীনের দাঈদের অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানে পারদর্শী হ'তে হবে। পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে সম্যক অবগত হ'তে হবে। কারণ পৃথিবীতে কুরআনের শত শত মনগড়া ব্যাখ্যা ও তাফসীর করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার জ্ঞান থাকতে হবে। বিশিষ্ট ছাহাবীগণ কুরআনের কোন আয়াতের কী তাফসীর করেছেন তা জেনে-বুঝে আমলের মন-মানসিকতা এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছানোই দাঈদের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ–

'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ'ল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে' *(তওবাহ ৯/১২২)*।

এখানে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠে। দ্বীন শিক্ষা করা যেমন ফরয তেমনি সে দ্বীন শিক্ষা করে নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও নিজ এলাকার লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়াও ফরয। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً–

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

আফসোস! তিন চিল্লা দিলে জান্নাত পাওয়া যায়- এ যেন স্বপ্নপুরীর আজব স্বপ্ন। যিনি তিন চিল্লা দিবেন না, তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভিজ্ঞ আলেম হ'লেও তিনি বয়ান করতে পারবেন না এবং যতদিন সময় না লাগাবেন ততদিন জামা'আতের অজ্ঞ নেতার কথামত চলতে হবে। তিনি ভুল বললেও তার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার আলেমের নেই। এ কেমন সিদ্ধান্ত। অতএব যে দল বা জামা'আতের মাঝে যোগ্য দাঈর মূল্যায়ন করা হয় না, তাকে কখনই সত্যিকারের জামা'আত বলা যায় না। এরূপ কাজ যে শরী'আতের দৃষ্টিতে কত মারাত্মক অপরাধ এবং উক্ত পদ্ধতি যে চরম ভুল তা গুরুত্ব সহকারে প্রতিটি মুবাল্লিগের ভেবে দেখা দরকার।

পরিশেষে বলতে চাই, তাবলীগের পথে চিরন্তন বাধা হ'ল সমাজে মুসলিম ভাইদের মাঝে যদি এমন কোন আমল লক্ষ্য করা যায়, যা তারা বহুদিন যাবৎ করে আসছেন বা এমন কোন ধারণা যা তারা বহুদিন যাবৎ সঠিক ভেবেছেন কিন্তু পরবর্তীতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে উক্ত কাজ ও ধারণাটি শিরক, বিদ'আত কিংবা নিতান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত ভুল ধারণা নিরসন কল্পে শরী'আতের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রচার করতে অনেককে কুণ্ঠাবোধ করতে দেখা যায়। তারা বলেন যে, লোকেরা যা আমল করে করুক, ভুল হোক কিন্তু সঠিক কথা বলে ফিতনা সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ এরূপভাবে দ্বীন প্রচার করা হ'লে লোকেরা বলবে, এসব নতুন নতুন কথা কোত্থেকে নিয়ে এসেছ।

সত্য প্রচারক কখনও ফিৎনা হ'তে পারে? অথচ অতীতের গতানুগতিক ভুল পথকে আঁকড়ে থাকা ঠিক আরবের তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের আচরণেরই নামান্তর। যারা সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও কর্মপন্থার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াতকে এক মহাফিৎনা ভেবেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য প্রচার থেকে পিছপা হননি। এজন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রত্যেকটি দাঈ বা কর্মীর উচিত সকল বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। যে কাজ করেছেন পৃথিবীর সকল নবী ও রাসূলগণ। সেই সাথে পৃথিবীর সকল সৎসাহসী ইমাম, মুজতাহিদগণ, সত্যবাদী ও সালাফে ছালেহীন। আর যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজেদের জান ও মাল নিয়োজিত করে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয় এবং জনগণের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করে তখনই তা আন্দোলনের রূপ নেয়।

অতএব দাওয়াত, তাবলীগ ও আন্দোলন এটাই মুক্তির একমাত্র পথ। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বুঝে হক দাওয়াত, সঠিক তাবলীগ ও নির্ভেজাল আন্দোলন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

Contents

নবীনদের পাতা

মানব জীবনে বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও তার ক্ষতিকর দিক সমূহ

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

মানব জীবনে দু'ধরনের চিন্তাধারা থাকে। একটি বস্তুবাদী আর অপরটি ইসলামী। এই দু'টি চিন্তাধারার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

জীবন যাপনের জন্য বস্তুবাদী চিন্তাঃ

জীবন যাপনের জন্য বস্তুবাদী চিন্তার অর্থ মানুষের চিন্তা-গবেষণা তার পার্থিব জীবনের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং তার কাজকর্ম উহার গণ্ডির মধ্যে হওয়া। দুনিয়ার মোহ ও স্বাচ্ছন্দ্যে মত্ত হয়ে এ জগত-সংসারকে চির স্বর্গরাজ্য ভেবে নেয়া। এ চিন্তা-গবেষণার পরিণতি কি তা কেউ উপলব্ধি করে না। সে মোতাবেক তার মেধা কাজ করে না। সে জানতে চায় না আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য ক্ষেত্রভূমি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দুনিয়া কর্মস্থল হিসাবে ও আখেরাতকে প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান হিসাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনে সৎকর্ম দ্বারা শস্য ফলাবে, সে উভয় জগতে লাভবান হবে। আর যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনকে নষ্ট করবে, তার আখেরাতও নষ্ট হবে। আল্লাহ বলেন, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ– 'সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি' *(হজ্জ ২২/১১)*।

আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং একটা বিরাট হিকমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً،

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম'? *(মুলক ৬৮/২)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً–

'আমি পৃথিবীর সব কিছুকে তার জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে' *(কাহ্ফ ১৮/৭)*।

আল্লাহ পৃথিবীতে বিভিন্ন উপভোগ্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। যেমন সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, রাজত্ব এবং যাবতীয় ভোগ-বিলাসের দ্রব্যও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের মাঝে এমন অনেক লোক আছে যারা দৃষ্টিকে পার্থিব সম্পদের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং সেগুলো উপভোগ করছে। অতঃপর তা সঞ্চয়, সংরক্ষণে ব্যস্ত হচ্ছে পরকালের কর্তব্যকে ভুলে। বরং সেখানে যে আরেকটি জীবন আছে তাকে অস্বীকার করছে। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالُوْا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ–

'তারা বলে যে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হ'তে হবে না' *(আন'আম ৬/২৯)*।

ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যথাঃ (১) একত্ববাদ (২) রিসালাত ও (৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু তার কলবে বিদ্যমান 'নফসে আম্মারা'র কারণে অনুগত আত্মার ঈমানী দীপ্তি যখন নিভে যায়, তখনি সে প্রকাশ্য বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তার চারিদিকে আল্লাহ্র দেয়া প্রকাশ্য অফুরন্ত নে'মতকে সে প্রকৃতির দান বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য ও আখেরাতকে ভুলে যায়। এ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ– وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ– قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ–

'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থি সমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)*।

উক্ত আয়াতগুলি নাযিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই যে, একদা উবাই ইবনু খালফ (অন্য বর্ণনায় আছ ইবনু ওয়ায়েল) মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ

* *প্রান্নাথপুর (নতুন পাড়া), ভেন্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।*

(ছাঃ)-কে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি ধারণা করেন এটাকেও আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অবশ্যই! আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু বরণ করাবেন, এরপর পুনরায় উঠাবেন, অতঃপর আগুনে নিক্ষেপ করবেন'।[৩৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ- بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ-

'মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো তার অস্থি সমূহ একত্রিত করব না? হ্যাঁ, আমি তার আংগুলগুলো সঠিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩-৪)*।

মৃত মানুষের হাড়গুলো মাটির মধ্যে বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত ও বিভক্ত হওয়ার পরেও এগুলোর পুনরুত্থান এবং বিচারের দিন সকল মানুষকে পৃথক পৃথকভাবে কিভাবে চিহ্নিত করা হবে সে সম্পর্কে কাফেররা প্রশ্ন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ উত্তর দেন যে, তিনি কেবল মাত্র আমাদের হাড়গুলোকে একত্রিত করা নয়; বরং আমাদের আঙ্গুলের ছাপও নিখুঁতভাবে পুনরায় তৈরী করতে সক্ষম।

পৃথক পৃথক মানুষের ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারণের বিষয়ে কুরআন কেন বিশেষভাবে আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে বলেছে? ১৮৮০ সালে স্যার ফ্র্যান্সিস গোল্ট-এর গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরিচয় নির্ধারণে আঙ্গুলের ছাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সমগ্র পৃথিবীতে কোন দু'ব্যক্তি এমনকি অভিন্ন দুই জমজও নেই যাদের আঙ্গুলের ছাপ সম্পূর্ণ একই রকম। একারণে সমগ্র বিশ্বব্যাপী পুলিশবাহিনী অপরাধীদের শনাক্ত করতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে। ১৪শ' বছর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের ছাপের অনন্যতা সম্পর্কে কে জানত? নিশ্চিতভাবে এটা সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানত না।[৩৪]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অসার চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তাঁরই বিধানের প্রতি মাথা নত করার জন্য জন্মের পর থেকে গোটা জীবন প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য করতে বলেন। আশা করা যায় এ ভাবনায় ভ্রান্ত লোকদের তাওহীদী চেতনা ফিরে আসবে। কেননা মানুষ যতই আল্লাহ্র বিধানের বিরোধিতা করুক না কেন, তার যৌবনের উদ্দীপ্তি, বাহুবলের আস্ফালন, ভাষার বাগাড়ম্বর সবই একদিন শেষ হয়ে যায়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে আল্লাহকে না মানলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র চিরাচরিত নিয়ম মানতে বাধ্য। এসব কিছুই যে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি নুয়ে পড়ে, সে কথা আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ 'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৮)*।

نعمر শব্দটি تعمير থেকে উদ্ভূত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা।

تنكس শব্দটি تنكيس থেকে উদ্গত। অর্থ উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিস্প্রাণ ফোটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত-পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল, প্রকৃতি তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে, তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার সকল অঙ্গ সুঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবী করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাসপ্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌঁছে সে আবার সে স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয় এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌঁছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টি শক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে।

৩৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৭৬৭; তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সঊদী আরব: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তাবি), পৃঃ* ১১৩৯।

৩৪. *ডাঃ যাকির নায়েক, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ভাষান্তর: ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাসান, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃঃ ৭১*।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, এগুলো তাকে দান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে এগুলো ফেরত নেয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেয়া বাহ্যতঃ সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যও দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।[৩৫]

দুনিয়ার এতসব নে'মত ও তাকে দেয়া এত বড় অনুগ্রহ লাভের পরেও যখন আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং দুনিয়ার বাহ্যিক উপকরণকে নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকে, যেভাবেই হোক তাকে পাবার জন্য তার মন সেদিকে তাড়া করে। আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহিতার কথা সে ভুলে যায়। এমন লোকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ- أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُوْنَ-

'অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে উদাসীন, এমন লোকদের ঠিকানা হ'ল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করেছিল' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছু কমতি করা হয় না। এরাই হ'ল সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হ'ল' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে আমি যতটুকু ইচ্ছা করি ততটুকু দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমার হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই।[৩৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْماً مَّدْحُوْراً-

'যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৮)*। আল্লাহ আরো বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ-

'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

পার্থিব জীবনের জন্য চিন্তার অংশ হিসাবে কারূণের ঘটনা এবং তাকে যে ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা যায়। তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর কারূণ জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হ'ল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, হায়, কারূণ যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হ'ত। নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না। অতঃপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হ'তে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৯-৮১)*।

ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ বিদ্বানের বর্ণনা মতে কারূণ ছিল মূসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই।[৩৭] আল্লাহ তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তার ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। চাবি সাধারণত হাল্কা হয়ে থাকে, যেকোন লোকের পক্ষে বহন করা অসম্ভব নয়। অথচ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কারূণের ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল, এতেই অনুমিত হয় যে তার ধন-সম্পদ কত বেশী ছিল।

৩৫. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১১৩৭।*

৩৬. *ঐ, পৃঃ ৬২৫।*

৩৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর পৃঃ ৩/৫২৯।*

কারূণ এতবড় নে'মত লাভের পরেও আল্লাহ্কে ভুলে যায়, তাকে দেয়া ধন-সম্পদে যে গরীব-মিসকীনের হক রয়েছে, সে কথাও সে ভুলে যায়। ঈমানদারগণ তাকে উপদেশ দিতে থাকলে সে বলেই ফেলে, এ সম্পদ আমার মেধার বলে পেয়েছি। এতে অন্য কারো হাত নেই। তাকে দেয়া মেধা-বুদ্ধিমত্তাও যে আল্লাহ্রই দান, তা তার বুঝে আসে না। দুনিয়া পূজারীরা সাধারণত এমনই হয়ে থাকে। এহেন দাম্ভিকতা ও অবাধ্যতার ফলে আল্লাহ তাকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেন।

পুঁজিবাদের গুরু কারূণ যেমন দুনিয়ার মোহ আর অর্থের নেশায় পড়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অনুরূপ আজকের চটকদার পুঁজিবাদীরা যারা বিভিন্ন কৌশল ও যোর-যুলুমের মাধ্যমে অসহায় ও দুর্বলদের শোষণ করে অর্থের মহাসাগর গড়তে চেয়েছিল, তাদের সেই স্বপ্নের অর্থব্যবস্থা এখন ইতিহাসের পিরামিড গড়তে শুরু করেছে। পাণ্ডু রুগীকে দেখলে বাহ্যিকভাবে মোটাই মনে হয়। আসলে তার শরীর মোটা নয়, ওটা তার মৃত্যু সংকেত। হিমালয় সম পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৈন্যদশা এখন এমন পর্যায়ে নেমে গেছে, যার ফলে নামীদামী বড় বড় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোন তদবিরই আর কাজে আসছে না। আল্লাহ্র হুকুমে মহাপ্রলয় সুনামির সামনে কি বালুর বাধ টেকে?

জীবন যাপনের জন্য ইসলামী চিন্তাধারা

দুনিয়া হ'ল মুমিনের কর্মস্থল। এখানে যেমন কর্ম সম্পাদন করবে, সে অনুপাতে তার প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। আর মুমিন বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তার ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, দান-ছাদাক্বা ইত্যাদি করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

অত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত, যাঁর কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনে প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিসীমায় রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম, পদক্ষেপ, সম্পদের আয় ও ব্যয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ ধ্যানকে সদা-সর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হ'তে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পূত-পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারে।

জাহেলিয়াতের বুক চিরে মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটল, দুনিয়াবী লালসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পদদলিত করে একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য জান্নাতের আশায় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা জীবনে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাদের কয়েকজনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

মুছ'আব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)-এর মা তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর শোনার পর পুত্রের পানাহার বন্ধ করে দেয় এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। মুছ'আব ছোট বেলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আরাম-আয়েশে জীবন কাটিয়েছিলেন। কোন দিন এক বেলা না খেয়েও থাকতে হয়নি, কোন কিছুর অভাবও অনুভব করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তার গায়ের চামড়া খোলস ছাড়ানো সাপের গায়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।[৩৮]

বেলাল (রাঃ) ছিলেন উমাইয়া ইবনে খালফের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া বেলাল (রাঃ)-কে গলায় দড়ি বেঁধে উচ্ছৃংখল বালকদের হাতে তুলে দিত। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে টেনে নিয়ে যেত। এ রকম করায় তাঁর গলায় দাড়ির দাগ পড়ে যেত। উমাইয়া নিজেও তাকে বেঁধে নির্মম প্রহারে জর্জরিত করত। এরপর উত্তপ্ত বালির উপর জোর করে শুইয়ে রাখত। এ সময় তাকে অনাহারে রাখা হ'ত, পানাহার কিছুই দেয়া হ'ত না। কখনও দুপুরের রোদে মরু বালুকার উপর শুইয়ে বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখত আর বলত, তোমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত এভাবে ফেলে রাখা হবে। তবে বাঁচতে চাইলে মুহাম্মাদের পথ ছাড়। কিন্তু তিনি এমনি কষ্টকর অবস্থাতেও বলতেন, আহাদ, আহাদ।[৩৯]

পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা এক আল্লাহ্ এবং চিরশান্তির ঠিকানা যে তাঁরই কাছে, এ বিশ্বাস আর আশার সামনে সবকিছুই যে তুচ্ছ হয়ে যায় এসব তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

হানযালা (রাঃ) নতুন বিয়ে করেছিলেন। জিহাদের আহ্বান পাওয়ার সাথে সাথে তিনি জিহাদের জন্য রওয়ানা হয়ে যান। এক পর্যায়ে যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে অতি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।[৪০]

৩৮. *আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেযায়ী (লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমী), পৃঃ ১০৭।*
৩৯. *ঐ, পৃঃ ১০৭।*
৪০. *ঐ, পৃঃ ২৬৬।*

Contents

দুনিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনে জীবনকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করতে পারবে, ছালাত কায়েম করবে, সম্পদের হক্ব আদায় করবে, হালালকে হালাল জানবে, হারাম থেকে বেঁচে থাকবে, তারাই তো সফলকাম, আর এটাই তো সঠিক চিন্তা-ভাবনা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরয ছালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে'। লোকটি বলল, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে (আপনি আমাকে যা করতে বললেন) এর থেকে কোন কিছু বেশী করব না এবং তা থেকে কিছু কমও করব না। লোকটি ফিরে যেতে লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি কেউ কোন জান্নাতবাসীকে দেখে খুশী হ'তে চায়, তাহ'লে সে যেন এই লোকটিকে দেখে'।[৪১]

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ (صـــ) وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً-

'ইসলাম হচ্ছে মনেপ্রাণে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল। ছালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা, আর যদি সামর্থ্য থাকে তবে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা'।[৪২]

৪১. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৪*।
৪২. *মুসলিম; মিশকাত হা/২*।

আর যারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পন্থায় জীবন গড়তে পারবে আল্লাহ তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ-

'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় কর না, চিন্তা কর না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর। অতি ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০-৩২)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল' *(আহক্বাফ ৪৬/১৩-১৪)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ-

'বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/২৪)*।

পরিশেষে বলা যায়, এ পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। একদিন সবাইকে এখান থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তকালের পথে যাত্রা করতে হবে। সে জীবন হবে চিরস্থায়ী। তাই দুনিয়াবী স্বার্থ-দ্বন্দ্ব পরিহার করে পরকালে অনন্ত সুখের আধার জান্নাত লাভের জন্য আমরা সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

কাযীর বিচার

মুহাম্মাদ আব্দুল ফাত্তাহ
চক শ্যামরামপুর, ময়মনসিংহ।

অনেক দিন আগের কথা। শহর থেকে অনেক দূরে বাস করত একটি লোক। সে ছিল নেহায়েত গরীব। গায়ে খেটে ও বুদ্ধির জোরে সে বেশ টাকাকড়ি সঞ্চয় করেছিল। সে এক পরমা সুন্দরীকে বিয়ে করেছিল। একে একে হয়েছিল তাদের তিনটি ফুটফুটে ছেলে। ছেলে তিনটি খুব সুদর্শন ছিল। ক্রমে তারা বড় হ'তে থাকে। তারা হয়ে ওঠে এক একজন স্বাস্থ্যবান জওয়ান। ছেলে তিনটি কারবারে তাদের বাবাকে সাহায্য করতে শুরু করে। কিন্তু বাবাকে সাহায্য করলে কি হবে, তারা কেউই বাবার মত বুদ্ধিমান ছিল না। সেজন্য বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লোকটির চিন্তা-ভাবনাও বাড়তে লাগল। ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা মনে করে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে ভেবে দেখল যে, তার ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, তাতে ছেলেরা সারাজীবন সুখে কাটিয়ে দিতে পারবে। ছেলেরা যাতে ভবিষ্যতে ঝগড়া-ফাসাদ না করে সেজন্য সে ঠিক করল যে, সব সম্পদ বণ্টন করে সে অছিয়তনামা তৈরী করে দিয়ে যাবে। এই ভেবে সে একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষী ডেকে একটি অছিয়তনামা তৈরী করে ফেলল। তার মৃত্যুর পর অছিয়তনামা বের করা হ'ল। তাতে লেখা রয়েছে, ছেলেরা সোনা-চাঁদি, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির সমান অংশ পাবে। তবে সতেরটা হাতির মধ্যে বড় ছেলে পাবে অর্ধেক, মেজো ছেলে পাবে তিন ভাগের এক ভাগ, আর ছোট ছেলে পাবে নয় ভাগের এক ভাগ। এটা ছিল জটিল ব্যাপার। তাই সমাধানের জন্য তারা তিন ভাই শহরের কাযীর কাছে গেল। কাযী বললেন, তোমরা এখন বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। আগামী কাল সকালে আমি নিজে তোমাদের বাড়িতে যাব। তোমাদের হাতীগুলো বাইরে বের করে রেখ। তোমাদের বাপের অছিয়তনামা অনুযায়ী আমি সেগুলো যথাযথভাবে ভাগ করে দেব।

তারপর দিন কাযী স্বীয় হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে সেখানে এসে হাযির হ'লেন। তিনি অছিয়তনামা পড়ে সবাইকে শোনালেন। এরপর বললেন, ছেলেরা! তোমাদের বাবা রেখে গেছেন সতেরটি হাতি আর আমি দিলাম একটি। মোট হ'ল আঠারটি। বড় ছেলের অর্ধেক অর্থাৎ সে নয়টি হাতি পাবে, সে তা নিয়ে নিক। মেজো ছেলে তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সে পাবে ছয়টি হাতি, সে তা নিয়ে নিক। আর ছোট ছেলে পাবে দু'টো হাতি। কারণ নয় ভাগের এক ভাগ তার পাওনা। এখন নয়, ছয় ও দুই মিলে হ'ল সতেরটা হাতি। এখন বাকী রইল একটি হাতী এবং এ হাতীটি আমার। অতএব আমি আমার হাতীটি ফেরত নিলাম। তোমরা সবাই খুশী হ'লে তো? ছেলেরা তখন যার যার ভাগের হাতী নিয়ে খুশিতে বাগবাগ হ'ল। কাযীর বিচারে সবাই সন্তুষ্ট। এই কঠিন হিসাবের সুষ্ঠু সমাধানে সবাই কাযীর উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করল।

উচিত বিচার!

শাহ মুয্যাম্মিল হক
জয়সারা, আত্রাই, নওগাঁ।

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে এক অচল লোক আমার কাছে সাহায্য চেয়ে বলল, বাবা, যা দিবে হাতে, তা যাবে সাথে। আমি লক্ষ্য করলাম, তার সারা গায়ে এক বিন্দু রক্ত দেখা যাচ্ছে না। মুখের দিকে চেয়ে আমার মন নরম হ'ল, কিন্তু টাকা দিতে অক্ষম হ'লাম। কারণ আমার পকেটে কোন টাকা ছিল না। তারপর কিছুদূর পথ চলার পর বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলাম, রাস্তায় একটা অচল লোক দেখে আসলাম। জগতে কি ঐ লোকের কোন আপনজন নেই? শুনামাত্রই প্রধান শিক্ষক ও কয়েকজন সহকারী শিক্ষক একযোগে বললেন, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'ঐ পঙ্গু লোকটি পিতার একমাত্র সন্তান। পিতার চল্লিশ বিঘা জমি। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে অর্থের লোভে এক মৃতব্যক্তির কবরে তার মাথা কাটার জন্য যায়। তখন কিসে যেন ওকে উঁচু করে চল্লিশ হাতের মত দূরে ফেলে দেয়। এতে তার পা নষ্ট হয়ে যায় এবং গায়ে কোন রক্ত দেখা যায় না। এলাকার বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। পিতার চল্লিশ বিঘা জমি শেষ হয়ে গেছে চিকিৎসার খরচ যোগাতে। তবুও ঐ পুঙ্গ লোকের গায়ে কোন রক্ত ফিরে আসেনি। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এখন রাস্তায় পড়ে থেকে ভিক্ষা করে খায়। অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হয়ে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ দুনিয়াতেই তার উচিত বিচার করেছেন।

চিকিৎসা জগত

প্যারাসিটামল নাকি মৃত্যু পরোয়ানা?

*আসাদুল্লাহ খান**

কোন মৃত্যুই এখন কারো মনে দাগ কাটে না। প্রতিদিন খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, নৌকা-ট্রলারডুবি, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু ছাড়াও কিছু দিন পরপর বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি বিষাক্ত প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৫ জন শিশু যেভাবে মারা গেল, এটাকে তো স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নেয়া যায় না। এ মৃত্যু যদি প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ের কারণে ঘটত, এই অবোধ শিশুগুলো যদি রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত কিংবা অপুষ্টি অথবা ক্ষুধার তাড়নায় না খেয়ে মারা যেত, তাহ'লেও একটা সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু এরা মারা গেছে একটি সচেতন সমাজের কিছুসংখ্যক অর্থগৃধ্নু মানুষের লোভ-লালসার কারণে। যতদূর জানা গেছে, বিষাক্ত প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ৩৫ জন শিশু অসুস্থ হয়েছিল এবং ত্বরিত সুচিকিৎসা না পেয়ে এরই মধ্যে ২৫ জন অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটার পর একটা শিশু অসুস্থ হয়েছে, কিন্তু তাদের রোগটা যে কিডনির তা নির্ণয় এবং ডায়ালাইসিসের মতো সুচিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা একমাত্র রাজধানীর দু'টো হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও নেই। জানা গেছে, জ্বরের জন্য এই প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ার পর এসব শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। সবক'টি শিশু ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জের একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সুচিকিৎসার জন্য ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাওয়াতে ডায়ালাইসিস করেও তাদের কিডনি সচল করা যায়নি। এই প্যারাসিটামল সিরাপ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'রিড ফার্মা' কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ বলে জানা গেছে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন কারখানার কাছের বাজারে ঐ কোম্পানির ওষুধটি বেশী বাজারজাত হয়েছে। এই বিষাক্ত প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৫ জন শিশু বেঘোরে মারা গেল। এই ২৫ শিশুর মৃত্যুতেই যেন বিয়োগান্তক নাটকের শেষ হ'ল না। মৃত্যুর মিছিল এখনও চলছে। ১৮ আগষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে ঢাকা শিশু হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান হানীফ জানিয়েছেন, আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 'রিড ফার্মা'র বিষাক্ত প্যারাসিটামল খেয়ে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে অসুস্থ আরও দুই শিশু ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হয়। ৯ আগষ্টে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আড়াই বছর বয়স্কা সিনথিয়া ৯ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ১৭ আগষ্ট মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সিনথিয়াকে 'রিড ফার্মা'র উৎপাদিত টমেসেট নামের যে প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ানো হয়েছিল তার ব্যাচ নম্বর ৫ এবং উৎপাদনের তারিখ ২০০৯ সালের ৯ মে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে রংপুর পর্যন্ত চলে গেছে এই 'রিড ফার্মা'র উৎপাদিত সিরাপ। এরপর রংপুরে নিজের বাড়িতে মারা গেছে আরেকটি শিশু। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তার এই কিডনি বিকলজনিত অসুখের চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিল না। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই দীর্ঘ দু'মাসেও ওষুধ প্রশাসনের টনক নড়েনি। তারা তাদের কর্মীবাহিনী কিংবা সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে এই বিষ মেশানো ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেয়ার কোন উদ্যোগই নেয়নি। যথাযথ তৎপরতা চালালে পরবর্তী মৃত্যুগুলো হয়ত ঘটত না। এটা তো এক ধরনের গণশিশু হত্যা। কী দুঃখজনক! জেনেশুনে এতগুলো শিশুকে বিষ পান করানো হয়েছে। প্যারাসিটামল সিরাপে যে প্রোপাইলিন গ্লাইকল থাকার কথা সেটা ব্যবহার না করে উৎপাদন খরচ কমিয়ে বেশী লাভ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে ডাই ইথাইলিন গ্লাইকল। মানুষের জন্য বিশেষভাবে শিশুদের জন্য যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের জন্য এটা বিষ। এই রাসায়নিক দ্রব্যটা ব্যবহার করা হয় চামড়া শিল্পে, ব্যাটারি কারখানায়, রং, রেশম, পশম এবং জিলেটিন প্রভৃতি শিল্পে। দামে সস্তা, সুতরাং বাজারে বিক্রি বেশী হবে এবং মুনাফাও বেশী হবে এই হীন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে শিশুদের জন্য তৈরী প্যারাসিটামল সিরাপে এই প্রাণঘাতী রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহার করা হ'ল সব বিবেক-বিবেচনা বাদ দিয়ে। এই কাজটা কিন্তু পথের ধারে একটি পানের দোকানওয়ালা কিংবা সাধারণ অজ্ঞ এবং মূর্খ একজন ব্যবসায়ী করেনি। করেছেন এমন একজন কিংবা কয়েকজন সচেতন ব্যক্তি, ওষুধ প্রস্তুত কাজে যাদের জ্ঞান আছে এবং এই দ্রাবক মেশানোর কারণে ফলটা কতটা মারাত্মক হ'তে পারে এ বিষয়ও তাদের জানা আছে। জানা গেছে, রিড ফার্মা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান একজন ক্যামিস্ট এবং তার স্ত্রীও একজন ক্যামিস্ট। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যে ঘাতক ওষুধ কোম্পানী সিলগালা করে দেয়া হয়েছে বলে খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি মিজানুর রহমান ও তার স্ত্রীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। রিড ফার্মা কোম্পানির প্যারাসিটামল উৎপাদন এবং বিপণন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সান্ত্বনার বিষয় যে শিশু হাসপাতাল এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের শিশু চিকিৎসকরা এ ধরনের তৎপরতা না দেখালে হন্তারক ওষুধ কোম্পানির এই প্রাণঘাতী ওষুধ আরও কত শিশুর প্রাণ কেড়ে নিত তা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রিড ফার্মা কোম্পানির ঐ সিরাপে প্রাণঘাতী ডাই ইথাইলিন গ্লাইকল শনাক্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির মনোনীত ৪ সদস্যের একটি পার্লামেন্টারি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওষুধ প্রশাসন কি করল? ওষুধ প্রশাসনের একজন কর্তাব্যক্তি কোন একটি টিভি চ্যানেলে বললেন, তাদের প্রয়োজনীয় এবং দক্ষ জনবল নেই, সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি নেই। তাই তারা কিছু করতে পারেন না। তাহ'লে কথায় বলে, 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার' সেজে লাভ কী? বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন ডাই ইথাইলিন গ্লাইকল এবং ডাই প্রোপাইলিন গ্লাইকল ও দু'টি রাসায়নিক

** সাবেক শিক্ষক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।*

দ্রাবক শনাক্ত করতে খুব সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি দরকার হয় না, খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা এ দু'টি দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্ক (বয়লিং পয়েন্ট) পরীক্ষা করে ঐ সিরাপে কোন দ্রাবক ব্যবহার করা হয়েছে তা বের করা সম্ভব।

জানা যায়, ১৯৯২ সালে শিশু হাসপাতালের এক চিকিৎসক এদেশে বাজারজাতকৃত ফ্লামোডল নামের একটি প্যারাসিটামল জাতীয় সিরাপে ডাই ইথাইলিন গ্লাইকল দ্রাবক আছে বলে সন্দেহ করেন এবং দেশে-বিদেশের ল্যাবরেটরিতে ওষুধটি পরীক্ষা করিয়ে এই বিষাক্ত দ্রাবকের উপস্থিতির বিষয়ে নিশ্চিত হন। পত্রিকার রিপোর্টে জানা যায়, ঐ সময় সারাদেশে ৩৩৯ জন শিশু এই বিষাক্ত প্যারাসিটামল খেয়ে মারা যায়। জানা যায়, ঐ চিকিৎসক ঔষুধ প্রশাসনকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু এত বছরেও ওষুধ প্রশাসন তার সতর্ক সংকেত আমলে নিয়ে কোনরূপ তৎপরতা চালিয়েছে বলে জানা যায়নি। তাহ'লে আর এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত না। এমন খবরও সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, নব্বইয়ের দশকে প্যারাসিটামল সিরাপে ভেজাল দিয়ে শিশু হত্যার জন্য যেসব ওষুধ কারখানার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল তাদের একটা আবার লাইসেন্স পেয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, মনে রাখার মতো শাস্তি অপরাধীদের হয়নি, তাই এতগুলো শিশু এই প্যারাসিটামল সিরাপ সেবন করে মারা যাওয়ার পরও ঐ কোম্পানির উৎপাদিত টেমেসেট সিরাপ ওষুধের দোকানের শেলফে এখনও পাওয়া যায়। এখানে সেই চিরায়ত সত্যটা আবার মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। সেটা হ'ল অপরাধ করলে অপরাধীকে যদি বিচারের সম্মুখীন হ'তে না হয় এবং যদি তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয়, তাহ'লে সমাজে অপরাধ আরো বেড়ে যায়। কারণ প্রশাসনের নির্লিপ্ততা অপরাধীকে আরও উৎসাহিত করে।

ভিটামিন: প্রয়োজনীয়তা বনাম অপব্যবহার

ভিটামিন এক ধরনের জৈব পদার্থ যা খুব অল্প পরিমাণে হ'লেও আমাদের শরীরের বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এগুলো আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে তৈরী হয় না বলে দৈনন্দিন খাবারের সঙ্গে বাইরে থেকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত খাদ্যে ভিটামিনের ঘাটতির ফলে ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে। আজকাল রোগীদের মধ্যে (কখনো বা সুস্থ ব্যক্তির মধ্যেও) অকারণে ভিটামিন ট্যাবলেট গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। কিছু কিছু চিকিৎসকও রোগীদের ভিটামিন থেরাপি দিতে পসন্দ করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, ভিটামিনের উপকারিতা যেমন রয়েছে, ওভারডোজ বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মারাত্মক ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। ভিটামিন এ, বি-৬ ও ডি অধিক মাত্রায় গ্রহণ করলে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, শাকসবজি, লতাপাতা, চাল, ডাল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। ট্যাবলেটের পরিবর্তে এসব থেকে অতি সহজেই আমরা প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলো পেতে পারি।

ভিটামিন এ (রেটিনল): আমাদের দেশে ভিটামিন এ'র বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে। ভিটামিন এ-সমৃদ্ধ দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কলিজা, দুধ, ডিম, কালো কচুশাক, সবুজ শাক, মুলা শাক, ডাঁটা শাক, কাঁচামরিচ, মিষ্টি কুমড়া, কাঁঠাল, আনারস, ধনেপাতা, পালং শাক, পাট শাক, লাল শাক, কলমী শাক, শিম, গাজর, পেয়ারা, আমড়া, পাকা পেঁপে প্রভৃতি বেশ সহজলভ্য। ভিটামিন এ আমাদের শরীরের আবরণী কলাকে সুস্থ রাখে এবং জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শিশুর দৃষ্টিশক্তি বিকাশে ভিটামিন এ'র ভূমিকা অপরিহার্য। এর অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়। অন্ধত্বের একটি বড় কারণ হচ্ছে ভিটামিন এ'র অভাব। ক্যান্সারের ওপর বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে, খাদ্যে ভিটামিন এ এবং সি'র অভাব থাকলে মুখগহ্বর, গলবিল এবং শ্বাসনালীর ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়।

ভিটামিন বি-৬ (পাইরিডক্সিন): আমাদের দেশের প্রচলিত অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যে ভিটামিন বি-৬ পাওয়া যায় বলে এর অভাবজনিত সমস্যা খুব একটা দেখা যায় না। তবে কিছু ওষুধ (আইসোনায়াজাইড, পেনিসিলামাইন, জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি) দীর্ঘদিন খেলে এর অভাবজনিত সমস্যা হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শমত পাইরিডক্সিন ট্যাবলেট সঠিক মাত্রায় সেবন করা যেতে পারে। অধিক মাত্রায় ভিটামিন বি-৬ ট্যাবলেট কয়েক মাস ধরে গ্রহণ করলে সেন্সরি পলিনিউরোপ্যাথি নামক এক ধরনের স্নায়ুরোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন সি (এসকরবিক এসিড): যকৃত, আলু, টমেটো, পেয়ারা, কমলা, আমলকী, বরই, লেবু, বাঁধাকপি, মুলা শাক, পালং শাক, ধনে পাতা, করলা, কাঁচামরিচ, সাজনা, ফুলকপি প্রভৃতি খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। তবে অত্যধিক তাপে এ ভিটামিনটি নষ্ট হয়ে যায় বলে কম তাপে রান্না করতে হবে অথবা কাঁচা খেতে হবে। গৃহীত খাদ্যে তাজা শাকসবজি এবং ফলমূলের ঘাটতি থাকলে পাকস্থলীর ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ভিটামিন ডি (কলিক্যালসিফ্যারল): মাছ, কডলিভার অয়েল, দুধ, ডিম, যকৃত প্রভৃতিতে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। মানবদেহের ত্বক, যকৃত এবং কিডনিতে এই ভিটামিনটি তৈরী হয়। সূর্যের আলো বাচ্চাদের ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরীতে সহায়তা করে। এর অভাবে বাচ্চাদের রিকেটস এবং বড়দের অস্টিওমেলাসিয়া ও মায়োপ্যাথি রোগ হয়। মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন ডি অথবা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট গ্রহণ করলে হাইপারক্যালসেমিয়া (বমির ভাব, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুম ঘুম ভাব, এমনকি কিডনিতে পাথর) হ'তে পারে।

ভিটামিন ই (টোকোফেরল): ডিমের কুসুম, ভেজিটেবল অয়েল, বাদাম প্রভৃতি খাবারে ভিটামিন ই থাকে। এটি এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা জীবকোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত ডিএনএকে ক্যানসারের মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এছাড়া রক্তনালী স্বাভাবিক রাখতেও এর ভূমিকা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আমাদের শরীরের জন্য বিভিন্ন ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। আজকাল অনেকের মাঝেই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে যখন তখন, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ভিটামিন ট্যাবলেট গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই সকলের উচিত ভিটামিন ট্যাবলেটের পরিবর্তে তাজা অথবা সঠিক উপায়ে রান্না করা ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

[সংকলিত]

কবিতা

সত্য পথের পথিক

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

আমি শূন্য আমি রিক্ত
মোর দু'নয়ন জলে সিক্ত
আমি চাহিনা এখানে বিত্ত বৈভব
কোন কিছু অতিরিক্ত।
বিশ্ব স্রষ্টার গোলাম আমি
আমি যে তাঁহারই দাস
তারই গুণ গাহি তাঁরই কৃপা চাহি
ধরাধামে করি বাস।
ললাটে আমার আছে যা লিখন
তার বেশী কিছু হবে না কখন
বিধির বিধানে রহিয়াছে লিখা
সুকঠিন অতি শক্ত।
আমি সত্য কথা বলি
সত্য পথে চলি
খুঁজে ফিরি সদা সত্য
সুজনের সাথে মিতালী করিয়া
বাস করি হেথা নিত্য।
মিথ্যাবাদীর ভাঙ্গিয়া আসন
কায়েম করিতে অহি-র শাসন
জান-মাল যায় যাক
অন্যায় অসত্য চুরমার হয়ে
হক তবু স্থান পাক।
আমি তো সেই সেরা সৃষ্টির
উন্নত ললাট মোর
আমি করি নাযে অপশক্তির কাছে
মাথা নত কর জোড়।
যেথা মিথ্যা যেথা অন্যায়
নাই আমি কভু সেখানেতে নাই
মিথ্যা দাপটে ভীতি সঞ্চার
হয় না কখনও কভু,
নির্ভীক আমি চির দুর্জয়
আল্লাহ আমার প্রভু।
আমি মিথ্যার সাথে আপোস করি না
মিথ্যাবাদীর পাশেও বসি না,
যারা মুনাফিক ধাড়িবাজ দাগাবাজ
আমি তাদের সাথে আপোস করিয়া
করিব গুনাহের কাজ?
বল না কখনও এ কাজ করিতে
আখেরে ভীষণ আগুনে পড়িতে
অন্যায় অসত্যের পথ যেন নাহি দলি
সত্য পথে ঈমানের সাথে
সদা যেন হেথা চলি।

বর্ণচোরা বন্ধু ওরা

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

ফারাক্কা এ দেশের মরণ ফাঁদ
টিপাইমুখে দিল এবার বাঁধ
গঙ্গা গেছে সেবার
এবার মরে যাবে বরাক
এই দু'বাঁধে এই দু'ফাঁদে
আছে কি কোন ফারাক?
এ দেশকে করতে তাবেদার
কর্মসূচী দিয়েছে বার বার
এদেশ গিলে খাবার ওদের
এলো কি মওসূম?
আসছে তেড়ে নিচ্ছে কেড়ে
এদেশবাসীর ঘুম!
মরুভূমি হোক দেশটা খরায়
বর্ষা এলে পানিতে ভরায়
বাংলাদেশের উন্নতি যে
তাদের চোখের কাঁটা
তাইতো তারা পাগলপরা
করে উজান ভাটা।
ফারাক্কাতে বাঁধ বেঁধেছে যারা
টিপাইমুখেও বেড়ী দেবে তারা!
বাংলাদেশের সুখ-শান্তি
ওদের চোখের বালি
বর্ণচোরা বন্ধু ওরা
কেষটো বনমালী।

বিদায়ী রামাযান

-আতিয়ার রহমান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বিদায়ী সংবর্ধনা জানাই তোমাকে
ওগো মাহে রামাযান!
তুমি তো রহমতের অফুরান বারিধি
তুমি তো আল্লাহ্‌র দান।
নীল সামিনায় চাঁদের প্রতীকে
এসেছিলে তুমি দ্বারে,
পারিনি তোমাকে দানিতে মূল্য
কলুষিত ধরণী পরে।
এনেছিলে সাথে পুণ্যের তরী
পাতকী করিতে ত্রাণ,
মুসলিম মোরা হয়েছি ব্যর্থ
লইতে পুষ্প ঘ্রাণ।
তরণী ভরিয়া এনেছিলে সাথে
আল্লাহ্‌র রহমত,
মিথ্যা বাতিল পদতলে রাখি,
দেখাতে সত্য পথ।
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের ডালি
এনেছিলে তুমি সাথে,
পেরেছি কি মোরা আল্লাহ্‌র করুণা
দু'হাত ভরিয়া নিতে?

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ছহীফা অর্থ পুস্তিকা। আল্লাহ তা'আলা বহু নবীকে ছহীফা প্রদান করেছিলেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে প্রদান করেছিলেন পৃথক পৃথক শরী'আত বা জীবন বিধান।
২. ৪টি। ৩. তাওরাত। ৪. যাবূর।
৫. ইনজীল। ৬. কুরআন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. দূষিত বাতাস। ২. পরজীবী ৩. ৪টি।
৪. স্যার রোনাল্ড রস। ৫. টর্টি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কুরআন মাজীদে বর্ণিত নবীগণের মধ্য হ'তে পাঁচজন নবীর নাম বল?
২. আল্লাহপাক আদম (আঃ)-কে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন?
৩. আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর স্ত্রী হাওয়াকে কোথা থেকে সৃষ্টি করেছেন?
৪. গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে। একথা কি ঠিক?
৫. চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তথা মানুষ বানর বা উল্লুকের উদ্বর্তিত রূপ। একথা কি ঠিক?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. কোকুন কি?
২. শীতকালে ব্যাঙের আত্মগোপন করাকে কি বলে?
৩. কোন মাছ থেকে দেহ গঠন ও বৃদ্ধির উপাদান ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়?
৪. কড ও হাঙ্গর মাছে কোন ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে?
৫. কোন মাছ উড়তে পারে এবং কেন?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণ

বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় বেড়াবাড়ী (মিস্ত্রিপাড়া) ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার পরিচালক শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন নওদাপাড়া মারকায শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি খাদীজা আখতার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুসাম্মাৎ সাগরিকা।

বাটিকামারী, চারঘাট, রাজশাহী ২৮ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বাটিকামারী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হানযালা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুকীবুর রহমান।

আনন্দনগর, নওগাঁ ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সভাপতি ও সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে কাউছার আলম ও জাগরণী পরিবেশন করে আতীকুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ পৌর এলাকার সভাপতি আবু মূসা আব্দুল্লাহ। উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ' গাংজোয়ার শাখা কর্মপরিষদ ও সোনামণি শাখা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ ফজর কালাইহাটা পশ্চিম মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব আহসান হাবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উক্ত মসজিদের মুওয়াযযিন সাফীরুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শারমীন আখতার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি লাভলী খাতুন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ইন্তিকাল

প্রবীণ রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এবং বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য এম. সাইফুর রহমান গত ৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩-টা ১০ মিনিটে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। প্রাইভেট কারযোগে সিলেট থেকে ঢাকা আসার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার আশুগঞ্জের খড়িয়ালা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তার ওপর একটি গরুকে পাশ কাটাতে গিয়ে তাকে বহনকারী গাড়িটি চালকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। সহযাত্রী ৪ জন আহত অবস্থায় বের হ'তে পারলেও সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় সাইফুর রহমান পানির নীচে গাড়িতে আটকা পড়েন। তাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সন্ধ্যায় সাইফুর রহমানের লাশ ঢাকার গুলশানের বাসভবন জালালাবাদ হাউসে আনা হয়। রাতে তার লাশ রাখা হয় গুলশান ইউনাইটেড হাসপাতালের হিমঘরে। পরদিন (৬ সেপ্টেম্বর) গুলশান আজাদ মসজিদে প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা, বিএনপির দলীয় কার্যালয় নয়াপল্টন এবং মৌলভীবাজার ও সিলেটে জানাযা শেষে তাঁকে পারিপারিক কবরস্থানে মা ও স্ত্রীর পাশে দাফন করা হয়।

এম. সাইফুর রহমান ১৯৩২ সালে মাতুলালয় মৌলভীবাজারের বাহারমর্দন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৩-৫৮ সাল পর্যন্ত লন্ডনে অধ্যয়ন শেষে তিনি ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্টসের (ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস) ফেলোশিপ লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। জিয়াউর রহমান প্রথম তাঁকে বাণিজ্য ও পরে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। পরবর্তীকালেও তিনি বিএনপি সরকারের আমলে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বমোট ৪ বার দেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ১২টি বাজেট পেশ করেন। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘদিনের অর্থমন্ত্রী।

জলবায়ু পরিবর্তনে বছরে ২০ লাখ মানুষের জীবিকা ধ্বংস হচ্ছে

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে গড়ে ২০ লাখ মানুষের স্বাভাবিক জীবিকা ধ্বংস হচ্ছে এবং আড়াই থেকে তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। 'সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ'-এর (সিজিসি) সাম্প্রতিক এক গবেষণা রিপোর্টে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

বিশ্ব সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬

বিশ্ব প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ১৩৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা উন্নতি হয়ে ১০৬তম হ'লেও অবকাঠামোগত সমস্যা বিনিয়োগের প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। আগের বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১১। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স (জিসিআই) থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বব্যাংকের ব্যবসাবান্ধব সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯

বিশ্বব্যাংকের ২০১০ সালের ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান গত বছরের তুলনায় নেমেছে ১২ ধাপ। এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এ সূচকের শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান ৮৫তম, শ্রীলংকা ১০৫তম, নেপাল ১২৩তম, ভুটান ১২৩তম ও ভারত ১৩৩তম।

বার্ডফ্লু প্রতিরোধে ভেষজ ওষুধ উদ্ভাবন

রংপুরের খায়রুল ইসলাম লিটনের উদ্ভাবিত 'এন্টিফ্লু অ্যাকশন' নামে ভেষজ ওষুধটির মাধ্যমে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ডফ্লু প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে তিনি দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে তার উদ্ভাবিত ওষধ রংপুর, লালমণিরহাট সহ উত্তরাঞ্চল ও ময়মনসিংহ-এর মুরগী খামারে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাচ্ছেন বলে খামারীরা জানিয়েছেন। এর আগে তিনি মুরগীর রাণীক্ষেত, গামবুরো ও মাইক্রোপ্লাজমাসহ বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরী করে ব্যাপক সাড়া জাগান।

ধূমপানে আসক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের ৪১ শতাংশ সদস্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৪১ দশমিক ২৭ শতাংশ তামাকজাত দ্রব্যে আসক্ত। বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে ৬২ দশমিক ৪৫ শতাংশই তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে নারীদের হার ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র অর্থায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাযার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর গবেষণা চালিয়ে এসব তথ্য দিয়েছে 'অ্যান্টি টোব্যাকো স্টুডেন্টস ক্লাব'।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী ও মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করাসহ তিন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২৭ আগষ্ট সর্বশেষ সভায় অনুমোদন শেষে ২ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষানীতি পেশ করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষার চারটি স্তরের পরিবর্তে তিনটি স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, এইচএসসি পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং এর উপরে উচ্চশিক্ষার স্তর থাকছে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে বর্তমানে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে। প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক স্তরের তিন ধারা অর্থাৎ সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। এসব বিষয় হ'ল বাংলা, ইংরেজী, গণিত, তথ্য প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

Contents

উন্নত বিশ্বে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার প্রকোপ কমে এলেও উন্নত বিশ্বের দেশে দেশে এখন কর্মক্ষম মানুষের বেকারত্বের হার বেড়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বর্তমানে গড় বেকারত্বের হার ৯ শতাংশ। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তা দুই কোটি ১৮ লাখ। ইইউ'র সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্পেনে বেকারত্বের হার সাড়ে ১৮ শতাংশ। ফ্রান্সে জুলাইয়ে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এশিয়ার প্রধান ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানে গত জুলাই মাসে বেকারত্বের হার বেড়ে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যুক্তরাজ্যে প্রতি ছয় ঘরে একজন বেকার। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যের হার দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ২ শতাংশ। আগের বছর এই হার ছিল ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। সেনসাস ব্যুরো বলেছে, ২০০৮ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল ৩৯ দশমিক ৮ মিলিয়ন লোক। ২০০৭ সালে ছিল ৩৭ দশমিক ৩ মিলিয়ন। ১৯৯৭ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যের এ হার সর্বোচ্চ।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখের শহর রিও ডি জেনিরো

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখের শহর ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো। সাগরতীরের এই শহরের ভূদৃশ্যাবলি যেমন মনকাড়া, তেমনি প্রাণোচ্ছল এর বাসিন্দারা। পৃথিবীর সেরা সুখের শহরের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি। তৃতীয় স্থানে আছে স্পেনের বার্সেলোনা। চতুর্থ স্থানে আছে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম। ব্রিটিশ লেখক সিমোন অ্যানহোল্টের জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মুম্বাইয়ে শতকরা ৫০ জনই বস্তিবাসী

ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানীখ্যাত মুম্বাইয়ে প্রতি ২ জনে ১ জন বস্তিতে বসবাস করে। বিশ্বব্যাপী হিসাবে ৩ জনের ১ জন বস্তিতে বসবাস করলেও ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মুম্বাইয়ে বসবাসকারীদের ৫৪.১ শতাংশই বস্তিবাসী। বৃহান মুম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (বিএমসি) ও ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন রিপোর্টে একথা বলা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, দিল্লীতে ১৮.৯ শতাংশ, কলকাতায় ১১.৭২ শতাংশ ও চেন্নাইয়ে ২৫.৬০ শতাংশ বস্তিতে বাস করেন।

বিশ্বে অস্ত্র বিক্রিতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

২০০৮ সালে বিশ্বে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী অস্ত্র বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এ বছরেই বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বিক্রি ছিল তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। টাইমস পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের মোট অস্ত্র ব্যবসার ৬৮ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যবসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি লাফিয়ে বেড়েছে ৫০ শতাংশ। ঐ বছর ৩৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ব্যবসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

উত্তর কোরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু অপুষ্টির শিকার

উত্তর কোরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে এবং দেশটি চলতি বছর প্রায় ১৮ লাখ মেট্রিকটন খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হবে বলে জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থার এক রিপোর্টে গত ৭ সেপ্টেম্বর একথা বলা হয়। 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী' (ডব্লিউএফপি) জানায়, জাতিসংঘ পরিচালিত পুষ্টি সংক্রান্ত জরিপে দেখা যায়, অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী ৩৭ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে এবং এক-তৃতীয়াংশ মহিলা অপুষ্টি ও রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে।

ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে মার্কিনীদের ধারণা পাল্টাচ্ছে

মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে আমেরিকানদের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী বা ধ্বংসাত্মক কাজকে ইসলাম সমর্থন দেয় না- এ ধারণা ক্রমে বাড়ছে আমেরিকানদের মধ্যে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখাপড়া শুরু করায় এ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে বলে পিউ রিসার্চ সেন্টারের পরিচালিত জরিপে উদঘাটিত হয়েছে। জরিপে বলা হয়, ৫৮% আমেরিকান মনে করেন, মুসলমানদের সঙ্গে অনেক বেশী বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

বিশ্বে স্বল্প ও মধ্যআয়ের দেশের তরুণদের মৃত্যু বাড়ছে

তরুণরা অন্য বয়সশ্রেণীর মানুষের চেয়ে সবল ও সুস্থ- এ ধারণা ব্যাপক ব্যাপ্ত হ'লেও বিশ্বজুড়ে তাদের মৃত্যু হার বেড়ে চলেছে। এজন্য প্রধানত দায়ী সড়ক দুর্ঘটনা, গর্ভকালীন ও গর্ভ-পরবর্তী জটিলতা, আত্মহত্যা, সহিংসতা, এইডস ও যক্ষা। গবেষকরা জানিয়েছেন, বিশ্বে প্রতি বছর ২৬ লাখ তরুণ মারা যায়, যাদের বেশির ভাগের মৃত্যুই প্রতিরোধযোগ্য। এসব মৃত্যুর ৯৭ শতাংশই হয়ে থাকে স্বল্প ও মধ্য আয়ের দেশগুলোয়। অস্ট্রেলিয়ার 'সেন্টার ফর এডলসেন্ট হেলথ অ্যান্ড মুরডক চিলড্রেনস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছে।

বিশ্বে প্রতিবছর ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে

সারাবিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে থাকে। যুদ্ধ কিংবা অন্য ধরনের সহিংসতায় মোট গড় মৃত্যুর চেয়ে এ সংখ্যাটি বেশী। আত্মহত্যাজনিত কারণে গড়ে প্রতিদিন তিন হাযার লোকের মৃত্যু ঘটেছে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মানসিক অস্থিরতার কারণে ৯০ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। আত্মহত্যার পেছনে বড় দু'টি কারণ হচ্ছে হতাশা ও মানসিক পীড়ন।

দুর্নীতির দায়ে তাইওয়ানের সাবেক প্রেসিডেন্ট চেন শুইয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তাইওয়ানের সাবেক প্রেসিডেন্ট চেন শুই বিয়ানকে তাইপের একটি আদালত দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। মিঃ চেনকে ২০০০-২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে সরকারী তহবিল তসরুফ, ঘুষ গ্রহণ, মানি লন্ডারিংসহ দেড় কোটি ডলারের অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে মিঃ চেন এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করতে এ অভিযোগ আনা হয়েছে। এ মামলায় মিথ্যা শপথের দায়ে তার স্ত্রীকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তাইপের যেলা আদালতে মিঃ চেনকে ৬টি অপরাধে এবং মিসেস চেনকে ৭টি অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের দেড় কোটি ডলারের জরিমানাও করা হয়েছে।

Contents

মুসলিম জাহান

নিউজিল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে ইসলামের বিকাশ

নিউজিল্যান্ড: দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে অবস্থিত নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যা ৪০ লাখ। এখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ হাযার। ১৮৬৮ সালে এখানে সর্বপ্রথম যে দু'জন মুসলমান পা রেখেছিলেন, তারা এসেছিলেন চীন থেকে। তারা এখানে খনি শিল্পে কাজ করতে এসে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। বর্তমানে দেশটির আদিবাসী মাওরী জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ইসলামের ছায়াতলে আসছেন। ১৯৫০ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড নগরীতে সর্বপ্রথম মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এর এক যুগ পর রাজধানী ওয়েলিংটনে গঠিত হয় পরবর্তী মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন। এভাবেই দেশটির বিভিন্ন নগরীতে মুসলিমরা এসে জড়ো হন। তাদের দাওয়াতী তৎপরতার কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি নগণ্য অংশ ইসলামের ছায়াতলে আসেন। ইসলামী সেন্টারগুলোর তৎপরতার কারণে গত কয়েক বছর ধরে দেশটির মিডিয়া ছিয়াম ও চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ প্রচার করে। বিভিন্ন স্কুল ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারগুলোতে শিক্ষা সফরে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানান চেষ্টা করে।

সুইজারল্যান্ড: ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর এ দেশটিতে ইসলামের আগমন ঘটে দশম শতাব্দীতে। দেশটিতে তিন লাখের বেশী মুসলমান রয়েছেন। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভা, মেসিডোনিয়া ও তুর্কী অভিবাসী মুসলিমরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্থানীয় মুসলিমের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইসলাম এখন দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। তবে এখানকার মুসলিমরা দেশটির বড় বড় নগরীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। অবশ্য জার্মান ভাষাভাষী প্রদেশগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী মুসলিম। দেশটিতে দু'টি মসজিদ রয়েছে। ২০০৭ সালে সুইস মুসলিম বার্ন নগরীতে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রী স্থাপনের অনুমতি চাইলেও নগর কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেনি। সুইস পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মতে, রামাযানে নিরিবিলি পরিবেশে ছিয়াম পালন করতে কমপক্ষে ৬০ হাযার ধনী মুসলিম বছরের এ মাসটিতে পরিবার-পরিজনসহ মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারগুলোতে ইফতার করেন।

ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী করেছে ইরান

ইরানের একজন শীর্ষ সামরিক কমান্ডার জানিয়েছেন, ইরান ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ইরানের সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আহমাদ মিগানি বলেন, শত্রুদের ৩০ বছরের সামরিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরানের সশস্ত্র বাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, আমরা কেবল ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্ত করতেই নয়; বরং এগুলো ধ্বংস করতেও সক্ষম।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ইঁদুরখেকো গাছ!

ফিলিপাইনের পালাওয়ানের নির্জন পাহাড়ি এলাকায় এমন এক ধরনের গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে যা নানা কীটপতঙ্গ, এমনকি বড় বড় ইঁদুর পর্যন্ত গিলে খায়। গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম নেপেন্থেস অ্যাটেনবরোওঘি। এ পর্যন্ত পাওয়া কলসি আকৃতির গাছের মধ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ এই গাছ উচ্চতায় চার ফুট পর্যন্ত হয়। গাছটির কলসির মতো কাঠামোর মধ্যে এক ধরনের তরল থাকে। এই তরলের বিশেষ এ্যানজাইম ও এসিড এতে কোন প্রাণী পড়ামাত্রই তাকে নিস্তেজ করে দেয়। আর গাছটির স্নিগ্ধ নরম রং ও সুবাস কীটপতঙ্গসহ নানা প্রাণীকে আকৃষ্ট করে এর খাবার মধ্যে আসতে। তবে নানা প্রাণীর মধ্যে ইঁদুরই এই মাংসাশী গাছের কবলে পড়ে বেশী।

রোবট মাছ ঘুরে বেড়াবে সাগরতলে

এমআইটির গবেষকরা এমন রোবট মাছ তৈরী করেছেন, যা সমুদ্রের তলদেশ থেকে নানা রকম তথ্য পাঠাবে। এতে সামুদ্রিক গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিচরণ করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সমুদ্রের তলদেশের মানচিত্র, স্রোত এবং স্রোতের স্বভাব, সমুদ্রের পানির দূষণ, তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন সার্ভেসহ নানা কাজে লাগানো যাবে। এই মাছগুলোর আকার হবে ৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং একটি পলিমার বডির ভেতর এর যন্ত্রাংশগুলো থাকবে।

সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধী টিকা আবিষ্কার

সোয়াইন ফ্লুর একটি টিকাই মানুষকে এইচ১এন১ মহামারীর ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে। অস্ট্রেলীয় টিকা উৎপাদনকারী সিএসএল ইনকর্পোরেশনের নতুন প্রকাশ করা উপাত্তে বলা হয়েছে, তাদের উৎপাদিত টিকার একটি ডোজই মানুষকে এ ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া সুইস ওষুধ কোম্পানী নোভার্টিস এক গবেষণায় নিশ্চিত করেছে, তাদের উৎপাদিত টিকার নিম্নমাত্রার একটি ডোজই যদি অ্যাডজুভান্ট নামের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার যৌগ ওষুধের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়, তাতেই বিদায় নেবে এইচ১এন১ ভাইরাস। চীনা কোম্পানী সিনোভাকও জানায়, তাদের উৎপাদিত টিকার একটি ডোজই রোগীদের এ ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে।

উষ্ণায়ন ঠেকাতে কৃত্রিম গাছের বন

পৃথিবীতে যে হারে কার্বনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তাতে মানুষের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বেশিরভাগ লোক নির্বিচারে গাছ-গাছড়া উজাড় করে এই সংকট সৃষ্টি করছে। আর বিজ্ঞানীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চেষ্টা করছেন কীভাবে এ বিপদ থেকে বাঁচা যায়। বলা হচ্ছে, এক লাখ আর্টিফিসিয়াল বৃক্ষের একটি বনভূমি সৃষ্টি করা হ'লে এই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। পৃথিবীতে এখনও যে পরিমাণ গাছপালা রয়েছে, তার সঙ্গে আর্টিফিসিয়াল বৃক্ষের মিলিত শক্তি মিলে মাত্র ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বাড়তি কার্বণ শোষণ করে নিতে পারবে। নতুন প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এই সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হয়েছে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

ঢাকা ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় পুরান ঢাকার ফযলুল করীম কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট-এর এডভোকেট ডঃ রফীকুল ইসলাম মেহেদী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, প্রচার সম্পাদক শামসুর রহমান আযাদী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' ঢাকা মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক, মাওলানা শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ) প্রমুখ।

রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কামারখন্দ থানাধীন রায়দৌলতপুর (মধ্যপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মর্তুযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাসান আলী ও সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন প্রমুখ।

ঢাকা ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাদারটেক এলাকার উদ্যোগে মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, মেছবাহুল উলূম কামিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা এরশাদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফরীদুদ্দীন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলমগীর হোসাইন সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ।

বাঁশবাড়িয়া, নাটোর ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁশবাড়িয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব প্রবাসী মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

কুটিঘোষপাড়া, নাটোর ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ এশা স্থানীয় কুটিঘোষপাড়া মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আবু বকর প্রমুখ।

বাগেরহাট ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীম খানা জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুযযাম্মিল হক। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা

Contents

'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুযযামান প্রমুখ।

গোয়ালগ্রাম, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৭ সেপ্টেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার গোয়ালগ্রাম খানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব নাযির খান, সাধারণ সম্পাদক আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক আসমতুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক মাষ্টার শহীদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক আব্দুল বাকী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহসিন আলী প্রমুখ।

আলসীয়া পাড়া, নীলফামারী ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার যৌথ উদ্যোগে আলসীয়া পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীন।

শঠিবাড়ী, রংপুর ৯ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে মির্জাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মীযানুর রহমান ও মাওলানা সোহরাব হোসাইন প্রমুখ।

কুষ্টিয়া ৯ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে' এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেট সা'দ আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারীকুযযামান ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ ৯ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা-এর সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ প্রমুখ। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ বলেন, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যুলুম-অত্যাচার, দুর্নীতি, অনাচার, হিংসা, হানাহানি ব্যাপকতা লাভ করেছে। ফলে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে কেবল আল্লাহ প্রেরিত অহি। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। সুতরাং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে আমাদেরকে সেই অহি-র দিকেই ফিরে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ।

নরসিংদী ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১১ টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা আহলেহাদীছ মাদরাসায় পবিত্র রামাযান উপলক্ষে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুরসংঘে'র কেন্দ্রীয়

সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুন, যেলা 'আন্দোলনে'র দফতর সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুযযামান, যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর, অর্থ সম্পাদক মুখতার, দফতর সম্পাদক আব্দুল কাবীর প্রমুখ। কুরআন তেলাওয়াত করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক আব্দুল খাবীর। প্রশিক্ষণে, ইসলামী জাগরণী পেশ করে 'সোনামণি' সারোয়ার। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)-এর উদ্যোগে মাদরাসার পূর্বপার্শ্বস্থ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্সে)-এর নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

পাবনা ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চর চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ জামাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুরসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী প্রবাসী ও 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউনুস, প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলালুদ্দীন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আফতাব, 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তারেক হাসান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান প্রমুখ।

খুলনা, ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর গোবরচাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে রামাযানের গুরুত্ব ও শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। তিনি বলেন, রামাযান আমাদেরকে তাক্বওয়া শিক্ষা দেয়। তিনি সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বদা আল্লাহভীরুতার উপর অটল থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা হ'তে শতাধিক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

কানসাট, বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ইয়াসীন আলী।

মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল সম্পন্ন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার: অদ্য ২৯ রামাযান বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পূন্যময় মাস রামাযানের সমাপনী দিনে আবেগঘন কণ্ঠে নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, রামাযানে আমরা যেভাবে তাক্বওয়া অবলম্বনের চর্চা করেছি, বাকী এগারটি মাসে আমাদেরকে সেই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, দুনিয়াবী স্বার্থ দ্বন্দ্ব পরিহার করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অহি-র বিধানের কাছেই আমাদেরকে মাথা নত করতে হবে। তাহ'লে পার্থিব জীবনে আসবে শান্তি এবং

পরকালীন জীবনে পাওয়া যাবে মুক্তি। তিনি সবাইকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও পারিবারিক জীবন অহি-র আলোকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

কর্মী সমাবেশ

গাযীপুর ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গত ৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় মনিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য এবং খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ খসরু পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক কাযী আমীনুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হাতেম, প্রচার সম্পাদক হাসিবুর রহমান প্রমুখ।

মহাদেবপুর, নওগাঁ ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মহাদেবপুর উপযেলার অন্তর্গত বাগডোব শাখার উদ্যোগে বাগডোব বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাগডোব বাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাষ্টার নাযিমুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হুসাইন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার। সমাবেশ শেষে মাষ্টার নাযিমুদ্দীনকে সভাপতি ও মামূনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে বাগডোব শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি এবং হাফিযুর রহমানকে সভাপতি ও মু'আযযিম হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে শাখা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর মাওলানা ইসহাক আলীকে পরিচালক ও মাহফূযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'সোনামণি' বাগডোব শাখা গঠন করা হয়।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী ২৮ আগষ্ট শুক্রবার: অদ্য বাদ জুম'আ মৌগাছি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌগাছি এলাকার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন রাজশাহী উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও 'যুবসংঘে'র কর্মী মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার: গত ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দারুল ইফতা হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদস্য ও নওদাপাড়া মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম মাষ্টার, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলী প্রমুখ। প্রথম দিন প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ২য় দিন শুক্রবার জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

কুমিল্লা ৯ সেপ্টেম্বর বুধবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সকাল ১০টায় কোরপাই ফাযিল মাদরাসার হল রুমে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলন সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যে মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উপদেষ্টা প্রবীন আলেম সঊদী মাবঊস হাফেয মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শরাফত, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আমজাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আবু তাহের। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাফর ইকরাম।

Contents

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নওহাটা, বড়গাছী, রাজশাহী ২ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বড়গাছী উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম।

কালিকাপুর, নওগাঁ ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালিকাপুর সিনিয়র আলিম মাদরাসা মাঠে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও স্থানীয় চকউলী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম মাষ্টার, নিযামুদ্দীন মাষ্টার বিএসসি, স্থানীয় সুধী আলহাজ্জ শামসুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খানপুর পাঠাগারের উদ্যোগে বাগবাজার আহলেহাদীছ মসজিদে রামাযান উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুরসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন রাজশাহী যেলা যুবসংঘের সহ-সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, এলাকা আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দিদারবক্স।

বায়া, রাজশাহী ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বাদ আছর বায়া বাজারস্থ ভোলাবাড়ী জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান মঞ্জুকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আজমাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বায়া বাজার আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ' শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

গাবতলী, বগুড়া ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তল্লাতলা শাখার উদ্যোগে তল্লাতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহ আলম আনছারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, তল্লাতলা শাখা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম রেযা, সাধারণ সম্পাদক শফীউল আলম তুহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা ও এলাকা দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবূ বকর ছিদ্দীক।

মহিলা সংস্থা

কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া ১৭ আগষ্ট সোমবার: অদ্য বাদ আছর কালাইহাটা দক্ষিণ মধ্যপাড়া যিয়াউর রহমানের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী বিধান পালন ও পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

পিরোজপুর ২১ আগষ্ট শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র মাহমুদকাঠী শাখার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মালেকা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। তিনি মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও মহিলাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য সকাল ৯-টায় কালাইহাটা মধ্য ফকীরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

Contents

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১) সূরা বাক্বারাহ ৬২ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? এ যুগের ঈমানদার ইহুদী-নাছারা সবাই কি পরকালে মুক্তি পাবে?

-জুয়েল হাসান
মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাছারা ও ছাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি এবং যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার ছওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না' *(বাক্বারাহ ৬২)*। একই মর্মে আয়াত এসেছে সূরা মায়েদাহ ৬৯ আয়াতে। এক্ষণে আয়াতের মর্ম হ'ল এই যে, ইসলাম আসার পরের ইহুদী-নাছারা-ছাবেঈ কেউ যদি ইসলাম কবুল করেন এবং আল্লাহ ও শেষনবীর উপরে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন ও ইসলামী বিধান মতে সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তাহ'লে পরকালে তাদের কোন ভয় নেই বা চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, কখনোই তা কবুল করা হবে না' *(আলে ইমরান ৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আজ মূসা বেঁচে থাকত, তাহ'লে তার কোন উপায় থাকতো না আমার অনুসরণ করা ব্যতীত' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, তখন তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতকে সম্মান দেখিয়ে ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন *(আহমাদ হা/১৪৭২০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৩৬)*। অতএব সর্বশেষ আসমানী শরী'আত নাযিল হওয়ার পরে পূর্বেকার সকল শরী'আত মানসূখ হয়ে গেছে। শেষনবী এসেছেন বিগত সকল নবীর সত্যায়নকারী হিসাবে এবং শেষ কিতাব কুরআন মজীদ এসেছে পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় বিধান গ্রন্থ হিসাবে এবং 'ইসলাম' এসেছে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত বা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে *(মায়েদাহ ৩)*। মানব জাতির জন্য বর্তমান বিশ্বে 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন ইলাহী ধর্ম নেই।

প্রশ্নঃ (২/২) আমার প্রতিবেশী অধিকাংশ হিন্দু ও কিছু আছে নব্য খৃষ্টান। তাদের কাছে কিভাবে দ্বীনের দাওয়াত দেব?

-রবীউল ইসলাম
ওমরপুর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাদের কাছে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিতে হবে। ঈশ্বর, ভগবান ও গড-এর সাথে আল্লাহ্‌র পার্থক্য বুঝাতে হবে। কেননা তাদের ঐসব নামের স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কিন্তু 'আল্লাহ্' নামের স্ত্রীলিঙ্গ নেই। এক বচন বা বহু বচন নেই। তারা তাদের উপাস্যের মূর্তি নিজ হাতে বানিয়ে তাকে ঈশ্বর কল্পনায় পূজা করে। এমনকি পরে তা পানিতে ডুবিয়ে বিসর্জন দেয়। আমাদের আল্লাহ মানুষের যাবতীয় ধরাছোঁয়া ও কল্পনার বাইরে, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ১১)*। 'তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন' *(হাদীদ ৩)*। 'তাঁর কোন তন্দ্রাও নেই নিদ্রাও নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। 'তিনি কারু পিতা নন বা কারু সন্তান নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই *(ইখলাছ ৩-৪)*। 'তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা' *(ফাতেহা ১)*। মানুষ ও সকল সৃষ্টজীব তাঁর হুকুমেই পৃথিবীতে এসেছে। আবার তাঁর হুকুমেই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। তিনিই সকলের রূযীদাতা ও সবকিছুর একক ব্যবস্থাপক। মানুষকে সকল ব্যাপারে কেবল তাঁরই দাসত্ব করতে হবে' *(ইউনুস ৩, ৩১)*।

অতঃপর রিসালাতের দাওয়াত দিতে হবে। বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যেকার মাধ্যম হ'লেন নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ যাকে খুশী তাকে নবী হিসাবে বেছে নেন। তাদের মাধ্যমে তিনি মানব জাতির নিকট তার আদেশ ও নিষেধ সমূহ প্রেরণ করেন। এভাবে আদম থেকে যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল এসেছেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এ যুগে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত দুনিয়ার মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব নয়। তাঁর আনীত সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন ও তার ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছ সমূহ মেনে চলা জান্নাত পিয়াসী সকল মানুষের কর্তব্য।

অতঃপর আখেরাতের দাওয়াত দিতে হবে। আখেরাতের বিষয়টি গায়েবী বিষয়। এ বিষয়ে জানার জন্য নবী-রাসূলগণ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছই তার একমাত্র মাধ্যম। এ দু'য়ের বাইরে সবই কল্পনা মাত্র। অতএব কথিত ধর্মবেত্তাদের ধারণা-কল্পনার বিধান সমূহ ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঐশী বিধানের উপরে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হবে।

উল্লেখ্য যে, দাওয়াত দেওয়ার সময় সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আমরা কেবল দাওয়াত দেওয়ার মালিক। কিন্তু হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে প্রিয় বান্দা হিসাবে মনোনীত করেছেন, তিনি অবশ্যই দাওয়াত কবুল করবেন ও ইসলাম গ্রহণ করবেন।

প্রশ্নঃ (৩/৩) অপরিচিতা মহিলার লাশ পাওয়া গেলে তার জানাযা পড়া যাবে কি?

মুছত্বফা
কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ যদি সর্বোচ্চ ধারণা হয় যে সে অমুসলিম তাহলে তার জানাযা পড়া যাবে না। তাকে জানাযা বিহীন মাটি দিতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাকে মাটি দেওয়া হয়েছিল *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২১৪, 'জানাযা' অধ্যায়, ৭০ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪) লাশের ময়না তদন্ত করা কি জায়েয?

-ফারূক
গাইহানা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুসলিম মাইয়েতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাঊদ হা/৩২০৭)*। ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। জাবের (রাঃ) বলেন, একটি জানাযায় কবর খোঁড়ার সময় বের হওয়া একটি হাড্ডি ভেঙ্গে অন্যত্র ফেলে দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাড্ডিটি ভেঙ্গো না। কেননা মৃত হাড্ডি ভাঙ্গা ওকে জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার ন্যায়। তোমরা হাড়টিকে কবরের একপাশে চাপা দাও'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'মৃত মুমিনকে কষ্ট দেওয়া তাকে জীবিত অবস্থায় কষ্ট দেওয়ার ন্যায়' *(আওনুল মা'বূদ হা/৩১৯১, ৯/২৪ পৃঃ)*। অতএব যরূরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃতদেহ কাটাছেঁড়া বা পোস্ট মর্টেম করা অন্যায়। আজকাল পোস্ট মর্টেমের বিষয়টি অনেকটা সস্তা হয়ে গেছে। তারপরেও লাশের প্রতি অসম্মান করা হয়। যা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫/৫) যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এইভাবে যে, প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহাসহ ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাক'আতে ফাতিহাসহ দুখান, তৃতীয় রাক'আতে ফাতিহাসহ সাজদাহ এবং চতুর্থ রাক'আতে ফাতিহাসহ সূরা মুলক পড়বে, সে কুরআনের কোন অংশ ভুলে যাবে না। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-মাওলানা ছফিউল্লাহ
জগৎপুর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হাদীছটির সনদ জাল *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬) যে সব মহিলা অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান বন্ধ করে তারা মারা গেলে জানাযা পড়া যাবে কি?

-মাহফূয
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়াই সন্তান বন্ধ করা কাবীরা গোনাহ। হাদীছে একে 'গুপ্ত হত্যা' (الوأد الخفى) বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯ 'বিবাহ' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*। কেউ এ ধরনের গর্হিত অন্যায় করলে তাকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সে মারা গেলে তার জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। তবে কোন আলেম তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে না *(ছহীহ মুসলিম হা/৩২৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭) জনৈক আলেম বলেন, ইমামতি করে বেতন নেওয়া শূকরের গোশত খাওয়ার সমান। এ ধরণের ইমামের পিছনে ছালাত হবে না। উক্ত কথা কি সঠিক?

-মুনীর
উল্লা বাজার, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। ইমামতি একটি সম্মানিত পদ। ইমামের ভাতা প্রদানের গুরু দায়িত্ব সমাজের উপর বর্তাবে। তারাই তার সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮-৪৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮) বাজারে ঘড়ির মত একপ্রকার চেইন পাওয়া যায়। যার মূল্য প্রায় পাঁচশ' টাকা। এর মাধ্যমে অনেকের রোগ ভাল হচ্ছে। এই চেইন ব্যবহার করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত চেইন লটকালে রোগ ভাল হয়ে যাবে বলে যদি আক্বীদা হয়, তবে উক্ত চেইন ব্যবহার করা শিরক হবে। এর দ্বারা রোগমুক্তি হয় একথা সত্য নয়। বরং রোগ বৃদ্ধি হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো

বা বাঁধল, তাকে সেদিকেই ধাবিত করা হল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯) ঈদের মাঠ আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি জ্বালানো এবং ঈদের দিন পটকা ফোটানো, বাঁশি বাজানো, মেলায় যাওয়া কি জায়েয? ঈদ বোনাস দেওয়া ও নেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
ক্যান্টনমেন্ট, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদ মাঠ সজ্জিত করা, আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি জ্বালানো, পটকা ফুটানো ও বাঁশি বাজানো, মেলায় যাওয়া বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৫৩, ৮/২০৬)*। ঈদ বোনাস দেওয়া ও নেওয়া জায়েয। যেকোন নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারে *(বুখারী হা/২৬১৯; মিশকাত হা/৩৭৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০) হাত থেকে কুরআন মজীদ পড়ে গেলে বা তাতে পা লেগে গেলে করণীয় কী?

-শহীদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে মুছীবত হিসাবে 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়া যায় *(বাক্বারাহ ১৫৬)*। সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে যেন এমনটি পুনরায় আর না ঘটে।

প্রশ্নঃ (১১/১১) যোহর এবং আছর ছালাতে সরবে ক্বিরাআত পড়া হয় না কেন?

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এর কারণ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) কিছু বলেননি। তিনি নীরবে ক্বিরাআত পড়েছেন তাই তাঁর অনুসরণে আমরাও নীরবে পড়ে থাকি।

প্রশ্নঃ (১২/১২) মসজিদের কমিটি হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা যরূরী?

-রাজিব
শিমুলিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ আবাদকারীদের গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালকে বিশ্বাস করে, ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, তারাই আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ আবাদ করবে' *(তওবা ১৮)*। অতএব মসজিদ কমিটির সদস্যদের উপরোক্ত পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যিক। এছাড়া কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য গুণাবলী থাকা আবশ্যিক। যেমন শিরক ও বিদ'আতের অনুসারী না হওয়া এবং আমানতদার হওয়া।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩) আমার মাতা-পিতা উভয়েই মারা গেছেন। আমি তাদের জন্য কিভাবে মাগফিরাত কামনা করব?

-সাখাওয়াত
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ দুইটি পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। (ক) তার নামে ছাদাক্বাহ করার মাধ্যমে। যেমন একজন লোক এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। কথা বলতে পারলে দান করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কবুল হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ কবুল হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*। (খ) তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৫; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৭৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪) কারো প্রতিকৃতি নির্মাণ ও তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা কী ধরনের অপরাধ?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করা এবং তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(আম্বিয়া ৫২)*। এটা বিধর্মীদের অনুকরণ যা শরী'আতে হারাম *(মায়েদাহ ৫১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে অন্যদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অনুসরণ করো না' *(ছহীহ্ তিরমিযী হা/২৬৯৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫) কেউ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে তার বিয়েতে উপস্থিত হওয়া যাবে কি?

-শাহাদত
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ যৌতুক নিয়ে বিয়ে করা নাজায়েয। এ ধরনের বিয়েতে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা পাপ ও অন্যায় কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা করার শামিল। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ্ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬) অনেক মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দরজার কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু জুম'আর দিনে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হয়। এর কারণ কী?

-আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ মসজিদের দরজার নিকট থেকে ছালাতের আযান দেয়া সম্পর্কে ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। সুন্নাত হল, মসজিদের বাইরে উঁচু কোন স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া। সেটা মিনার হোক কিংবা বাড়ির ছাদ বা অন্য কোন উঁচু স্থান হোক। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) বানু নাজ্জারের এক মহিলা হতে বর্ণনা করেন, মসজিদের নিকটে আমার বাড়িই সর্বাপেক্ষা উঁচু ছিল, বেলাল (রাঃ) তার উপরে উঠে ফজরের আযান দিতেন *(ছহীহ্ আবুদাঊদ হা/৫১৯, সনদ হাসান)*। উল্লেখ্য, জুম'আর দিনে মসজিদের দরজার নিকট দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হ'ত মর্মে বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৮৮)*।

অতএব মাইক থাকলে সুবিধামত স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। আর মাইক না থাকলে বাইরে উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। বিনা মাইকে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া উমাইয়া খলীফা হেশাম ইবনে আব্দুল মালেকের আবিস্কৃত বিদ'আত। অতএব মাইক থাকলেও মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান না দেওয়াই উত্তম হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭) মোর্দাকে গোসল করানোর নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুমিন
চোপীনগর, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ শালীনতা ও পরহেযগারীর সাথে কুলপাতা দেওয়া পানি অথবা সুগন্ধি সাবান দিয়ে গোসল করাবে। সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবে। পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে গোসল করাবে। তবে মহিলাগণ শিশুদেরকে গোসল করাতে পারবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬৮)*। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫; বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান)*।

গোসলের সময় প্রথমে একটি কাপড় দিয়ে তার সতর ঢেকে দিবে এবং তার শরীরের পরিধেয় কাপড়গুলো খুলে ফেলবে। এরপর গোসলদানকারী হাতে একটি ভিজা ন্যাকড়া পেঁচিয়ে নিবে। অতঃপর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকিয়ে তা পরিষ্কার করে দিবে। এরপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূর অঙ্গ সমূহ ধৌত করাবে। তার পর তিনবার বা তার বেশী বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হলে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে বেনীবদ্ধ করে পিছনে ছড়িয়ে দিবে *(বুখারী হা/১২৬৩; মুসলিম হা/৯৩৯; আবুদাঊদ হা/৩১৪২, ৩১৪৫; মিশকাত হা/১৬৩৪; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২০-১২১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮) আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার পূর্বে রিযিক নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মানুষ তো বিভিন্ন অপকর্ম করে থাকে। সেটাও কি আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন?

-আযীযুল ইসলাম
গন্ধর্ব বাড়ী, সরকার পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন *(মুলক ২)*। তার জন্য ভাল ও মন্দ দু'টি পথই বাতলিয়ে দিয়েছেন এবং সেই পথে চলারও স্বাধীনতা দিয়েছেন *(দাহর ৩)*। তারপরেও অনেকে তার স্বাধীনতাকে মন্দ পথে ব্যবহার করছে আবার কেউ ভাল পথে ব্যবহার করছে। আর মানুষ তার স্বাধীনতাকে কোন পথে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অগ্রিম জানেন। এ কারণেই তিনি কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। যা মানুষের জানার বাইরে। অতএব মানুষকে কেবল আল্লাহ্র দেখানো পথেই চলতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯) জিনদের দেশ কোথায়? তারা মানুষের মত বিবাহ-শাদী ও ঘর সংসার করে কি? তাদের খাদ্য ও জীবন যাপন সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়টি ইলমে গায়েবের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের দেশ কোথায় সে সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে তারা কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়। যেমন তাদের কিছু অংশ মরুভূমিতে, কিছু গর্তে, কিছু মানুষের বসতবাড়ীতে থাকে। আর কিছু থাকে ময়লা আবর্জনায়, টয়লেটে, বিরাণভূমিতে ও কবরস্থানে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তারা আমাদেরকে দেখে কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখি না *(আ'রাফ ২৭)*। তাদেরকেও ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে *(যারিয়াত ৫৬)*। তারাও ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(আন'আম ১৩০)*। তাদের মধ্যে মুমিন ও ফাসিক উভয় প্রকারের জিন রয়েছে *(জিন ১৪-১৫; বুখারী হা/৭৭৩ ও ৭৩১, 'আযান' অধ্যায়)*। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জীবকেই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জিনদেরও বিবাহ-শাদী হয়, ঘর-সংসার আছে এবং তাদেরও বংশ বৃদ্ধি হয় *(কাহফ ৫০)*। জিনরা গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানে

না *(সাবা ১৪)*। তারা রূপ পরিবর্তন করতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*।

তাদের খাদ্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, জিনদের খাদ্য হাড়, তা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললেই তা পূর্ণাঙ্গ গোশতে পরিণত হয়। আর গোবর হচ্ছে তাদের পশুর খাদ্য *(মুসলিম হা/৪৫০, 'ছালাত' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৩২৫৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (সঃ) বলেন, 'জিনরা হচ্ছে তিন প্রকার। (ক) বহু ডানা বিশিষ্ট যারা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, (খ) সাপ ও কুকুর রূপ ধারণ করে (গ) নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে আবার চলে যায় *(ত্বাহাভী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৩১১৪)*। মূল কথা হ'ল, তাদের একটি পৃথক জগৎ রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে *(বিস্তারিত দ্রঃ উমার সুলায়মান আশক্বার, 'আলামুল জিন্নে ওয়াশ শায়াত্বীন' নামক বই)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০) সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে আমীরের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি প্রবাসী এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মাহবুব আলম
বেরানজিরো, এথেন্স, গ্রীস।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে সঠিক ইসলামী আমীরের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। আপনি প্রবাসে থেকেও ইসলামী আমীরের আনুগত্য করবেন এবং সে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে রাষ্ট্রীয় বিধান মেনে চলবেন। তবে আল্লাহর নাফরমানী করে কারু আনুগত্য করা যাবে না *(ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১) আমার আব্বা ছালাত-ছিয়াম খুব ভালভাবে আদায় করতেন। যাকাতও প্রদান করতেন। হয়তো যথাযথ হিসাব করে দিতেন না। তিনি মারা যাবার পর সম্প্রতি আমার বোনের মেয়ে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি খড়ের স্তূপ করছেন। সেখানে অসংখ্য সাপ। এটা কি যাকাত সঠিকভাবে না দেয়ার শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে?

-হাফিযা বেগম
বায়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য কোনকিছু বিষয় নির্দিষ্ট করা যায় না। বরং খারাপ স্বপ্ন দেখলে কারো নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমাদের কেউ পসন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে, তখন সেটা হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। অতএব সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং অন্যকে জানায়। আর যদি অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহলে তা হবে শয়তানের পক্ষ থেকে। সে যেন তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে না জানায়। এরূপ করলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(বুখারী হা/৭০৪৫)*।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুক মারে, তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে *(মুসলিম হা/২২৬২)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোনদিন আযান দিয়েছেন কি?

-আবুল কালাম
চক কাজিজিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কখনো ছালাতের আযান দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩) শিশুদেরকে কোন প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল জাতীয় খেলনা দিয়ে খেলতে দেয়া যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল দ্বারা শিশুদের খেলতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ মূর্তির ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬)*। তবে কন্যা শিশুদেরকে সাধারণ পুতুল দিয়ে খেলতে দেওয়া যায়। যা খেলা করার পর তাৎক্ষণিক নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আয়েশা (রাঃ) শৈশবে এ জাতীয় পুতুল দ্বারা খেলা করেছেন *(বুখারী হা/৬১৩০, 'আদাব' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪৪০)*। উল্লেখ্য, আয়েশা (রাঃ) যে পুতুল নিয়ে খেলতেন তা বর্তমানে প্রচলিত পুতুলের মত নয়। বর্তমানে প্লাষ্টিক বা অন্য বস্তুর দ্বারা পুতুল তৈরি করা হয়। যার মুখ, চোখ, নাক, কান সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ হুবহু মানুষের বা প্রাণীর আকৃতির ন্যায়। এ ধরনের পুতুল অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয্যা গ্রহণের জন্য কী কী দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন?

রাযিয়া সুলতানা
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যে বিছানায় শয়ন করতেন তা ছিল চামড়ার তৈরি। খেজুর গাছের আঁশে তা ভর্তি ছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১১৮, ৮/১৯৬ পৃঃ)*। তিনি যে বালিশে হেলান দিতেন তাও ছিল চামড়ার, যার ভিতরে আঁশ ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০৮)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৫/২৫) ফিৎরা-কুরবানীর টাকা সমাজের সরদার বা ইমামের নিকট জমা করা হয়। সেখান থেকে সরদারকে দুই আনা অংশ দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় ইমাম ও মুয়াযযিনের বেতনও দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আফসার
কোনাবাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বায়তুল মালের নির্দিষ্ট হক্বদার রয়েছে। তাদেরকেই দিতে হবে। এর বাইরে দেওয়া যাবে না *(তওবা ৬০)*। আল্লাহ তা'আলা যাদের মধ্যে বণ্টন করার আদেশ করেছেন সমাজের সরদার বা ইমাম-মুওয়াযযিন তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬) জানাযার ছালাত কত হিজরীতে চালু হয় এবং সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির জানাযা পড়া হয়?

-আবুল হুসাইন মিয়াঁ
কেন্দুয়া পাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত ১ম হিজরীতে চালু হয় *(ইতহাফুল কিরাম শরহ বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৪১, 'জানাযা' অধ্যায়)*। সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির জানাযা পড়া হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭) মাখলূক্বাতের সংখ্যা ১৮০০০ হাযার। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ইউসুফ
নিজ পাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মাখলূক্বাতের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। এ ব্যাপারে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। যেমন মুক্বাতিল বলেন, ৮০০০০, আবু সাঈদ খুদরী বলেন, ৪০০০০ হাযার, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, ১৮০০০, উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বলেন, ১৭০০০ প্রভৃতি। উক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাখলূক্বাতের সংখ্যা অগণিত। যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন *(দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর সূরা ফাতিহা ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮) ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, জামা'আতে ছালাত আদায় করতে আসার প্রয়োজন মনে করতেন না। ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভাঙ্গার কথা শুনে কোন্ দাঁত ভেঙ্গেছে তা না জানার কারণে এক এক করে তার মুখের সব দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। উক্ত ঘটনাগুলোর প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসলামুল হক্ব
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে কথিত উক্ত বক্তব্যগুলো সঠিক নয়। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণের একজন। রাসূল (ছাঃ) তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে। তার নাম হবে ওয়াইস। ইয়ামনে তার মা ছাড়া আর কোন নিকটাত্মীয় থাকবে না। তার দেহে ধবলকুষ্ট ছিল। সে জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করেছিলেন। ফলে এক দিরহাম বা এক দীনর পরিমাণ জায়গা ছাড়া আল্লাহ (সারা দেহ থেকে) তার রোগ দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার সাক্ষাৎ পাবে সে যেন নিজের মাগফিরাতের জন্য তার মাধ্যমে দো'আ করায় *(মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়; মিশকাত হা/৬২৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১১/২২৬, হা/৬০০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯) সূরা ইয়াসীনের ফযীলত সম্পর্কে জনৈক আলেম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়ে ঘুমিয়ে যায় তাহলে সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে উঠবে। আর যে ব্যক্তি প্রত্যহ তেলাওয়াত করবে তার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে সুফারিশ করবে। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

উত্তরঃ প্রথম বর্ণনাটি যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৮৬)*। আর দ্বিতীয়টির কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০) এক ঘণ্টা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা সত্তর বছর ইবাদত করার সমান। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-বিলক্বিস পারভীন
তেরঘরিয়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটি জাল। বর্ণনাটি হল, যে আলেম বিছানায় ভর দিয়ে এক ঘণ্টা ইলম চর্চা করবেন তা একজন আবেদ ব্যক্তির সত্তর বছর ইবাদতের সমান হবে *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৭৮)*। অনুরূপ এক ঘণ্টা ইলম অন্বেষণ করা এক ঘণ্টা ইবাদত করার চেয়ে উত্তম এই বর্ণনাটিও যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫৬)*। তবে এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল এই যে, 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা নক্ষত্র সমূহের উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়' বা 'আমার মর্যাদা যেমন তোমাদের উপরে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২, ২১৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১) অনেক আলেম বলে থাকেন, বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করার পর আযান-ইক্বামত দেওয়ার কারণে জানাযার ছালাতের আযান-ইক্বামত নেই। এ কথা কি ঠিক?

-নূরুল ইসলাম
নাল্লাপোল্লা বাজার, নৈহাটি, সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কথা ভিত্তিহীন। জানাযার ন্যায় ঈদের ছালাতেও আযান-ইক্বামত নেই। মূলত শরী'আত মহান

আল্লাহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২) জনৈক মাওলানা তার বইয়ে লিখেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ওয়াক্বি'আ কাগজে লিখে তাবীয বানিয়ে শরীরে ব্যবহার করবে সে যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। যে ব্যক্তি উক্ত সূরা প্রত্যহ তেলাওয়াত করবে তার কোন দিন অভাব হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শুধু সূরা ওয়াক্বি'আহ নয় কোন সূরা বা আয়াত লিখে তাবীয বানানো শিরক। তাবীয বিপদাপদ দূর করে একথা সত্য নয়। বরং বিপদাপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো সে তার দিকেই ধাবিত হল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। বরং কুরআন তেলাওয়াত করে গায়ে ফুঁক দিতে পারে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২ 'চিকিৎসা ও ফুঁক দেওয়া' অধ্যায়)*।

সূরা ওয়াক্বি'আহ পড়লে কোনদিন অভাব হবে না বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(বায়হাক্বী শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২১৮১ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩) ইমাম মাহদীর আগমনের পর জিবরীল (আঃ) তাঁর কাছে অহি নিয়ে আসবেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-রাসেল
আন্ধার মুহা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে নবুঅত ও রিসালতের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর জিবরীল (আঃ) অন্য কারো নিকট নবুঅতের 'অহি' নিয়ে আসবেন এই আক্বীদা পোষণ করা ঈমান বিনষ্টের শামিল। কারণ তিনি অহি নিয়ে আসতেন শুধু নবী ও রাসূলগণের নিকটে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৪১)*। আর ইমাম মাহদী নবী নন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৮৩-৮৫)*। তিনি শেষনবীর বংশধর হবেন ও সাত বছর পৃথিবী সুশাসনে ভরিয়ে দেবেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৪ 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। তবে আল্লাহ চাইলে জিবরীল (আঃ)-কে অন্য কারো কাছে যেকোন উদ্দেশ্যে পাঠাতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪) মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় আগে মাথা রাখবে না পা রাখবে?

-হাবীবুর রহমান
দুর্গাপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব সুবিধামত অবস্থায় কবরস্থানে নিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫) জনৈক আলেম বলেন, কা'বা ঘর তৈরী করার পর যে সমস্ত পাথর উদ্বৃত্ত হয়েছিল তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। উক্ত পাথরগুলো যে যে স্থানে পড়েছে সে সমস্ত স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুফাক্ষারুল ইসলাম
বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাসে এ ধরণের কথার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬) শায়খ আলবানী (রহঃ) তাঁর 'ছিফাতু ছালাতিন নবী' গ্রন্থে বলেন, ইমাম সরবে ক্বিরাআত করলে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তে হবে না। এ মর্মে সঠিক ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল ইসলাম
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শায়খ আলবানীসহ কিছু বিদ্বান জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া মানসূখ হয়ে গেছে বলে মত প্রকাশ করলেও ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। এ বিষয়ে রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, **اقرأ بها في نفسك** 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। অতএব কোন বিষয়ে হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীর ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে অন্য কারু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৫১-৫৫।*

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭) একাধিক স্ত্রীর স্বামী জান্নাতী হলে কোন্‌ স্ত্রীর সাথে তিনি জান্নাতে থাকবেন? অনুরূপ কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তিনি কোন্‌ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন?

-রাযিয়া সুলতানা
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হলে সবাই উক্ত স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন। পক্ষান্তরে একাধিক স্বামীর অধিকারীণী মহিলা জান্নাতী হলে এবং তার সর্বশেষ স্বামীও জান্নাতী হ'লে তিনি তার সাথে থাকবেন। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই।

কারণ আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। অতএব, আমি আমার স্বামী আবুদ্দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে, আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) হতে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) তার স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮) যে ব্যক্তি রাতে সূরা দুখান পাঠ করে তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাদীছটির সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি জাল *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪৪৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯) ফেরাউনের লাশ পাওয়ার পর কিভাবে সনাক্ত করা হ'ল যে, এটা তার লাশ? প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ফেরাউনকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব আজকের দিনে আমরা তোমার দেহকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমার পশ্চাদদ্বর্তীদের জন্য তুমি নিদর্শন হ'তে পারো' *(ইউনুস ৯২)*। ফেরাউনকে লোহিত সাগরের সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে আল্লাহ তার সৈন্যদল সহ ডুবিয়ে মেরেছেন। ফেরাউনের লাশের মমি ১৯০৭ খৃস্টাব্দে আবিস্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাউন' নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই প্রথম ফেরাউনের লাশ প্রথম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক লুইস গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'থেব্‌স' নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিস্কৃত হয়, যাতে ফেরাউনের আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাউনের লাশ সনাক্ত করেন। ঐ সময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। কারণ অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি। উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য *(মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃঃ।)*। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০) আহলেহাদীছগণ দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে দো'আ পড়েন কেন? উক্ত দো'আর ভিত্তি আছে কি?

-আল-আমীন
ছারছিনা মাদরাসা, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৮৫০; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৯৮; মিশকাত হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১)*। দো'আটি হ'লঃ **'আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদেনী, ওয়া 'আ-ফেনী, ওয়ারযুক্বনী'**। যার অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সুপথ দেখাও, আমাকে আরোগ্য দাও' আমাকে রূযী দাও'। এছাড়া এ সময় 'রব্বিগফিরলী' ('হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর') বলারও ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯০১ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এই সুন্দর দো'আটি যেকোন আল্লাহভীরু মুসলমানের হৃদয় দিয়ে পাঠ করা উচিত। কেননা এর মধ্যে বান্দার সকল চাওয়া-পাওয়া শামিল রয়েছে। আর ছালাতের মধ্যেই দো'আ কবুল হয়ে থাকে। আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ইবাদত করার চেষ্টা করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমাম আমাদেরকে ছহীহ হাদীছ মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী ছাপা, ১২৮৬ হিঃ) ১/৬৩ পৃঃ)*। বলা বাহুল্য, অহেতুক মাযহাবী গোঁড়ামী অনেককে ছহীহ হাদীছ মান্য করা থেকে দূরে নিয়ে গেছে।